চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 227 Tuesday, 17 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২২৭ সংখ্যা ✻ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০, সোমবার, ১৭ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

নির্বাচন পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হলেন বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ৯৪ টি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, তেমনই ঘর বাড়িও ভাঙছে হাতির দল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

পুরুষদের ৪০-৫০ বছর বয়সের মধ্যে এখন হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে এবং মহিলাদের মধ্যেও এখন হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

লজ্জার হার বললে মোটেও ভুল বলা হয় না। বাংলাদেশের সাথে ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ল্যাজেগোবরে হল হরমনপ্রীতরা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে নয়া ফরমান কেন্দ্রের রাজ্যে চিঠি আসতেই উঠল আপত্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ সদ্য শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই চাপ বাড়াতে শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলায় আবার গোহারা হয়েছে বিজেপি। তার মধ্যেই তীব্র সংঘাত বেঁধেছে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে। কারণ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্প। এবার নরেন্দ্র মোদির সরকার নয়া ফরমান জারি করেছে। যা নিয়ে নবান্নে চিঠি আসতেই তীব্র আপত্তি উঠেছে বলে সূত্রের খবর। তবে কেন্দ্রের এই নয়া ফরমান নিয়ে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই আপত্তি তোলেনি, বরং আপত্তি তুলেছে সব অবিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারগুলিও। কেন আপত্তি তোলা হয়েছে? কেন্দ্রের নয়া ফরমানে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের যে পাকা রাস্তাগুলি তৈরি হচ্ছে, তার পরিকল্পনা থেকে উদ্বোধন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সাংসদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এখন রাজ্যের ১৬টি সাংসদ রয়েছে বিজেপির। তাই গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ করতে গেলে তাঁদের অনুমতি নিতে হবে। আর এই নয়া ফরমান মানতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কারণ এমনিতেই পথশ্রী বা রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারই গ্রামীণ রাস্তা তৈরি থেকে মেরামত সবই করতে শুরু করেছে। যদিও কেন্দ্রের এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে বলে দেশের সবকটি রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। তা নিয়েই

আপত্তি উঠেছে। কোন বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জোরাল হচ্ছে? সাংসদরাই একমাত্র জনপ্রতিনিধি নন বলেই মনে করেন রাজ্য সরকার। গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করতে এলাকার নির্বাচিত বিধায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সদস্যরাও জনপ্রতিনিধি। তাঁদেরকে সরিয়ে রেখে সাংসদদের শুধু যুক্ত করার পিছনে আধিপত্য কায়েম করার রাজনীতি রয়েছে বলে মনে করে নবান্ন। তাই সকলের মতামত নেওয়াও উচিত বলেও মনে করছেন নবান্নের অফিসাররা। কেন্দ্রের চিঠিতে শুধু সাংসদদের অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের আপত্তি এখানেই। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অমিত শুক্লার সই করা ওই চিঠি এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই চিঠিতে বেশ কিছু গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। এক, কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে কোথায়, কত রাস্তা তৈরি হবে তার তালিকা তৈরি করতে হবে। দুই, সাংসদদের অনুমতি নিতে হবে। সাংসদের পরামর্শে গুরুত্ব দিতে হবে। তিন, সাংসদের পরামর্শ মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে স্টেট লেবেল স্ট্যান্ডিং কমিটি। চার, রাস্তার উদ্বোধনে সাংসদকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস রায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘‘এটা আসলে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের সমান ভূমিকা। সেখানে রাজ্যের উপর কেন্দ্রের এই খবরদারি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী।’’

‘পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই পড়বে তৃণমূল সরকার’

শান্তনু-সুকান্তর কথায় কীসের ইঙ্গিত?

দুরন্ত বার্তা, গাইঘাটা, ১৬ জুলাইঃ পাঁচ মাসের মধ্যে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার পড়ে যাবে। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের দাবি ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তিনি বলেছেন, ‘‘কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। পাঁচ মাসের মধ্যে তৃণমূল সরকার পড়ে যাবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি।’’ উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার সভা থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা প্রত্যক্ষদর্শী একজন ব্যালট বাক্স নিয়ে দৌড় মেরেছে। একজনকে কাউন্টিংয়ের সময় বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। আর তৃণমূল ভেবে নিয়েছে ওরা চিরস্থায়ী। আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে এদের সরকার পড়ে যাবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছে যে আগামী পাঁচ মাসে এদের সরকার আর থাকবে না।’’ আরও এক ধাপ এগিয়ে শান্তনু ঠাকুরকে সমর্থন করেছেন বিজেপি-র রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, ‘‘তৃণমূল সরকার যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারে। বিধায়করা অন্যদলকে সমর্থন করতেই পারেন। রাজনীতিতে সবই সম্ভব।’’ বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘‘পাঁচ হোক বা ছ’মাস সরকার যে কোনও সময় পড়ে যেতেই পারে। একটি সরকার বিধায়কদের সমর্থনে চলে। হঠাৎ

বিধায়করা মনে করলেন আমরা সমর্থন করব না অন্য কাউকে সমর্থন করব। আবার এমন গণ-আন্দোলন শুরু হল যে বিধায়ক হাতজোড় করে তাঁদের পদ ছেড়ে দিলেন। এই সমস্ত কিছুরই সম্ভাবনা রয়েছে।’’ বিজেপির রাজ্য সভাপতির এ হেন মন্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি দলবদল করতে চলেছে তৃণমূল বিধায়করা? নাকি রাজনৈতিক কোনও অস্থিরতা তৈরি হতে চলেছে বাংলার রাজনীতিতে? তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেছেন, ‘‘এই সব কথা অনেকদিন ধরেই শুনছি। হেরো, দুকান কাটা রাজনৈতিক নেতারা এই কথা বলেন। যাঁরা আবকি বার ২০০ পার বলে ৬০ এর কোটায় চলে এসছিল, যাঁরা সমস্ত নির্বাচনে হারছে। যাঁরা নিজের কেন্দ্রে দলকে জেতাতে পারে না। ওরা যদি ভাবে বিধায়কদের কিনে নিয়ে সরকার ফেলবে তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।’’ এই বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। তিনি বলেছেন, ‘‘সুকান্তবাবুকে বলব একটা বড় করে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পড়তে এবং একটা কমন্ডুলু হাতে নিয়ে কালীঘাটে বসতে। আমি একটা জায়গা ঠিক করে দিচ্ছি সেখানে বসে ভবিষ্যবাণী করুন। ভাল পয়সা রোজগার হবে।’’ ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পর যখন ১৮টি আসন বিজেপি-র ঘরে আসে তখনও এই ধরনের কানাঘুষো শোনা যায় যে আর পাঁচ মাস পর তৃণমূল সরকার পড়ে যেতে পারে। এই রব মাঝে মধ্যে ওঠে। রাজনৈতিক মহল বলছে, এই রব বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ৩৫৫ পক্ষে বেশি সওয়াল করছেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা দুর্নীতি-চুরি বিভিন্ন ইস্যুকে হাতিয়ার করছেন। মানুষের গণতন্ত্র কোথায়? ওয়াকিবহালমহলের মতে, প্রশ্নটি হয়ত সঠিক। কিন্তু প্রয়োগ করবে কে? আর প্রয়োগ করতে গেলে যে বিধিনিষেধ প্রয়োজন তা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে। ফলে বিজেপি সরকার কি আদৌ সে পথে হাঁটবে? এই প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গিয়েছে।

শিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ফের উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ জারি রয়েছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। এরই মধ্যে অ্যাকশন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সংঘাতের এই আবহের মধ্যেই ফের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ বোসের। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বোসকে নিয়োগ করেছেন তিনি। সূত্রের খবর, এই বারও রাজ্যের শিক্ষাদফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই নিয়োগ করেছেন তিনি। সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে, এই উপাচার্যদের নিয়োগ বৈধ নয়। তার কারণ, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই সকল উপাচার্যদের নিয়োগে শিলমোহর দিয়েছেন সি ভি আনন্দ

বোস। এরপরই সংঘাত বাধে। নিযুক্ত উপাচার্যদের বেতন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও, হাইকোর্ট সাফ নির্দেশ দেয় উপাচার্যদের বেতন বন্ধ করা যাবে না। এমন আবহে ফের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, বর্ধমান ও দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভিসি ঠিক করে ফেলেছেন সি ভি আনন্দ বোস। জল্পনায় উঠে আসছে বিবরাজ পারিদা ও রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য করা হয়। এর পাশাপাশি রাজ্যপালের ‘পিস অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন’কমিটি চেয়ারম্যান করা হয় অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতিকে।

বন্যায় বেহাল উত্তরবঙ্গ, খতিয়ে দেখতে যাচ্ছে উচ্চপর্যায়ের দল, জানালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ ভারী বৃষ্টিতে বেহাল উত্তরবঙ্গ। কোথাও কোথাও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের

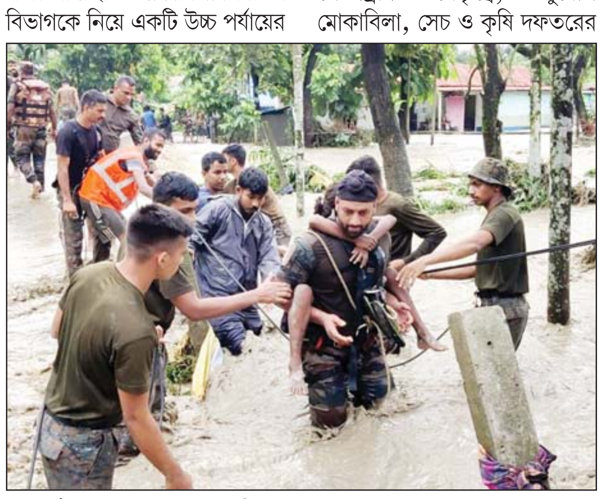

দল পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার টুইট করে এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তিনি যখন উত্তরবঙ্গে যান সেই সময় বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে একটি বৈঠক করেন। ভোটের পর থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার। মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে একটি উচ্চপর্যায়ের দল পাঠানোর কথা জানিয়েছেন। টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আমার সেচমন্ত্রীর নেতৃত্বে, দুর্যোগ মোকাবিলা, সেচ ও কৃষি দফতরের আধিকারিক-সহ একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি সোমবার উত্তরবঙ্গে যাবে সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। উত্তরবঙ্গে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিতে নদী ফুলে উঠেছে, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, মানুষ মারা গিয়েছে। ডিএম এবং এসপিরা এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফের সহায়তায় যুদ্ধকালীন তৎপতায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি পরিস্থিতির উপর সর্ব ক্ষণ নজর রাখার জন্য।’ নবান্ন সূত্র জানা গিয়েছে, এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এ ছাড়া থাকবেন সেচ, কৃষি ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের সচিবরা। লাগাতার বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত হয়েছে, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং জলপাইগুলির বেশ কিছু এলাকা। কোনও এলাকা বন্যাপ্লাবিতও হয়ে গিয়েছে। ওই সব এলাকাগুলি ঘুরে দেখবেন প্রতিনিধি দল। কোথায় কী ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে তা খতিয়ে দেখে তার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। ইতিমধ্যে বিপর্যস্ত এলাকারগুলির প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি। নবান্ন সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিএম এবং এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব। জেলাগুলিকে প্রয়োজনে এনডিআরএফ এবং এসবিআরএফের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিস্থিতির প্রতি মুহূর্তের আপডেট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হচ্ছে।

ভোট হিংসার বলি আরও ১, এনআরএসে মৃত্যু সিপিএম কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ ভোটের হিংসার শিকার হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের এক সিপিএম সমর্থক। রবিবার তাঁর মৃত্যু হল কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের তরফে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়েছে। নিহতের নাম রিন্টু শেখ। বয়স ৪২ বছর। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। রিন্টুর পরিবারের দাবি, ভোটের দিন স্থানীয় বুথে দেদার ছাপ্পা চলছিল। অভিযোগ, প্রতিরোধ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন রিন্টু। ধারাল অস্ত্রের কোপ মারা হয় তাঁকে। হরিহরপাড়া ব্লকের নিয়ামতপুর গ্রামে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হন রিন্টু

শেখ। প্রথমে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা পর। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। রিন্টুর মাথায় একাধিক আঘাতের পাশাপাশি শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় বলে পরিবারের দাবি। মাথায় অস্ত্রোপচারও করা হয়। রবিবার বেলা দেড়টার সময় মারা যান তিনি। পরিবারের বক্তব্য, যারা এই ঘটনায় যুক্ত, পুলিশ এখনও অবধি তাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। পরিবারের লোকজন দোষীদের শাস্তির দাবি করছে। নিহতের এক আত্মীয়ের কথায়, ‘‘সকাল থেকে সুস্থভাবেই ভোট হচ্ছিল। হঠাৎ করে কী হল কে জানে। আমার বিরোধী প্রার্থী আমাকে ধরে মারতে লাগল। তারপর বুথের বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের লোকজনকেও মারধর শুরু করে ওদের লোকেরা। ওদের হাতে লাঠি, শাবল, বড় বড় বাঁশ ছিল। আমাদের ১০-২০ জনকে মেরেছে। আমার ভাসুর কলকাতাতে মারা গেল। আমাদের বুথ থেকে বের করে ওরা ছাপ্পা ভোট করল। আমরা এর সিবিআই তদন্ত চাই।’’

জোট-বৈঠকের ঠিক আগের দিন, ‘জট’ কাটল কংগ্রেস-আপের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাইঃ কংগ্রেসের পদক্ষেপকে ‘ইতিবাচক উন্নয়ন’ বলল আপ। দীর্ঘ টালবাহানার পর, অবশেষে রবিবার (১৬ জুলাই) কংগ্রেস বলেছে, দিল্লির প্রশাসনিক পরিষেবা বিষয়ে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করবে তারা। আগামীকাল, সোমবার (১৭ জুলাই) বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোটের দ্বিতীয় বৈঠক হওয়ার কথা। ঠিক তার আগের দিন, কংগ্রেস-আপ-এর মধ্যে এক প্রকার সমঝোতার ছবি দেখা গেল। কেন্দ্রের অধ্যাদেশের বিরোধিতার বিষয়ে কংগ্রেস তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা পরই আম আদমি পার্টির সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র রাঘব চাড্ডা টুইট করেন, ‘কংগ্রেস দিল্লি অধ্যাদেশের দ্ব্যর্থহীন বিরোধিতা করার কথা ঘোষণা করেছে। এটা একটা ইতিবাচক উন্নয়ন।’ শুধু তাই নয়, কংগ্রেস তাদের অবস্থান জানানোর কয়েক ঘণ্টা পরই, সোমবার বেঙ্গালুরুর বৈঠকে তারা যোগ দেবে বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে আপ। রবিবার বিকেলে, ‘দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি’ নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের বাসভবনে এক বৈঠক করে আপের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি। সেখানেই বিরোধীদের আসন্ন দুই দিনের বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। তারপরই দলের সিদ্ধান্ত জানান রাঘব চাড্ডা। কাজেই, কংগ্রেস-আপের মনোমালিন্য, জট-যাই বলা হোক না কেন, আপাতত কাটল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপাল জানান, দিল্লির প্রশাসনিক নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রের অধ্যাদেশ জারির বিরোধিতার বিষয়ে তাদের দলের অবস্থান স্পষ্ট। বিরোধী দল-শাসিত কোনও রাজ্যে রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রের যে কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করবে কংগ্রেস। এই বিষয়ে যখনই কোনও বিল সংসদে পেশ করা হবে, কংগ্রেস তার বিরোধিতা করবে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা গতকাল এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এবং রাদ্যপালদের মাধ্যমে রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রচেষ্টাকেই আমরা সমর্থন করব না। আমরা দিল্লি অধ্যাদেশও সমর্থন করব না।’’ প্রশাসনিক নিয়োগের অধিকার উপরাজ্যপালের নয়, দিল্লির নির্বাচিত সরকারের হাতেই থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের এই স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও, গত মে মাসে দিল্লির আমলাদের নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই অধ্যাদেশে, কার্যত সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অস্বীকার করা হয়েছে। গ্রুপ-এ অফিসারদের নিয়োগ এবং বদলির জন্য একটি জাতীয় রাজধানী সিভিল সার্ভিস অথরিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে অধ্যাদেশে। এরপরই, রাজ্যসভায় এই অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা করার জন্য বিজেপি-বিরোধী সকল দলগুলির সমর্থন চেয়েছে আপ। কংগ্রেস সেই বিরোধিতায় সামিল হলে তবেই তারা বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দেবে বলে জানিয়েছিল কেজরীবালের দল। এর আগে পটনায় অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে অংশ নিলেও, পরে আপ জানিয়েছিল, কংগ্রেস ‘টিম প্লেয়ার’এর মতো আচরণ করছে না। হাত শিবির দিল্লি অধ্যাদেশের বিরোধিতা না করলে, কংগ্রেস আছে এমন কোনও জোটে তারা অংশ নেবে না।

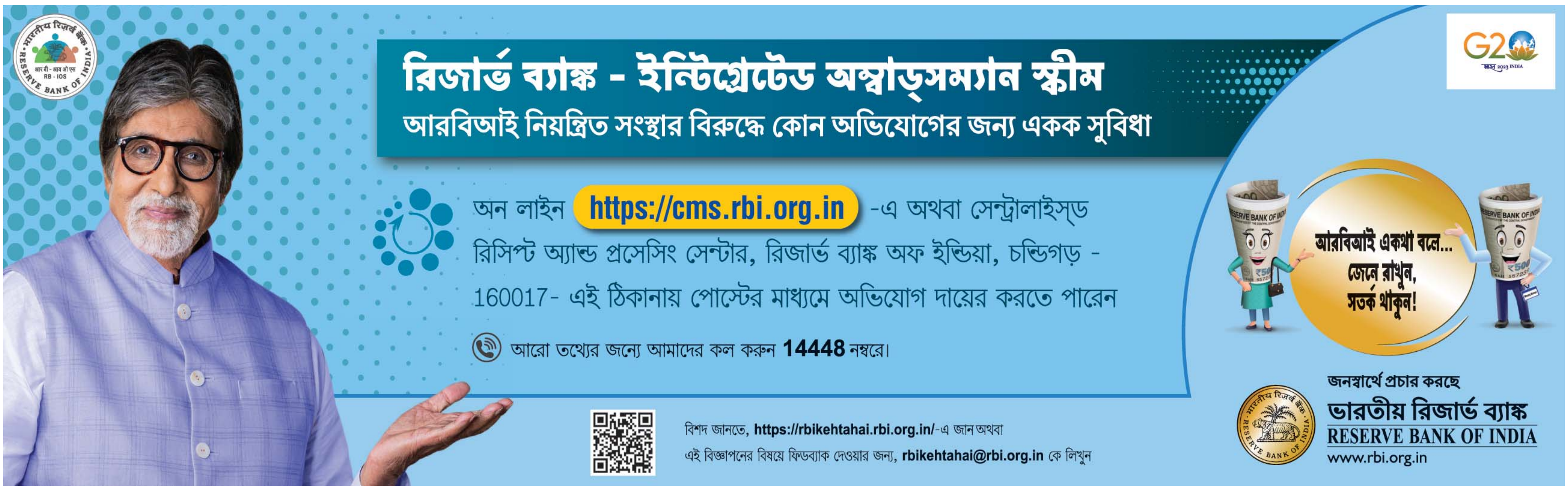

সাহিত্য সাধক সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ জন্ম ২২ জুলাই

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,বাংলাদেশঃ সারাজীবন ধরে লড়াই করেছেন অবহেলিত গ্রাম-বাংলায় শিক্ষা বিস্তার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন কাঙ্গাল হরিনাথ। অত্যাচারিত, অসহায়, নিষ্পেষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাতিয়ারস্বরূপ সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত বাউল সংগীতের অন্যতম পথিক ছিলেন সাহিত্য সাধক, সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ। বাংলার সাহিত্য সাধক সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথহরিনাথ মজুমদার জন্ম ২২ জুলাই ১৮৩৩, মৃত্যু ১৬ এপ্রিল,১৮৯৬ বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত বাউল সঙ্গীতের অন্যতম পথিক ছিলেন। তিনি সর্বসমক্ষে ফকির চাঁদ বাউল নামেও পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের নদীয়া জেলার কুমারখালী বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটবেলায় তার পিতা-মাতা লোকান্তরিত হন। তার পিতার নাম হরচন্দ্র মজুমদার।বাল্যকালে কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অর্থাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষায় বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। তবে সারাজীবন ধরে লড়াই করেছেন অবহেলিত গ্রাম-বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন তিনি। অতঃপর গোপাল কু যাদব গোপাল স্যান্যাল প্রমুখ বন্ধুদের সাহায্যে ১৩ জানুয়ারি,১৮৫৫ সালে নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন হরিনাথ মজুমদার। এরপর বেশ কিছুদিন ওই বিদ্যালয়েই বিনাবেতনে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তারই সহায়তায় ২৩ ডিসেম্বর,১৮৫৬ সালে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।সাংবাদিকতা অত্যাচারিত,অসহায়, নিষ্পেষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাতিয়ারস্বরূপ সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার। অল্পশিক্ষা নিয়েই তিনি দারিদ্র ও সচেতনতা বিষয়ক লেখনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেন। প্রথমে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখতেন। প্রাচীন সংবাদপত্র হিসেবে বিবেচিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কুমারখালি এলাকা থেকে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। মাসিক এ পত্রিকাটি কালক্রমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মূল্যমানের সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এতে সাহিত্য,দর্শন,বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত মুদ্রিত হতো। নিজ গ্রামের লোকের ওপর জোর-জুলুম,দু ঃখ-অভাবের ঘটনা সাধারণের সামনে আনার উপলক্ষে তিনি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন কবি ঈশ্বর চন্দ্রের ' প্রভাকর'-এ। কবির উপদেশে তার (কাঙ্গাল) প্রবন্ধের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে প্রকাশ করা হতো। তারপর নিজ উদ্যোগে গ্রাম-হিতৈষণার আদর্শ নিয়ে ' প্রকাশিকা'প্রকাশ করেন। তা কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নর যন্ত্রে মুদ্রিত ও কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হতো। চার-ফর্মার এই মাসিক পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা।'শেষে এক পয়সার সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও,কুসীদজীবী ও নীলকর সাহেবদের শোষণের কেচ্ছা-কাহিনীও প্রকাশিত হতো। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশি জমিদারদের অব্যাহত হুমকিও তাকে এ-কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। নিঃস্ব কাঙ্গাল হরিনাথ সারাজীবনে সচ্ছলতার মুখ দেখতে না পেলেও ১৮৭৩ সালে কুমারখালির নিজ গ্রামেই গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকাটির নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮ বছর রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থ আনুকূল্যে কাগজ চালানোর পর আর্থিক কারণে ও সরকারের মুদ্রণ শাসনের ব্যবস্থার জন্য পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। আশৈশব জমিদার মহাজন,কুঠিয়াল ও গোরা পল্টনের অত্যাচার ও উৎপী।ন প্রত্যক্ষ করে হরিনাথের মনে যে প্রতিকারচিন্তা জাগে সেখান থেকেই তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রেরণা লাভ করেন।গ্রামবার্তা প্রকাশিকা কাঙ্গাল হরিনাথের আবির্ভাব হয়েছিল সাপ্তাহিক ' প্রকাশিকা' নামে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা ১২৭০ সালের পহেলা বৈশাখ। পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছে বিপ্লবীদের। আবার আঘাত করা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের মূলে। সেই সময়ের কুষ্টিয়া থেকেই বিপ্লবী বাঘা যতীনের উত্থান, জমিদার দর্পণ-এর নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেনের ক্রমশ বিপ্লবী লেখক হয়ে ওঠা এবং লালনের বিপ্লবী ন্যাংটা বাহিনীর দা।।নোর ইতিহাস। হরিনাথের সাহস আর সংগ্রামে কেঁপে উঠেছিল শাসকগোষ্ঠী, যা তুচ্ছ হয়ে করার জন্য ইংরেজদের ঘুম হারাম হয়ে যায়, তার লেখনীই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অবহেলিত সমাজের বৈষম্য ও জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে তিনি প্রথমে মাসিক পরে পাক্ষিক ও তার কিছু পরে সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এক পয়সা মূল্যে এই পত্রিকাটিতে কাঙ্গাল হরিনাথ অবিরাম নীলকর ও জোতদারদের ঠাকুর পরিবারের জমিদারদের নানা অনাচার-অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে

থাকেন। পত্রিকাটি প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে কুষ্টিয়ার এম.এন প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। একদিকে অর্থের অভাব অন্যদিকে সরকারের কঠোর মুদ্রণনীতি ও নানা বিরোধিতায় মাসিক,পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসেবে কয়েক পর্যায়ে প্রায় ২২ বছর প্রকাশের পর ' প্রকাশিকা' বন্ধ হয়ে যায়।অত্যাচার-জুলুম-নিপী।নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি হরিনাথ সে সময় ' প্রকাশিকা'কে ঘিরে লেখক গোষ্ঠী তৈরি করেন। ফলে এ পত্রিকার মাধ্যমে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়,সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন,দীনেন্দ্র কুমার রায়, মীর মশাররফ হোসেন, শিবচন্দ্র বিদ্যানর্ব প্রমুখ সাহিত্যিক সৃষ্টি করে গেছেন হরিনাথ। হরিনাথের স্নেহধন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন রচিত বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সার্থক উপন্যাস ' সিন্ধু' হরিনাথের এমএন প্রেস থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। লালন সাঁইজীর খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'সহ মোট ২১টি গান সর্বপ্রথম মুখের শব্দ থেকে কাগজে ছাপার অক্ষরে ঠাঁই পায় কাঙ্গালের প্রেসের মুদ্রণে।বাউল সঙ্গীতদীর্ঘ আঠারো বছর গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পাদনা করার পর সাংবাদিকতা পেশা পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম সাধনায় মনোনিবেশ করেন তিনি। হরিনাথ মজুমদার আধ্যাত্মিক গুরু ও মহান সাধক ফকির লালনের গানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। বাউল সঙ্গীতকে সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মানসে ঊনবিংশ শতকে যে কয়েকজন সাহিত্য সাধক সাহিত্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন, কাঙ্গাল হরিনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম। যে যুগে হরিনাথ সাহিত্য সাধনা করেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাষা ও কল্পনার যুক্তভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায়। ১২৮৭ সালে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও রায় জলধর সেন প্রত্যক্ষ আগ্রহ আর সহযোগিতায় ফিকির চাঁদ ফকিরের দল' গঠনের মাধ্যমে বাউল গান রচনা, প্রসার-প্রচারের যাত্রা শুরু করেন। বাউল গানের দল গঠনের অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন লালন সাঁইজীর কাছে। কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন লালন সাঁইজীর ভাবশিষ্য।' ও ' চাঁদ ফকির' নাম ভনিতায় রচনা করেছিলেন অসংখ্য বাউল গানসহ অন্য ভাবধারায় সঙ্গীত।ঘুমন্ত নিরক্ষর হৃদয়কে জাগ্রত করতে আঘাত হানতে রচিত সংগীতে তিনি ব্যবহার করলেন সহজ ভাব রূপকের দ্যোতনা। কাঙ্গাল রচিত প্রথম গান হিসেবে পরিচিত গানটিতেই ইশ্বর প্রাকৃতিক মোহের ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান-' দিবানিশি অবিনাশীসত্য পথের সেই ভাবনা,যে পথে চোর ডাকাতে কোনমতেছোঁবে নারে সোনাদানা'।ধর্মান্ধতার মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প লুকিয়ে সে কথা কাঙ্গাল ভাব-সঙ্গীতের মাধ্যমে বোঝাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পরহিতব্রত সমাজ সংস্কারক হরিনাথকে অনেক বেশি মাত্রায় মানবিকতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিল। সেই মানবিকতার জায়গা থেকেই তিনি হিংদু-ব্রাহ্মের বিবাদ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন-প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। মূলোপাটন করতে চেয়েছেন ধর্মীয় বর্ণবাদের। এই মানবিক মূল্যবোধের চর্চার কারণেই তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পর্যায়ের পূর্ব বাংলার সমসময়ের হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদের নিন্দা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ স্বাভাবিকভাবেই তাকে বিচলিত করেছিল।এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী তার ' হরিনাথ বাউলগানের অনুষঙ্গে',কালি ও কলম-১ মার্চ,২০১৬ সংখ্যায় লিখেছেনল মরমিগানের সঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথের সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রাথমিক পর্যায়ে ' বাউল' হিসেবে তার আবির্ভাব হলেও শেষপর্যন্ত এই বাউলগানের সূত্রেই হরিনাথ তার সাধন-অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন এবং তার শিল্প-শক্তির যথার্থ পরিচয়ও এর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। তার লোকপ্রিয়তা ও পরিচিতির মূলেও রয়েছে এই বাউলসংগীত। তার জীবনদর্শন, অধ্যাত্মভাবনা ও মরমি-মানসের পরিচয় বিধৃত রয়েছে এসব গানে। এ প্রসঙ্গে জলধর সেন লিখেছেন কৃাঙ্গাল হরিনাথ, পূর্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকটে তাহার বাউলসঙ্গীতের দ্বারাই অসামান্য লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বাউলসঙ্গীতের সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বর্বশ্রেণির লোকই মুগ্ধ হইতেন। অল্পদিনের মধ্যে বাউলসঙ্গীতের মধুর উদাস সুর হাটে, ঘাটে, মাঠে, নৌকাপথে সর্বর্বত্রই শ্রুত হইত। হরিনাথ বাউলগানের একটি ভিন্ন ' সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ' ও ' ভণিতায় পরমার্থসূচক যেসব বাউলাঙ্গের মরমিগান রচনা করেন তার সংখ্যা প্রায় হাজারের কোঠায়। তার এই বাউলসংগীতের স্বরূপ ও জনমনে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা গেছে।অনেক সঙ্গীতে সংসারের অনেক সুখ-দু ঃখের কথা ধ্বনিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলসঙ্গীতে হৃদয়ের মধ্যে যেমন সংসারের অনিত্যতা, ঈশরের প্রতি বিশ্বাস,ভক্তি ও প্রেমভাব জাগাইয়া তুলে, এমন আর কিছুতেই নহে।রূপের গর্ব, ঐশ্বর্যের অভিমান,বাসনার আসক্তি হইতে মানুষ আপনাকে যদি নির্মুক্ত করিতে চাহে,তাহা হইলে তার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোকই কাঙ্গাল হরিনাথের এই সকল সাধন সঙ্গীত শ্রবণে মনে করিতেন হরিনাথ দেবতা। বিভিন্ন উপলক্ষে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ যখন যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তখনই সেই স্থান হরিনাথের বাউলসঙ্গীতের পবিত্র স্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।' তার গানে জীবনের অনিত্যতা, সংসারের মায়া-মোহ, পরমপুরুষের সন্ধান-তৃষ্ণা, দেহ-বিচার ও সাধন-প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই নানা রূপক-প্রতীকের আ।াল মানতে হয়েছে, উপমা-উপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের অলংকারে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হয়েছে তত্ত্বকথাকে। তত্ত্বসংগীতের বিষয়-প্রসঙ্গের ক্লান্তিকর অনুবর্তন, তাত্ত্বিক জটিলতা ও সাধন-পদ্ধতির সাংকেতিক দুরূহতা থেকে যদিও কাঙ্গালের গানও মুক্ত নয়, তবু কখনো-কখনো এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাতে শিল্প-সৌন্দর্য আবিষ্কার করা চলে। আবার তার সৃষ্টি গানগুলোতে আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিল। গান রচনায় তিনি অসম্ভব পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। স্বলিখিত গানে কাঙ্গাল ভণিতার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। তার রচিত বাউল সংগীতগুলো ফকির চাঁদের বাউল সঙ্গীত নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপে তিনি বহু সহজ-সুরের গান রচনা করে সদলবলে সেই গান গেয়ে বে।াতেন।হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলোপার করো আমারেতুমি পারের কর্তা জেনে বার্তাতাই ডাকি তোমারেআমি আগে এসেঘাটে রইলাম বসে যারা পাছে এলো আগে গেলআমি রইলাম প।শুেনি কড়ি নাই যার তারে তুমি কর পারআমি দীনভিখারি নাইকো কড়িদেখো ঝুলি ঝে।আমার পারের সম্বলতোমার নামটি কেবলকাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ কেঁদেঅকুল পাথারে সাঁতারে । এই গানটি কাঙ্গাল হরিনাথের অন্যতম সৃষ্টি।এবার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গানের কথায় আসা যাক- এই মানবজীবন ভাইএই আছে আরল এই নাইযেমন পদ্মপত্রে জল টলে সদাইতেমনি দেখিতে দেখিতে নাই।আজ গেল আমারপরে যাবে কেহঅনিত্য এই মানবদেহতবে কেন অহংকারে বল মত্ত সদাইযদি যেতে হবে জান নিশ্চয়তবে বৃথা কেন হারাও সময়বিত্ত অন্তের উপায়কর এখন সত্য আশ্রয়সময় যা যাবার, তা গেছে চলেআর হারাও কেন মায়ায় ভুলেএখন কাতর হয়েডাক দীন বন্ধো বলে । এমন অনেক অমর সৃষ্টি আছে কাঙ্গাল হরিনাথের। প্রবন্ধ, গদ্য এবং পদ্য রচনায়ও হরিনাথ মজুমদার যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরনতুন প্রজন্মের কাছে কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতিকে তুলে ধরতে ২০১৭ সালের ৫ ডিসেম্বর জাদুঘর নির্মাণ করে সরকার। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার গা।ই নদীর তীরবর্তী কু-পাড়ায় অবস্থিত এ জাদুঘর। জেলাশহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৬ কিলোমিটার। লাল ইট আর মোজাইক টাইলসের কারুকাজে নির্মিত একটি ভবন। বাহারি ফুলের বাগানে ঘেরা ভবনটির নাম কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর। ভেতরে পরিপাটি করে সাজানো কয়েকশ' বছর আগের ছাপানো পত্রিকা, লেখা কবিতা ও ছবিসহ নানা স্মৃতিচিহ্ন। প্রবেশের পরই জাদুঘরের আঙিনায় দেখা মিলবে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃ কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতি-ভাস্কর্য। ভবনের নিচের তলায় রয়েছে ১০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সম্মেলনকক্ষ। জাদুঘরের দ্বিতীয় তলার দেয়ালে স্থাপন করা অ্যালবামে শোভা পাচ্ছে কাঙ্গাল হরিনাথ ও তার স্ত্রী, লালন শাহ এবং মীর মশাররফ হোসেনের ছবি। একই সঙ্গে হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ' প্রকাশিকা', মুদ্রণযন্ত্রে ব্যবহৃত কাঠের ব্লক ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ ১৬৮টি নিদর্শন এবং ৬৭টি ছবি। এ ছা।া জাদুঘরের অপর পাশে রয়েছে একটি গ্রন্থাগার। সাড়ে ৪০০ বই রয়েছে গ্রন্থাগারটিতে। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতিভরা জাদুঘরটি দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে। জাদুঘর থেকে এক কিলোমিটার দূরে রয়েছে কাঙ্গাল কুঠির। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং ইংরেজদের শোষণ-নিপী।ন হতে তাদের রক্ষার জন্য কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৮৭৩ সালে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালির বাড়ির এমএন প্রেসেমথুরনাথ মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকা ছাপানো হতো। কাঙ্গালের কুঠিতে এখনো রয়েছে সেই ঐতিহ্যবাহী মথুরনাথ মুদ্রণযন্ত্রটি। সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে প্রতি বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে এবং শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে জাদুঘর। এ ছা।া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে জাদুঘরটি। জাদুঘরে প্রবেশমূল্য বাংলাদেশিদের জন্য ১০ টাকা এবং সার্কভুক্ত দেশের পর্যটকদের জন্য ২০০ টাকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আসা পর্যটকদের জন্য ৫০০ টাকা।রচনা সমগ্রতার মুদ্রিতগ্রন্থের সংখ্যা ১৮টি। তারমধ্যেউল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে-বিজয় বসন্ত (১৮৫৯)চারু-চরিত্র (১৮৬৩)কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬)কবিকল্প (১৮৭০)অক্রুর সংবাদ (১৮৭৩)চিত্তচপলা (১৮৭৬)কাঙ্গাল-ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১২৯৩-১৩০০ বঙ্গাব্দ)দক্ষ যজ্ঞ বিজয়াপর মার্থগাথামাতৃ মহিমাব্রহ্মা-বেদপ্রভাবকাঙ্গাল হরিনাথের বাউলগান তার সমকালে সমগ্র বাংলাদেশকে আলো।তি করতে সমর্থ হয়েছিল। কাঙ্গালের গান জনচিত্তে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। জলধর সেনের সাক্ষ্য জানা যায়,বাংলার অবিস্মরণীয় লোকসংগীত-প্রতিভা পাগলা কানাইয়ের গানের পাশাপাশি কাঙ্গালের গানও স্থান করে নিতে পেরেছিল। এই সাফল্য যে অসামান্য তা বলা বাহুল্য। হরিনাথের গানগুলো অনেক লেখক,সঙ্গীত বোদ্ধাদের মন জয় করে ও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। আমৃত্যু বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রসার ও সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছিলেন তিনি। সাহিত্যকর্মে তার সুযোগ্য শিষ্যগণের মধ্যে- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায়,জলধর সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্প-চেতনায় কাঙ্গালের মরমি বাউলগান সংগীত-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং সেইসঙ্গে বলা যায়, কালান্তরেও এই গানের আবেদন নিঃশেষিত হয়নি। হরিনাথের জীবন শুরু হয়েছিল সাহিত্যচর্চা, সাময়িক পত্র-সম্পাদনা, শিক্ষাপ্রসার ও সমাজহিতব্রতের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। লালন ফকিরের সখ্য-সাহচর্যে এসে তার জীবনে যুক্ত হয় মরমি ভাবসাধনার ধারা এবং সেই সূত্রে বাউলগান রচনার পর্ব। এক সময়ে লালন ও তার পথ এসে একটি মিলনবিন্দুতে মেশে মূলত বাউলগানের অনুষঙ্গে। ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬ সালে এই ক্ষণজন্মা লেখক, মহান শিক্ষানুরাগী ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব পরলোকগমন করেন। তার নদীয়া জেলাবাসী একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারালো। মৃত্যু পরবর্তীকালে ১৯০১ সালে হরিনাথ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭জুলাইঃসোমবার, ৩১আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩১ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। বিবাহের যোগ হবেই আজ

বৃষভ রাশিঃবিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা

মিথুন রাশিঃমনোযোগী হোন কারণ কেউ আপনাকে বলির পাঁঠা করতে পারে। চাপ এবং উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা আছে

কর্কট রাশিঃকিছু শারীরিক পরিবর্তন যা আপনি আজ করছেন, নিশ্চিতভাবেই আপনার উপস্থিতিকে উন্নত করবে।

সিংহ রাশিঃধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। শুভদিন হবে

কন্যা রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।

তুলা রাশিঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে-আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। শুভ দিন হবে

বৃশ্চিক রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয়।

ধনু রাশিঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে।

মকর রাশিঃ বিবাহের যোগ হবে।

কুম্ভ রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্ত নগদ উপার্জন করতে পারেন।।

মীন রাশিঃপরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি

সোনা সহ ২২৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার, ১ জন গ্রেফতার

সুজন চক্রবর্তী, আসামঃ গত শনিবার (১৫ জুলাই) আসাম রাজ্যের গুয়াহাটিতে অবৈধ সোনা চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করল মহানগর পুলিশ। বিশেষ পুলিশের দল অভিযান চালিয়ে গুয়াহাটিতে সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে ৫৮৫ গ্রাম সোনা এবং নগদ ২২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। অভিযানে চোরাকারবারীদের ব্যবহৃত একটি হুন্ডাই আই-২০(এমএল ০৫ ইউ ১২১৬) বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। খানাপাড়া থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়িটিকে ধাওয়া করে এসটিএফ দল। লালগণেশে একটি মোটর সাইকেলে আসা আরোহীদল আই ২০ বাহন থেকে সোনা নিয়ে দ্রুতগতিতে সরেগিয়েছিল। তারপরে এসটিএফের দল জ্যোতিকুচিত এই বাহনটি আটক করতে সক্ষম হয়। বাহনে থাকা হিমাংশু পাল নামের গা।চিালককে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় এসটিএফ বাহিনী ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৯৪১১ ধারার অধীনে ০৭২০২২ নম্বরে একটি মামলা নথিভুক্ত করে এব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

এশিয়ার সেরা তিন রেফারির মধ্যে বাংলার প্রাঞ্জল

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ কলকাতার রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। এশিয়ার তিন জন রেফারির মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন। চলতি বছরেই তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলানোর সুযোগ পেতে পারেন। তাছাড়াও আগস্ট মাসে ভার লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষায় বসবেন প্রাঞ্জল। সেখানে পাশ করলেই ২০২৬ বিশ্বকাপেও ম্যাচ খেলাতে পারবেন প্রাঞ্জল।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রেফারিং করিয়েছেন বাংলার প্রাঞ্জল। তারপরেই নয়া পালক যুক্ত হল বাংলার এই রেফারির মুকুটে। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাঞ্জল সাফল্য পেলেও, দেশের সেরা রেফারির পুরস্কার এখনো তার ভাগ্যে জোটেনি!

দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের প্রায় সব জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে স্কাইমেট।পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, দক্ষিণ গুজরাট, কোঙ্কন এবং গোয়া, উপকূলীয় কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, ওডিষা এবং অরুণাচল প্রদেশের বিচ্ছিন্ন জায়গায় হালকা, মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টিপাত হবে।স্কাইমেটের মতে, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অভ্যন্তরীণ মহারাষ্ট্রে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। পাঞ্জাব, হরিযানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গ, অসমের পশ্চিম অংশ, উপকূলীয় ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পাদদেশ, কোঙ্কন ও গোযা, দক্ষিণ গুজরাট, ওডিষা, বিহার, বিদর্ভের কিছু অংশ, লাক্ষাদ্বীপ, কেরালা, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, উত্তর হরিযানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব রাজস্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে।বর্তমানে, মৌসুমী অক্ষের পশ্চিম প্রান্তটি তার স্বাভাবিক অবস্থানের দক্ষিণে এবং পূর্ব প্রান্তটি তার স্বাভাবিক অবস্থানের উত্তরে রযেছে। মৌসুমী বায়ু বিকানের, নারনৌল, গোয়ালিয়র, সাতনা, ডাল্টনগঞ্জ, দিঘা এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রবিবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

সপ্তাহ ব্যাপী সাগরে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন

দক্ষিন২৪ পরগনা,১৬জুলাইঃ গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ শে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত অরণ্য সপ্তাহ পালন । গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান।বনমহোসব ও অরণ্য সপ্তাহ পালন হবে চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।গাছ লাগানো,গাছের চারা বিতরণ,গাছের উপকারীতা, গাছের পরিচর্যা,পথযাত্রা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,অভিভাবকদের নিয়ে সেমিনার ওআলোচনা সভা চলবে একসপ্তাহ ধরে।বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম রযেছে সেইসঙ্গে শিশু দের জন্য বসে আঁকো ও স্বরচিত কবিতা পাঠ ।.শিশুরাই জাতির ভবিষ্য। আর শিক্ষক রা হলো সমাজ গড়ার কারিগর ।তাই শিশুদের দিয়ে গাছ লাগিয়ে গত ১৪ই জুলাই,২০২৩ শুক্রবার শুভসূচনা করা হয়েছিল এই হলো অরন্য সপ্তাহে র তথা বৃক্ষরোপন ও বনমোসবের। বিদ্যালযে.র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেনঅরণ্য সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে.মানুষকে সচেতন

করে তোলা। অরণ্য সপ্তাহে প্রধানত বৃক্ষরোপণ এবং অরণ্য সংরক্ষণমূলক বিভিন্ন কার্যাবলী করা হয়ে থাকে। এই সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশকে সু ন্দর করে তোলাই অরণ্য সপ্তাহের প্রধান উদ্দেশ্য। এবারের আমাদের থিম গাছ লাগাও,পরিবেশ বাঁচাও।একটি গাছ, অনেক প্রাণ । একটি করে গাছ লাগাই,স্বাস্হ্য ও পরিবেশ বাঁচাই।আলোচনার বিষয় রয়েছে ভূঁষ্ণায়ণ প্রতিরোধে,আর্থিক মান্নোনয়নে অরণ্য এবং প্লাস্টিক দূষণের সমাপ্তি করণ। সেইসঙ্গে পরিবেশে জীববৈচিত্র্যে অরণ্য ও প্লাস্টিকের প্রভাব। বিদ্যালয়ে র শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন-' গঞ্চ, গুড্জ্যঢত গঞ্চ', এবারও প্রত্যেকের কাছেই অনুরোধ রাখব, -সকলেই অন্তত একটা করে গাছ লাগান। তবে সেলফি তুলতে নয়, ভালোবেসে। -আর নিজের দায়িত্বে তাকে বাঁচিয়ে রাখুন, বড় করুন। গাছ লাগানো সোজা, বড় করে তোলাটা একটুখানি হ্যাপা। আসুন না সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্তে এই হ্যাপাটা উপভোগ করি।পৃথিবীটা বাসযোগ্য রাখতে, -সবুজ চাই, নীল আকাশ দেখতে, -সবুজ চাই, পাখির গানে ঘুম ভাঙতে, -সবুজ চাই, শ্রাবণ মেঘে হারিয়ে যেতে, -সবুজ চাই, আর বুক ভর্তি নিঃশ্বাস নিতেও তো সবুজই চাই! মাঝের ক'বারের পালটে যাওয়া পৃথিবী এবার খানিকটা স্বাভাবিক, তাই আসুন হই হই করে আবার সবাই মাঠে নেমে পড়ি, সময়ের দাবি মতই ছোট্টো বন্ধুদের সাথে এই সাতটা দিন সবুজের সাথে থাকি, আর সবুজকেই কাছে রাখি।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুড়ে ছাই ৫ পুণ্যার্থী

লখনউ, ১৬ জুলাই ঃ হরিদ্বার থেকে গঙ্গার জল নিয়ে ফেরার পথে হাইটেনশন তারের সঙ্গে গাড়ির ছোঁয়া লাগতেই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে গোটা গাড়িতে। সেই সময় গাড়ির মধ্যে যারা ছিলেন, সকলেই বিদ্যুস্পৃষ্ট হন, ছিটকে পড়েন মাটিতে। মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও কয়েকজন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মিরট জেলায়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মিরটের ভবনপুর রালি চৌহান গ্রামে ফিরছিলেন একদল পুণ্যার্থী। তাঁরা কানওয়ার যাত্রার জন্য হরিদ্বার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গঙ্গার জল নিয়ে গ্রামে ফিরছিলেন তাঁরা। সামনেই একটি ভাড়া করা টেম্পোয় বাজছিল ডিজে। গ্রামে ঢুকতেই ঘটে বিপত্তি। সামনেই অত্যন্ত নীচুতে ঝুলছিল হাইটেনশন তার।গাড়ির সঙ্গে তারের স্পর্শ হতেই গাড়িটি বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়। গাড়ির মধ্যে ও আশেপাশে যারা ছিলেন, তাঁরাও এক নিমেষে বিদ্যুতের ঝটকা খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। এই অবস্থা দেখে গ্রামে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কয়েকজন গ্রামবাসী পাওয়ার স্টেশনে খবর দেন এবং বিদ্যু সরবরাহ বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু যতক্ষণে বিদ্যু সরবরাহ বন্ধ করা হয়, ততক্ষণে অনেকটাই দেরী হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও চারজনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও পাঁচজন। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। এই ঘটনার পরই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। গাফিলতির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে দায় নেওয়ার এবং আধিকারিকদের কড়া শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত দক্ষিণ কোরিয়া, মৃত্যু ৩১ জনের

সিওল, ১৬ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে দক্ষিণ কোরিযায়.জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশের একটি বড় অংশ জলবঃদী। বন্যায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩১ জন মারা গেছেন। ১০ জনেরও বেশি বেসামরিক লোক নিখোঁজ রযেছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিযেছে। বন্যাকবলিত ত্রাণ শিবিরে লোকজনকে রাখা হযেছে।ওসোং শহরের ভূগর্ভস্থ সড়ক তলিয়ে গেছে। এখানে ১৯টি যানবাহন আটকা পড়েছে। এই যানবাহনে কতজন লোক রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সেন্ট্রাল ডিজাস্টার এজেন্সি জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে উত্তর গেয়ংসাং প্রদেশে। এখানে ব্যাপক ভূমিধস হযেছে। ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে। এই রাজ্যে ১৬ জন এবং দক্ষিণ চুংচেং প্রদেশে চারজনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিযেছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এছাড়াও, দক্ষিণ-পূর্ব কাউন্টি ইয়েংজু এবং চেওংইয়ংয়ের কেন্দ্রীয় কাউন্টিতে ভবন ধসে তিনজন ধ্বংসস্তূপের নিচে মারা গেছেন। গোয়েসান বাঁধ জলে পূর্ণ। দেশের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জাপানি এনসেফালাইটিস রোগে ৩ জনের মৃত্যু

আসাম ঃ আসামরাজ্যের ধেমাজি জেলায় বন্যার পাশাপাশি মারাত্মক এনসেফালাইটিস এবং জাপানি এনসেফালাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ধেমাজি স্বাস্থ্য বিভাগ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত মোট ৩০ জন এনসেফালাইটিসের মতো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১ জন জাপানিজ এনসেফালাইটিসে মারা যান এবং অন্য ২ জন এনসেফালাইটিসের মতো রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ধেমাজিতে

উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত গবেষিকাকে বঞ্চনা, কমিশনের কড়া চিঠি উপাচার্যকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন,১৬ জুলাই ঃ দেশের রাষ্ট্রপতি একজন উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত। বিশ্বভারতীর মতো কেন্দ্রসরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে বঞ্চিত জাতিগত মেরিট লিস্টে প্রথমে থাকা একজন উপজাতি সম্প্রদায় ভূক্ত সম্ভবনাময় গবেষিকা পাপিয়া মার্ডি। এতেই উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি কেন্দ্রের সম্মানবোধ এবং পাশাপাশি বেটি পড়াও, বেটি বাড়াও কতটা মেকি তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে। গবেষণা এলাকায় উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত গবেষিকাকে বঞ্চিত করে, ভারত কিভাবে এগোতে পারে প্রশ্ন উঠছে। এই ধরনের বিতর্ক অবশ্য পিছু ছা।ছে না বিশ্বভারতীর। সংবিধান স্বীকৃত সংরক্ষণ নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণার ক্ষেত্রে, এমন অভিযোগ বিশ্বভারতীর অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উপাচার্যর বিরুদ্ধে। হুগলীর হরিপাল নিবাসী আবেদনকারী পাপিয়া মার্ডি জানান, বিনয়ভবনে গবেষিকা ক্যাটেগরিতে বিশ্বভারতী বিজ্ঞাপিত সূচিতে মোট নয়টি গবেষণা এরিয়া নির্দিষ্ট করে। যার মধ্যে ছিল অসংরক্ষিতদের জন্য চারটি, ওবিসির জন্য দুটি, এসসির জন্য দুটি এবং এসটির জন্য একটি। নিচে বক্স করে তার উল্লেখ ছিল। কিন্তু কোথাও জাতিগত ভাবে নির্দিষ্ট গবেষণা এলাকার উল্লেখ ছিল না। আমি টিচার এডুকেশন এলাকায় আবেদন করি। যখন মেরিট লিস্ট বের হলো তখন এস টি ক্যাটিগরিতে আমার এক নম্বরে নাম। অথচ কাউন্সেলিংয়ের দিন জানতে পারলাম, সমস্ত ক্যাটেগরি থেকে টিচার এডুকেশন গবেষণা এলাকায় গবেষিকা নেওয়া হয়েছে। ইন্সট্রাকশনাল টেকনোলজি এরিয়াটি এসটির জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। যেহেতু ওই এরিয়াতে কোন এসটি আবেদনকারী নেই, তাই এক নম্বরে থেকে আমার কোন লাভ নেই। শুধু আমি কেন, কোনো এসটির লাভ নেই। তাহলে এসটির জন্য গবেষণা এরিয়া আগে থেকে নির্দিষ্ট বললে, সেই এরিয়াতে আবেদন করতাম। শুধু তাই নয়, ইন্সট্রাকশানাল টেকনোলজি এরিয়াতে আমাকে মেরিট রোস্টার অনুযায়ী সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলাম। তা দেওয়া হয় নি। কোনো অজ্ঞাত কারণে আগের বছরও এসটি ক্যাটেগরি ফাঁকা রাখা ছিল। উল্লেখ্য, এক তপশিলি উপজাতি ছাত্রীর গবেষণার আবেদনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতিকে এভাবে ফাঁকা রেখে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না। গবেষণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার লিখিতভাবে বিষয়টি বিশদে জানান। যদিও উপাচার্য এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাকে এখনো পর্যন্ত কোনরূপ উত্তর দেওয়া হয়নি। পরে বাধ্য হয়ে তিনি তার উপর যে বঞ্চনা হয়েছে তা দেশের জাতীয় উপজাতি রক্ষা কমিশনে লিখিতভাবে জানান। সংশ্লিষ্ট কমিশন থেকে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে এ বিষয়ে অতিসত্বর কমিশনকে অবগত করানোর জন্য লিখিতভাবে জানানো হয়েছে্ এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যু চক্রবর্তীকে প্রয়োজনবোধে সশরীরে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল্লিতে কমিশনের অফিসে উপস্থিত হতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত বিশ্বভারতীর এক আধিকারিককে হেনস্থা করার অভিযোগে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন বিশ্বভারতীর আচার্য বিদ্যু চক্রবর্তীকে সশরীরে দিল্লিতে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন এবং তিনি উপস্থিত ও হন। দেশের রাষ্ট্রপতি একজন তপশিলি উপজাতি্ সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বভারতীর মত প্রাচীন এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তপশিলি উপজাতির এক সম্ভাবনাময় গবেষিকাকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তপশিলি উপজাতির জন্য নির্দিষ্ট যে স্থান সেটিকে ফাঁকা রেখে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগকারিণীর অভিমত।

আরামবাগে ২৫০ ভোটার গৃহবন্দী তাদের বাজার হাট কাজে যাওয়া বন্ধ

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ১৬ জুলাই ঃ শাসকদল তৃণমূলের আতঙ্কে গৃহবন্দি নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা। বন্ধ হযেছে কাজে যাওয়া, বন্ধ হয়েছে বাজারহাট, খুলতে পারছেন না দোকানপাট এমনকি স্কুল যেতে পারছেন না ছাত্র-ছাত্রীরা। ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে হুগলির আরামবাগের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের চকহাজি গ্রামে। পঞ্চায়েত ভোটের নির্বাচনের দিন থেকে চলছে এই পরিস্থিতি। প্রতি মুহূর্তে বোমাবাজি এবং দিনভর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন প্রায় ২৫০ ভোটার। জানা গিয়েছে ১০ নম্বর সংসদের তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল পার্টি হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ শাকিরউদ্দিন। নির্বাচনের দিন তার এজেন্টকে বেধড়ক মারধর করে বার করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁদের উপর বিভিন্নভাবে হুমকি এবং হামলা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের ভোটারদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মেরে ফেলার হুমকি এবং বোমাবাজির ভয় দেখাচ্ছে। এমনকি গ্রামে স্কুল যেতে ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাচ্ছে। ভোটের পর থেকে বাজার হাট থেকে বিভিন্ন জায়গা বের হতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনও প্রকার মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তারা বিষয়টির উপর নজর রাখছেন। নির্দল কর্মীদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল, তারা রাজি না হওয়ায় তৃণমূল নেতৃত্ব অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

ইস্টার্ন রেলে নিযুক্ত সক্ষম ব্যক্তিরা তাদের কাজের দক্ষতার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন

কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ '' রানাঘাট লোকাল ১১.৪৫ টায় প্ল্যাটফর্ম নং ৬ ছাড়বে, বনগাঁ লোকাল ৩ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ১১.৪৫ টায় শিয়ালদহ ছাড়বে। ''-শিয়ালদহ স্টেশনে এই ধরনের ঘোষণা নিত্যযাত্রীদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত। তবে বেশিরভাগ যাত্রীই জানেন না যে শিয়ালদহ স্টেশনে শোনা আওয়াজের পিছনের ব্যক্তিটি পূর্ব রেলের একজন ভিন্নভাবে সক্ষম কর্মচারী শ্রী পরিতোষ বিশ্বাসের। সম্ভবত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাইরে কবিতার পংক্তিটি পরিমলের সম্মানে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে যিনি তার অন্যান্য ক্ষমতা সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার প্রশংসা করার সুযোগ প্রদান করে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে মূল পদে অনেক ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছে। ইস্টার্ন রেলওয়েতে নিযুক্ত বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অনেকেই তাদের কাজের দক্ষতার একটি স্বতন্ত্র স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন। শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস, শিয়ালদহের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ঘোষক হলেন পূর্ব রেলওয়ের এমনই একজন কর্মচারী যিনি হয়তো রঙিন পৃথিবী দেখতে পাননি কিন্তু তার কণ্ঠস্বরটি প্রতিদিন শিয়ালদহ অতিক্রমকারী লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের কাছে ঐশ্বরিক ঘোষণা হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৮৯ সালে রেলওয়েতে অভিষিক্ত, শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস ইতিমধ্যেই সফলভাবে ৩৪ বছর কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রথমে তাকে শিয়ালদহে এবং তারপরে নৈহাটিতে পোস্ট করা হয়েছিল এবং আবার শিয়ালদহে একটি বৃত্তাকার যাত্রা শেষ করে। তার কেরিয়ার হল অদ্ভুততার উপর জয়ের গল্প, শারীরিক চ্যালেঞ্জের উপর ইচ্ছা শক্তির জয়। শ্রী পরিতোষ বিশ্বাসের সবচেয়ে দৃশ্যমান ভূমিকা রয়েছে এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে, প্রমাণ করে যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে পারে। তাদের উপস্থিতি সামাজিক স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করতে সহায়তা করতে পারে। তার চাক্ষুষ প্রতিবন্ধকতার কারণে, ট্রেনের বিবরণ মনে রাখতে এবং স্মরণ করার জন্য তাকে তার স্মৃতিশক্তি এবং শ্রবণ দক্ষতার উপর খুব বেশি নির্ভর করতে হবে। বছরের পর বছর ধরে তিনি সঠিক এবং সময়োপযোগী ঘোষণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ট্রেনের রুট, সময় এবং অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্যের সাথে নিজেকে পরিচিত করেছেন। তদুপরি, শ্রী বিশ্বাস ব্রেইল ভাষা, মোবাইল গ্যাজেট ইত্যাদিতেও দৃষ্টির জগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারদর্শী এবং তার সহকর্মীদের পাশাপাশি যাত্রীদের সাথে একটি কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সফল হয়েছেন। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে বলেছেন যে পূর্ব রেলওয়ে এই ধরনের ভিন্নভাবে সক্ষম কর্মচারীদের জন্য গর্বিত বোধ করে যারা শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতির সেবায় তাদের দায়িত্ব সফলভাবে চালিয়ে গেছে। এক পুত্র এবং এক কন্যার গর্বিত পিতা, শ্রী বিশ্বাস নিয়মিত নৈহাটিতে তার বাসভবন থেকে শিয়ালদহে তার কর্মস্থলে ভ্রমণ করেন। ট্রেনের বগিতে সহযাত্রীরা হয়তো অবাক হবেন যে তাদের সাথে সাদা বেতের বসা সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, যার কণ্ঠ শিয়ালদহ স্টেশনের প্রতিটি কোণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-মনোযোগ করুন-যাত্রীগন কৃপায়া ধ্যান দে।

হাতছাড়া হল একটি আস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ১৬ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই নির্দলদের দল থেকে বহিস্কার করার কথা ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সেই নির্দলদের বহিস্কৃত করতে গিযেই হাতছাড়া হল একটি আস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয .কার্যালয। কার্যালযের সদস্যরা নির্দল হিসাবে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন বলে অভিযোগ। ঘটনা হুগলি জেলার বেরাবেরি গ্রাম পঞ্চায়েতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেরাবেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দশ বছরের প্রধান, পাঁচ বছরের উপ প্রধান দীপঙ্কর ঘোষকে এবার টিকিট দেয়নি তৃণমূল। তাই নির্দল হিসাবে গ্রামসভায় প্রতিদ্বঃদ্বিতা করেন তিনি। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি আনন্দ মোহন ঘোষ। ভোট গণনার দিন গণনা কেন্দ্রে ব্যালট ছিনতাই এর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। দীপঙ্করের অভিযোগ ছিল, তিনি ৪৬ ভোটে জিতছিলেন সেই সময় হঠ্যা তৃণমূল প্রার্থী বেশ কিছু ব্যালট ছিনিয়ে নেন। এরপর আর গণনা হয়নি। রিটার্নিং অফিসার এর রিপোর্টের ভিত্তিতে বেরাবেরি ১৩ নম্বর বুথে ভোট বাতিল করা হয়। নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, রাজ্যে মোট কু।টি বুথে আবার ভোট হবে। তার মধ্যে সিঙ্গুরের বেরাবেরি ১৩ নম্বর বুথও আছে। দীপঙ্কর ঘোষ ইতিমধ্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আবার ভোটের জন্য প্রস্তুতিও শুরু করেছেন। তৃণমূলের অফিসকে নির্দলের অফিসে পরিণত করেছেন বলে অভিযোগ। দীপঙ্কর ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'এই দোতলা অফিস তিনি তৈরি করেছিলেন। সেখানে সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না বা অন্য কারও সাহায্য নেই।' সে কথা স্বীকার করেছেন সিঙ্গুরের আরেক তৃণমূল নেতা দুধকুমার ধারা। তাঁকেও দল এবার মনোনয়ন জমা দিতে বলেনি। তাই নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। দুধকুমার বলেন, 'যাঁরা তৃণমূল তাদের ওই অফিসে যাওয়ার মুখ নেই। কারণ তৃণমূলের যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি তৃণমূল ব্লক সহ সহ সভাপতি। তিনি ব্যালট ছিনতাই এর মত জঘন্য কাজ করেছেন। তাই হযতো তিনি যাচ্ছেন না।' যদিও সিঙ্গুর তৃণমূল ব্লক সভাপতি গোবিঃদ ধারা বলেন, 'এটা নির্দলের পার্টি অফিস নয়, তৃণমূলেরই পার্টি অফিস।আর নতুন কযটা দীর্ঘদিন ধরেই আছে। দীপঙ্করও তৃণমূলই ছিলেন। নিশ্চযই কোনও কারণ ছিল তাই দল তাকে টিকিট দেযনি, এখন নির্দল হযেছেন।'বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। স্থানীয় নেতা সঞ্জয .পাণ্ডে বলেন, 'তৃণমূল দলটাই ভুযো। টিপু ঘোষ, অখিল ঘোষেদের নেতৃত্বে ওই অফিস কংগ্রেসের সময় তৈরি হযেছিল।' এটা তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যার শক্তি বেশি সেই অফিস দখল করে রাখবে বলে তাঁর মত।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের বুথ সভাপতির খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৬ জুলাই ঃ শুক্রবার রাতে ক্যানিংয়ে খুন হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি নান্টু গাজি। অভিযোগের তির ছিল আইএসএফের দিকে। এ ঘটনায় এবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। খুনের আসল কারণ জানতে তিনজনকেই নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে পুলিশ। ধৃতেরা হল রশিদ জমাদার, মোসলেম গাজি, ওরমজান গাজি। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে বাজারে গিয়েছিলেন ক্যানিং থানা এলাকার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তঁতুলতলা গাজিপাড়ায় ২৪২ নম্বর বুথ তৃণমূলের সভাপতি নান্টু গাজি। অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পথে রাস্তাতেই তাঁকে ঘিরে ধরে একদল দুষ্কৃতী। বেধড়ক মারধর করা হয়। কোপানো হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন নান্টু। ঘটনার ঘটনার তদন্তে নামে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্বামী বহড়ুতে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ জুলাই ঃ বহড়ুতে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্বামীকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত ২০ শে জুন পারিবারিক অশান্তিতে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা করে স্বামী শঙ্খজিত ঘোষ। এর পরে স্ত্রী কোন রকমে নিজের জীবন বাঁচিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। আর তাঁর পরে ২২ শে জুন স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী জয়নগর থানায়।অভিযোগ পাওয়ার পরে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ শনিবার জয়নগর থানার বহড়ুর বাড়ি থেকে শঙ্খজি ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

হাওড়া শহরের রাস্তাঘাটে মহিলাদের সুরক্ষা দিচ্ছে 'উইনার্স স্কোয়াড'

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জুলাই ঃ এযেন ঠিক বিপদে সহায় 'বন্ধু' পুলিশ। হাওড়া শহরের রাস্তাঘাটে মহিলাদের সুরক্ষা দিচ্ছে 'উইনার্স স্কোয়াড'। হাওড়া শহরের রাস্তায় মহিলাদের সুরক্ষায় প্রতিদিন পথে দেখা যাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিশের 'উইনার্স স্কোয়াড'কে। ইভটিজিং বা শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা রুখতে সদা প্রস্তুত রয়েছে এই হাওড়া উইনার্স বাহিনী'। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, শপিং মল সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় স্কুটি নিয়ে উপস্থিত থাকছেন এই মহিলা উইনার্স টিম। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, এই মহিলা টিম দুষ্কৃতকারীদের ঘায়েল করার জন্য মার্শাল আর্টেও বিশেষ প্রশিক্ষিত। পুলিশের দাবি, পরিসংখ্যান অনুসারে মহিলা পুলিশের এই বিশেষ উইনার্স বাহিনীর তপরতায় প্রকাশ্য রাস্তায় ইভটিজিংয়ের ঘটনাও অনেক কমেছে। রাস্তায় যে কোনও অসুবিধায় বা সমস্যায় প।লে এই উইনার্স টিমের সহায়তা পাবেন। এরজন্য হাওড়া সিটি পুলিশের ফেসবুক পেজে সাহায্যের জন্য ডায়াল নম্বরও দেওয়া হয়েছে। যেটি হলো (০৩৩) ২৬৪১-৫৬১৪ অথবা ১০০।

উত্তর পূর্ব রেলের বাতিল ট্রেনগুলি পুনঃরুদ্ধার

গোরখপুর, ১৬ জুলাইঃ উত্তর রেলওয়ের দিল্লিতে যমুনা নদীর সেতু নম্বর -২৪৯-এ রেল ট্র্যাফিক পুনরুদ্ধারের কারণে, নিম্নলিখিত বাতিল ট্রেনগুলির চলাচল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সংস্কারকৃত যানবাহন- ১৪৭২৩ কানপুর সেন্ট্রাল - ভিওয়ানি এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩-এ কানপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত ছিল।১৪৭২৪ ভিওয়ানি-কানপুর সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস ১৬ই জুলাই, ২০২৩ তারিখে ভিওয়ানি ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।১৫০১৪ কাঠগোদাম-জয়সালমের এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কাঠগোদাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।- ২৫০১৪ রামনগর-মোরাদাবাদ এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রামনগর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত ছিল।১৫০১৪ যকাঠগোদাম- জয়সালমের এক্সপ্রেস যা ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কাঠগোদাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল যথারীতি চলবে।১৫০৩৫ কাঠগোদাম-দিল্লি এক্সপ্রেস ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে দিল্লি ছেড়ে যাওয়ার জন্য যথারীতি চলবে।১৫০৩৬ দিল্লি-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস যা ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে দিল্লি ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল যথারীতি চলবে।- ২৫০৩৫ মোরাদাবাদ-রামনগর এক্সপ্রেসটি ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে মোরাদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল যথারীতি চলবে।- ২৫০৩৬ রামনগর-মোরাদাবাদ এক্সপ্রেস যা ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রামনগর থেকে চলার জন্য নির্ধারিত ছিল তা আগের মতোই চালানো হবে।১২০৩৫ টানাকপুর-দিল্লি এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে টানাকপুর থেকে চলার জন্য নির্ধারিত ছিল দিল্লিতে।১২০৩৬ দিল্লি-টানাকপুর এক্সপ্রেস ১৭ জুলাই, ২০২৩-এ দিল্লি ছেড়ে যাওয়ার সময়সূচী দিল্লি থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

ঘূর্ণাবর্তের জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ ফের বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। রবিবার এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উপকূলের জেলা গুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে উত্তরবঙ্গেও। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ঘূর্ণাবর্তের জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উপকূলের জেলা গুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য অস্বস্তি থাকবে। জমিয়ে বৃষ্টি হবে যেসব জায়গায় সেখানে কাটবে অস্বস্তি। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। রবিবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা। কিন্তু, ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গতকালের থেকে এদিন বাড়বে বৃষ্টির তোড়। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে

৩২.৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এদিকে ভারী বৃষ্টিপাত টানা চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে শনিবারও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। মৌসম ভবনের রিপোর্ট অনুযায়ী,পয়লা জুন থেকে শুরু করে চলতি সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ৪২ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের পর থেকে বৃষ্টির আকাল চললেও বর্ষণে বানভাসি অবস্থা উত্তরের। অন্যদিকে, ফের সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূতের পূর্বাভাস উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। রবিবার এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত।

৯৫ তম আই সি এ আর ফাউন্ডেশন ও টেকনোলজি দিবস পালন নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নিমপীঠ, ১৬ জুলাই ঃ কৃষি কাজে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে ভারত সরকার অধিনস্থ আই সি এ আর। আর এই সংস্থার উদ্যোগে রবিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ৯৫ তম আই সি এ আর ফাউন্ডেশন ডে ও টেকনোলজি দিবস পালন করা হলো।আমরা সাধারণত জানি সুন্দরবনের কৃষকরা বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে।তবে সু ঃদরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে আর্থিকভাবে অনেকটাই কিন্তু পিছিয়ে আছে তাঁরা।আর এই সুন্দরবনের কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ করে স্বাবলম্বী করতে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম। রবিবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের আই সি এ আর ফাউন্ডেশন দিবসের রবিবার দিল্লী থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন কেঃদ্রের কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার,মস্য প্রাণী সম্পদ ও ডেয়ারি দপ্তরের মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা সহ আরো অনেকে। আর এই উপলক্ষ্যে নিমপীঠে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ চন্দন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন সারা দেশের ৭৩২ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে

তিনদিনের এই অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। সুন্দরবনের কৃষকদের আরও কিছু জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনী করা হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার কৃষিজীবী মানুষেরা ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আই সি আর এর যে যে টেকনোলজি আছে তার মধ্যে ন্যাচারাল ফার্মিংও ড্রোন অন্যতম। বিভিন্ন রকমের জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন চাষের বিষয়গুলি আজ এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে নদীয়া জেলা জুরে বিজেপির থানা ঘেরাও ও মোমবাতি মিছিল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ জুলাই ঃ নির্বাচন পরবর্তী হিংসার জেরে সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া. জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমনের বিরুদ্ধে রবিবার বিকেলে নদীয়া জেলার দুই প্রান্তে কৃষ্ণ নগর ও রানাঘাটে আয়োজিত হলো বিজেপির থানা ঘেরাও ও মোমবাতি মিছিল কর্মসূচী। রবিবার বিকেলে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করে বিজেপি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লকের ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের ১৮৪ নম্বর বুথের বিজেপি মনোনীত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অপর্ণা দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে অপর্ণা দাসের মা-বাবা ভাই সহ তাঁর গোটা পরিবার সদস্যদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে ওই পঞ্চায়েতের সদ্য বিজয়ী তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বিজন মজুমদার সহ তাঁর দুই ছেলে ও তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে অপর্ণা দাস সহ তাঁর পরিবারের সকলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিসাধীন। এছাড়াও নদীয়া উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ওপর

চলছে তৃণমূলীদের অত্যাচার,বিজেপির অভিযোগ এই কাজে প্রশাসনের তৃনমুলকে সাহায্য করছে। এই অভিযোগে রবিবার বিকেলে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হলেন বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীরদের বাড়ি ভাঙচুর, ও পুলিশকে দিয়ে বিজেপি কর্মীদের হয়রানি করে চলেছে এ রাজ্যের শাসক দল। এই অভিযোগ তুলে এদিন নদীযার রানাঘাটে মোমবাতী ও মৌন মিছিলের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় নদীয়া দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির এই মৌন মিছিলে অংশগ্রহণ করে কয়েকশ কর্মী সামর্থক। এদিনের এই মৌন মিছিলের নেতৃত্ব দেয় বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় তার অভিযোগ, নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে শুরু করে ভোটের ফলাফল শেষ হতেই বিজেপি কর্মীদের উপর অহেতুক হামলা চালাচ্ছে তৃণমূলের আশ্রিত দুস্কৃতীরা। কোথাও জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের দলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে পুলিশকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। পাশাপাশি পুলিশের এই বর্বরতা ও শাসকদলের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাতেই এদিনের এই মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়।

ন-পাড়া উদয়ন সংঘ পরিচালিত শরৎ চন্দ্র ধর রোড সার্বজনীন দুর্গোসব খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরাহনগর বিধায়ক ও উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়,পৌরপারিষদ সদস্য অঞ্জন পাল, সর্বকনিষ্ঠ মহিলা বাসচালক কল্পনা মন্ডল প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত

বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের কাঠামোগত কাজ শেষ

কলকাতা,১৬ জুলাই ঃ দমদম বিমানবন্দর থেকে মেট্রো পরিষেবা- সিটি অফ জয়'-এর হাজার হাজার উড়োজাহাজের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ক্রমেই বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এই ভ্রমণকারীরা যারা শহর থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ফ্লাইট নিতে চান তারা বেশ কিছুদিন ধরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি মসৃণ, ঝামেলামুক্ত যাত্রার জন্য সরাসরি মেট্রো সংযোগের দাবি করে আসছেন। তাদের দাবির কথা মাথায় রেখে এবং বিশ্বের অন্যান্য আধুনিক শহরের মতো কলকাতা বিমানবন্দরে সরাসরি মেট্রো সংযোগ দেওয়ার জন্য রেলমন্ত্রক নোযাপাড়া-বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পকে গুরুত্ব দিচ্ছে। মাননীয় রেলমন্ত্রী নিজে এই প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন। ফলস্বরূপ, এনএসসিবিআই বিমানবন্দর এবং নোয়াপাড়া-বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের মেট্রো স্টেশনের কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলেছে এবং বিমানবন্দর স্টেশনের কাঠামোগত কাজ এখন শেষ। এখন, ঊর্ধ্বতন মেট্রো অফিসার এবং প্রকৌশলীরা, ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই স্টেশনটিকে চালু করার জন্য প্রস্তুত করার জন্য ফিনিশিং কাজ, সৌন্দর্যায়নের কাজ

সম্পূর্ণ করার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করছেন। বিমানবন্দরের এই নির্মাণাধীন মেট্রো স্টেশনটি রাজারহাট মেট্রো করিডোর হয়ে কবি সুভাষ-বিমানবন্দরের টার্মিনাল স্টেশন হবে। এই করিডোরের জন্য এই স্টেশনের নাম দেওয়া হয়েছে জয় হিন্দ। যেহেতু এই স্টেশনটি দুটি মেট্রো করিডরের আদান-প্রদানের পয়েন্ট হবে তাই আশা করা হচ্ছে এখানে প্রচুর লোক সমাগম হবে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই স্টেশন কমপ্লেক্সটি ২২,২৩৮ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত হয়েছে। এই বিশাল এলাকায় পাঁচটি ভূগর্ভস্থ প্ল্যাটফর্ম, দুটি করিডোরের জন্য দুটি প্ল্যাটফর্ম এবং জরুরি ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম থাকবে। এই ভূগর্ভস্থ স্টেশনের উপরে প্রশস্ত পার্কিং লট থাকবে। এই স্টেশনটি তিনটি স্তরে বিভক্ত, যেমন গ্রাউন্ড লেভেল, কনকোর্স লেভেল এবং প্ল্যাটফর্ম লেভেল। এই তিনটি স্তরের মধ্যে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, ৭টি প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্ট, ২টি সাবওয়ে, ১২টি লিফট এবং ২২টি এসকেলেটর থাকবে। দুটি সাবওয়ের মধ্যে একটি সাবওয়ে এনএসসিবিআই বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করবে এবং অন্যটি যশোর রোড থেকে যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা দেবে। বিমানবন্দরের দিকে পাতাল রেলের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল দুটি ৮৫-মিটার দীর্ঘ এবং ২-মিটার চওড়া স্বয়ংক্রিয় ভ্রমণকারীর উপস্থিতি। এই ভ্রমণকারীরা যাত্রীদের তাদের লাগেজ নিয়ে মেট্রো স্টেশনে প্রবেশপ্রস্থান করতে সাহায্য করবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৭ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ আষাঢ় ১৪৩০

চলছে এনআইএ-র নজরদারি!

সম্পাদকীয় ১

এনআইএ’র নজরদারির কাজ সারা বছর ধরে চলে। এটা তাদের রুটিন কাজ। তারা জানিয়েছে যে ভারতের প্রতিটি প্রান্তের ওপরে তাদের নজরদারি থাকে। জম্মু কাশ্মীর থেকে শুরু করে লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ সহ প্রভৃতি স্পর্শকাতর এলাকার ওপরে নজর রাখে। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া থেকে শুরু করে উত্তর দক্ষিণ জেলার ওপরে তাদের নজরদারি থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের ওপরে তারা নজর রাখে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গি ঘাঁটি নতুন কিছু নয়। বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের পরেই ধুলিয়ানকে কেন্দ্র করে নতুন জেএমবি গোষ্ঠী তৈরির করার কথা জানতে পেরেছিল গোয়েন্দারা। একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বর্ধমানে খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর জেএমবি গোষ্ঠীর সদস্য রেজাউল কমির এবং আব্দুল ওয়াহাবকে গ্রেফতার করা হয়। বেলডাঙ্গা এবং মুকিমডাঙ্গায় অবস্থিত বেআইনি মাদ্রাসার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে। মুর্শিদাবাদে মাদ্রাসাগুলোর ওপরে কেন্দ্রীয় বাহিনী কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিল। সেখানে যেসব মসজিদ ছিল তার ওপরে নজর রাখা শুরু করে ছিল। এই সব মসজিদ থেকে ভারত বিরোধী কথা এবং জঙ্গি তৎপরতা চালানোর পরামর্শ দেওয়া হতো। গোটা মুর্শিদাবাদ নদিয়া ঘিরে রেখে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা। এমনকী জলঙ্গি থেকে শুরু করে করিমগঞ্জ এলাকার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দারাও এর ওপরে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা রাখে। কলকাতাওতাদের নজরদারি বাইরে নয়। তবে সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের ওপরে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা সীমান্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ওপরে নজরদারি চালানো হয়। সেখান থেকে বাংলাদেশের বহু ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কবে কোথা কোন ধরনের তল্লাশির কাজ শুরু করা হবে তা বলতে চায় না। কোনও কোনও সময়ে সীমান্ত এলাকার ইন্টারনেটের ওপরে নজরদারি করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলকে রেড জোন হিসাবে ব্যবহার করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন নিয়ে ভারত সরকার ব্যতিব্যস্ত। পাশাপাশি পাকিস্তান যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করছে। আবার নেপালও এখন ভারতকে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সময়ে আল কায়দা জঙ্গি সংগঠন তাদের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য তৎপরতা দেখাতে শুরু করে। দিল্লিতে কার কার সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে এনআইএ। তবে প্রকাশ্যে মুখ খুলিতে অস্বীকার করছে গোয়েন্দা দফতর। তল্লাশির কাজ সারা বছর ধরে চলে সকলের অজান্তে। সবার অলক্ষ্যে। তল্লাশি জালে কারা ধরা পড়ে তা এখন সব কিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতকে সুরক্ষিত করতে এরা যথেষ্ট পারদর্শী। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার ওপরে নজর রাখা হয় প্রতিনিয়ত। কারা আসছে আবার কারা যাচ্ছে তাও দেখভাল করে তারা। জঙ্গিরা বরাবারই কলকাতায় ভিড়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারপরে গা ঢাকা দিয়ে হামলা করে। তাদেরকে চিহ্নিত করাই হচ্ছে আনআইএ গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ।

নেটোকে খাটো করতে রুশের উইক্রেন হামলা

সম্পাদকীয় ২

রাশিয়া যেভাবে তাদের দেওয়া শর্তকে সামনে রেখে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সমস্যার সমাধান করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয়। এদিকে ক্রেমলিন জানিয়েছে চিনের কাছে রাশিয়া হাত পাতেনি। ইউক্রেনকে শায়েস্তা করার মতো শক্তি রাশিয়ার আছে। তার জন্য কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। বন্ধু রাষ্ট্র চিনের কাথে রাশিয়া হাত পাততে শুরু করে দিয়েছে বলে গুজব ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে বলে রাশিয়া মনে করে। এদিকে চিনও এই গুজবকে একেবারে অস্বীকার করেছে। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়া চিনের বন্ধু রাষ্ট্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ইউক্রেনের ব্যাপারে রাশিয়া চিনের সাহায্য চায়নি। চিন সরকার থেকে বলা হয়েছে আমেরিকার ইচ্ছা করে ভুল খবর প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এদিকে বলা হয়েছে চিনের কাছে নেটো যেমন শত্রু ঠিক তেমনি রাশিয়ার কাছে নেটো শত্রু। দুই দেশের একই স্থানে মিল দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এরা চাইছে নেটোকে একেবারে খাটো করে দিতে। তাহলে তারা সারা বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করতে থাকবে। তাইওয়ান দখল করার কথা বারবার চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ান চিনের অংশ। এখানে আমেরিকার দাদাগিরি চলবে না বলে হুঁশিয়ারী দিলেও আমেরিকা কিন্তু সহজেই দমছে না। চিন সাগরে চিন জাহাজ টহল দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে আবার জাপান, আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। যে কোনও সময়ে দুই জাহাজ মুখোমুখি হয়ে গেলে গোলাবর্ষন শুরু হয়ে যেতে পারে। এদিকে ইরাক ইরান গোলাবর্ষন শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সারা বিশ্ব জুড়ে এখন গোলাগুলি চলতে থাকবে। থামবে না। সবাই সুযোগ গ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে। এদিকে ভারত সরকার থেকে বারবার শান্তির কথা বলা হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে এই নিয়ে বহু আলোচনা হতে শুরু করেছে। সবাই শান্তির পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করেছে বটে। কিন্তু শান্তি স্থাপন করতে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। সবাই সুযোগ গ্রহণ করার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

ভগিনী নিবেদিতা চাইতেন, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মন্প্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন।

‘টেগার্ট ডায়েরী’ বাংলার বিপ্লববাদ অনুসন্ধান তথ্যে পরিপূর্ণ

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯০৮ সালে মুজফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যা করতে ব্যর্থ হলেও ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা হলেও বাংলার বিপ্লববাদ কিন্তু থমকে যায়নি। কলকাতা পুলিশ বাংলা জুড়ে বিপ্লবীদের ধরে কারাগারে ভরে. বিচার শুরু করলো। শুরু হল ঐতিহাসিক ‘আলিপুর বোমা মামলা’। এক বছর ধরে চলেছিল এই মামলা। কিন্তু ১৯১৩ সালে আলিপুর বোমা মামলার বিপ্লবীদের আঃ দামানে নির্বাসনে পাঠিয়েও বাংলার বিপ্লববাদ থমে থাকলো না। বরং তা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। ১৯১১ সালে টেগার্ট কলকাতা পুলিশের একটি পৃথক স্পেশাল ব্রাঞ্চ তৈরি করলেন। ১৯১১ সালে মার্চ মাসে ডালহৌসি স্কোয়ারে, ১৯১২ সালে ১৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে এবং ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে লর্ড হাডিঞ্জের ওপরে বোমা বর্ষন এবং ১৯১৩ সালে ২৭ মার্চ শ্রীহট্টে মৌলবি বাজারে বোমার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ‘যুগান্তর’ (১৯০৬) পত্রিকার মুদ্রকদের ধরে কারাগারে দেওয়া সত্ত্বেও এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হল না। ইংরেজ সরকার মরিয়া হয়ে বোমার আওয়াজ বন্ধ করতে উদ্যোগী হল। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশ ভরসা করলো টেগার্টের ওপরে। টেগার্ট সেই দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি মনে করলেন যে আন্দামানে যেসব বিপ্লবীরা কারাবন্দি হয়ে রয়েছেন তাঁদেরকে জেরা করলে বিপ্লবীদের আস্তানা এবং বোমা তৈরি কারখানা কোথায় কোথায় রয়েছে তা জানা সম্ভব হবে। তিনি আন্দামানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। টেগার্ট বাংলার তদানীন্তন মুখ্য সচিব জে জি কামিংকে ১৯১৩ সালে ২০ আগস্ট একটি গোপন চিঠি দিলেন। ‘‘No. 9084/969/13. Dear Mr. Cunning, I have received oders to proceed to the Andamans to interview certain pilitical convicts with reference to the recent bomb outrages in India. My instructions are that any convict who can give us information regarding the places where, or the persons by whom, picric acid bombs are prepared in India or any convict who can give information which will lead to the detection of the Midnapur, Delhi, Maulvi Bazar or Lahore bomb outrages, will be granted a remission of sentence by the Local Government concerned under section 401C.P.C. These proposals, which orginated from D.C.-I. have, I understant, been approved by the local Government. Convicts are, however, very sceptical regarding promises make to them, and I think it would be advisable if I had some written authority with me when giving such an assurance to the convicts. There are 5 Bengal convicts from whom we hope some information may be obtained. Could you give me a letter authorising me to make such a promise on behalf of the local government which I could show to the convicts concened, in case of necessity? As Hutchinson is always, I am sending this to you direct by special massenger. I have been directed to start on the 23rd instant. Yours sincerely, Sd/- C. Tegart. The Hon’ble Mr. J.G. Cumming C.I.E., I.C.S. Chief Secretary to Government’’ ১১, ক্যামাক স্ট্রিটের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে সেই চিঠিটা নিয়ে রাতের বেলায় রওনা দিল মহম্মদ সাকিন নামে এক বিশেষ কর্মচারি মুখ্যসচিবের উদ্দেশ্যে। মুখ্যসচিব সম্মতিসূচক মত দিলেন। Charles Tegart, I.B. Officer on deputation to the Andamans. Sir, I am directed to inform you that the Government Of Bengal are prepared to grant to substantial remission of sentence under section 401 C.P.C. in any of the political convicts now in the Andamans, who can give to the satisfaction of Government true informetion regarding the places where or the persons by whom picric acid bombs are prepared in India or or who can give to the satisfaction of Government true information which will lead to the ditection of Midnapur, Delhi, Moulvi Bazar or Lahore bomb outrages. I should be explained that ditection does not necessarily mean conviction. Which is required is that Govenment shold be satisfied that the true facts have been placed before them. I am further directed to say that you are hereby authorished to make such of offer on behalf of the Goventment of

Bengal. Sd\- J.G. Cumming. 28.08.1913’’ ১৯১৩ সালের ২৪ আগস্ট রবিবার চালর্স টেগার্ট আন্দামানের উদ্দেশ্য পাড়ি দিলেন। আন্দামানে গিয়ে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করে জানা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে। কলকাতায় ফিল এসেই তিনি ‘‘Notes on Andaman Enquiry’’ নামে দিনলিপি লিখেছিলেন। তাঁর সেই লেখা পড়ে আমরা বাংলার বহু গুপ্ত সমিতির সম্পর্কে বহু গোপন তথ্য জানতে পারি। একজন পুলিশ গোয়েন্দা হিসাবে তিনি যে ধরনের কাজ করে গিয়েছেন যা সত্যিকারের পুলিশ অফিসারদের কাজের মধ্যে পড়ে। তবে তাঁর বাংলার প্রতি একটি বিশেষ একটা দূর্বলা ছিল। বিশেষ করে তিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনকে খুবই পছন্দ করতেন আবার হিংসাও করতেন। এদিকে আন্দামানের রাজবন্দিদের ক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িযত শুরু করে দিয়েছিল। তাঁদের ওপরে যে অমানসিক অত্যাচার করা হতো তার প্রতিবাদ করতে তাঁরা অনশন এবং বয়কট করতে শুরু করে দিল। জেলার ব্যারী সাহেব উপস্থিত হতে তাঁকে সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা তিনি যে এসেছেন তা একেবারের জন্যও চোখ তুলে চেয়ে দেখে না বিপ্লবীরা। জেলার ব্যারী সাহেবকে অপমানিত বোধ করতে শুরু করলেন। বন্দি বিপ্লবীদের ওপরে ব্রিটিশ জেল কর্তপক্ষ যেভাবে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতো তার ফলে বহু রাজবন্দিরা একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে সব কিছুকে প্রত্যাখান করা। সেটাই তারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বিপ্লবীদের মেরে ঠাণ্ডা করতে ব্রিটিশ সরকার জাঠ জমাদার এবং সিপাই রেখে দিয়েছিল। তারাই বেয়াদব বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে গায়ে হাত তোলা থেকে শুরু করে চাবুক মারতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট সেখানে গিয়েছিলেন একটি বিষয়ে নিয়ে অনুসন্ধান করতে। বিপ্লবীরা আন্দামান জেলে বন্দি হয়ে থাকলে কীভাবে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা থেকে শুরু করে সাহেব মারা পরিকল্পনাও পর্যন্ত জানতো। তিনি মনে করতেন বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমাগত হচ্ছে এর সঙ্গে আন্দামানের বন্দি বিপ্লবীদের নিশ্চয় কোনও এখনও গোপান যোগ রয়েছে। সেই সব সূত্র উদ্ধার করতে তিনি সেখানে গিয়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করলেন। ‘এস এস মহারাজ’ জাহাজেই করে আন্দামান যাচ্ছিলে অনশনরত বিপ্লবী ননীগোপালের ভাই সুরেন মুখার্জি। ননীগোপালকে অনশন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে বোঝানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁর আন্দামান যাওয়া। কিন্তু তিনি সফল হননি। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ননীগোপাল অনশন তুলে নেন। চার্লস টেগার্ট ডালহাউসি স্কোয়ারের বোমা মামলার ব্যাপারে সুরেন মুখার্জিকে জেরা করতে শুরু করে দিলেন টেগার্ট জাহাজের মধ্যেই। তখনও জাহাজ মাঝ সমুদ্রে। পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট খবর পেলেন যে আন্দামান জেলের মধ্যে একজন বিপ্লবী আত্মহত্যা করেছেন। জেলের কর্তৃপক্ষের অত্যাচারকে সহ্য না করতে পেরে তিনি আত্মহত্যার পথকে গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ইন্দুভূষণ রায়। তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ৩১৫৫৫। ১৯১২ সালের ২৯ এপ্রিল বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় নিজের জামা ছিঁড়ে সেলের ভিতরের লোহার বিমে ছেঁড়া কাপড় ঢুকিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। সেই খবর লালবাজারে এসে পৌঁছাতেই নড়েচড়ে বসলো ব্রিটিশ পুলিশ প্রশাসন। জেলের মধ্যে বিপ্লবীদের অনশন, কর্ম প্রত্যাখান, প্রতিবাদ এবং আত্মহত্যার ঘটনাগুলিকে খতিয়ে দেখতে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট গিয়ে উপস্থিত হলেন আন্দামানে। তিনি আরও জানার চেষ্টা করেন যে বিপ্লবীরা আন্দামান জেলে বন্দি হয়ে থাকলেও তাদের গঠিত বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলি এখনও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে চলেছে। চার্লস টেগার্টের কাছে জেল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে যে এখানকার তথ্যকে গুছিয়ে রাখার মতো কোনও দক্ষ কর্মী নেই। বিপ্লবীরা কার সঙ্গে কী আলোচনা করছেন বা কোন ধরনের মতলব নিচ্ছেন তা জানার কোনও উপায় নেই। বিপ্লবীরা বড় একরোখা। তাঁরা জেল কর্তৃপক্ষদের দেখলে একেবারে ক্ষেপে ওঠে।। চার্লস টেগার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সুরেন মুখার্জিকে এবং রায়বাহাদুর এস কে মহাপাত্রকে ‘এস এস মহারাজ’ জাহাজে রেখে দেওয়া হবে। এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল সরকারী কাজের জন্য। বিশেষ করে সুরেন মুখার্জি এসেছিলেন তাঁর ভাই ননীগোপালকে বুঝিয়ে অনশন যাতে ভঙ্গ করে কিন্তু ননীগোপাল তাঁর কথাকে একেবারে পাত্তাই দিলেন না। আরদীনের গিয়ে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। বিপ্লবীদের লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই সব চিঠিগুলি বাংলায় লেখা থাকার ফলে সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না। রায়সাহেব এস কে মহাপাত্রকে সেই সব চিঠি দেওয়া হয়েছিল বাংলায় অনুবাদ করতে। তারপরে চার্লস টেগার্ট আবারদীন সেলুলার জেলের অধিকর্তা মারের সঙ্গে দেখা করলেন। অনশনকারী বিপ্লবী ননীগোপালের সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। সঙ্গে ছিলেন সুরেন মুখার্জি। (ক্রমশ...)

সোনিয়ার নৈশভোজে ‘না’ মমতার?

বিশেষ প্রতিনিধি

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির নৈশভোজে থাকছেন না নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তিনি এখন তাঁর পায়ের চিকিৎসার জন্য বেশি হাঁটাচলা ফেরা করতে পারছেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁকে চলতে হচ্ছে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির নৈশ ভোজে উপস্থিত হতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খগে ফোন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই নৈশভোজে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে। যদি তাঁর দলের প্রতিনিধিরা এই ভোজে উপস্থিত থাকবেন। বেঙ্গালুরুতে আগামি ১৭ এবং ১৮ জুলাই বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠক হচ্ছে। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭ জুলাই সব বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা পৌঁছানোর পর একটি সামাজিক সৌজন্যমূলক সমাবেশ হবে। তিনি সামাজিক সৌজন্যমূলক সমাবেশে যোগদান করবেন বটে। কিন্তু তিনি নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করবেন না। ১৮ জুলাই বৈঠক শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। ২০২১ সালে জুলাই মাসে দশ নম্বর জনপথে সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি। তারপর থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে এল্যার্জি আসতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের। মেঘালয়, গোয়া ত্রিপুরা নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেস দলের ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিল তৃণমূণ কংগ্রেস। তারপর থেকে মমত সম্পর্কে ভালো ধারনা তৈরি হয়নি সোনিয়া গান্ধির। তৃণমূল কংগ্রেস গোয়াতে কংগ্রেস দলের ভাঙন ধরিয়ে দিলেও তাকে মেরামত করতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে কংগ্রেস আবার গোয়াতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। এদিকে শরদ পাওয়ারে শক্তি কমে যাওয়ার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের জাতীয় স্তরে শক্তি কমতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন অঞ্চলিক দলে পরিণত। কংগ্রেস এখনও জাতীয় দলের স্বীকৃতি লাভ করে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় দল হিসাবে পরিচিত হওয়ার বহু চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারতের অন্য রাজ্যগুলি তৃণমূল কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে পারছে না। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে ২৪টি বিরোধী দল এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছে। কংগ্রেসের তরফে ২৩টি দলকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে কেজরিওয়াল বলেছেন আমলাদের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের পাশে থাকলে তবেই আম আদমি দল বিজেপি বিরোধী বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবে। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে জগাখিচুড়ি দল কেনওকালে ভারতের শাসন ব্যবস্থা বেশিদিন চলেনি। যেমন জনতা সরকার। তারা অল্প কয়েক বছর পরেই মারা গিয়েছিল। তাদের আর দেখতে পাওয়া যায়নি। এই সব দলগুলি দেশকে বেচে দেওয়ার তাল করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যটাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। এখন এরা আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে দেউলিয়া করে দেশকে অভাগা দেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে। তবে তা সফল হবে না। এদিকে কংগ্রেস দল থেকে আম আদমি পাশে থাকার সবুজ সঙ্কেত দিল। মহাজোট তৈরি হওয়ার আগেই কংগ্রেস থেকে এই বার্তা দেওয়া হল কেজরিওয়ালকে। দিল্লির আমলাদের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের পাশে এবরে আম আদমি কংগ্রেসকে পাচ্ছে। তার ফলে আম

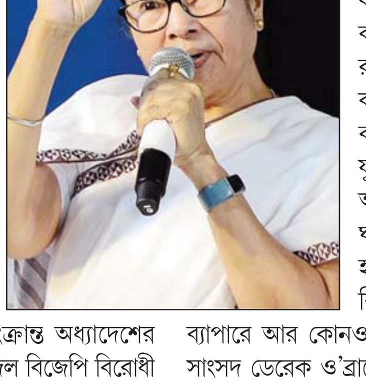

আদমির শক্তি বৃদ্ধি হল। কংগ্রেস দল থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে সব রকমের বিজেপি বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করবে কংগ্রেস। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মোদি সরকারের সব রকমের আক্রমণের বিরোধিতা করবে কংগ্রেস। এবারে সংসদের বাদল অধিবেশনের সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরে আক্রমণ এবং মণিপুরে হিংসার ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস সোচ্চার হবে। এদিকে বেঙ্গালুরুতে বিজেপি বিরোধী মহাজোটের ব্যাপারে আর কোনও বাধা নেই বলে মনে করছেন সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। তিনি বলেছেন ‘অল ইজ ওয়েল’। আগামি সোম মঙ্গলবার বৈঠক হচ্ছে। এদিকে সব দলই কেজরিওয়ালকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মণিপুর এবং ব্রিজভূষণ কাণ্ড নিয়ে বক্তব্য রাখার ব্যাপারে চাপ দেওয়া হবে। এবিসি-এম নিয়ে মুখ খুলতে হবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। এ মানে আদানি, বি মানে ব্রিজভূষণ, সি মানে চিন এবং এম মানে মণিপুর। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে নিজের সুনাম অর্জন করতে শুরু করেছেন। আর স্বদেশের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ওপরে আঘাত দিতে শুরু করেছেন। এদিকে মহাজোটের দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তাঁরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে যত সব চোরগুলি একটি স্থানে জড়ো হচ্ছে। এদের কারোর মধ্যে মতের মিল নেই। শুধু মাত্র বিজেপিকে পরাস্ত করাই হচ্ছে এদের লক্ষ্য। বিজেপি আরও দশ বছর ভারতে সরকারে থাকবে। তার কারণ বিজেপি দেশকে রক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস যে দেশটাকে বেচে দিয়েছিল। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করেছিল কংগ্রেস আমলে। কংগ্রেস শাসন কালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের টাকা দিত নেহরু সরকার। কিন্তু মোদি এসে সেই সব টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধরে ধরে কারাগারে পুরে রেখেছে। এখন কাশ্মীরের সর্বত্র ভারতীয় পতাকা উড়তে শুরু করেছে। কংগ্রেস দলই কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টি করার মূল কারিগর। এদেরকে ক্ষমতা করা উচিত নয়। এদিকে বিজেপি দলের এনডিএ জোট প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি মহাজোট বৈঠকর দিনই এনডিএ জোটের বৈঠক শুরু হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। আগামি লোকসভার নির্বাচনে ব্যাপারে আলোচনা করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। এনডিএ জোট সভাতে আকালি দল, এলজেপি, টিডিপি নতুন করে যোগ দেয় কিনা সেটাই দেখার। ছেড়ে যাওয়া দলগুলিকে আবার এনডিএতে ডেকে নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। এনডিএকে শক্তিশালী করতে বিজেপি তৎপর হতে শুরু করেছে। বিরোধী মহাজোটের পাল্টা শক্তি তৈরি করতে বিজেপি দলের নেতারা সক্রিয় হতে শুরু করেছে। চার বছর পরে এনডিএ বৈঠক হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

হেরিটেজ মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি

হাজার দুয়ারি প্রসাদ আগে বড় কোঠি নামে পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গের নবাব (বাংলা বিহার উড়িষা) নাজিম হুয়ামুন জাহ (১৮২৪-১৮৩৮) এর শাসন কালে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটির স্থপতি ছিলেন ডানকান ম্যাক্লিওড। আবার এর বিকল্পনাম আছে। নাম হচ্ছে নিজামত কিলা। ৯ আগস্ট ১৮২৯ সালে এই প্রাসাদের নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল। সমাপ্ত হয়েছিল ১৮৩৭ সালে। ১৬.৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এর উচ্চতা ৪০ ফুট। ১৯৮৫ সালে প্রাসাদটিকে সংরক্ষণ করতে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর হাজারটি দরজার মধ্যে একশোটি দরজা মিথ্যে। তার কারণ হচ্ছে কোনও রকমভাবে চোর যেন প্রসাদে প্রবেশ না করতে পারে। এমনকী কোনও চোর প্রবেশ করতে পারলেও সে ঠিক বের হতে পারবে না। মদিনা মসজিদের মতো চক মসজিদ, বাচ্চাওয়ালি টোপে,

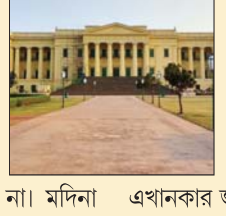

মুর্শিদাবাদ ক্লক টাওয়ার, শিয়া কমপ্লেক্স, এবং জুরুদ মসজিদ রয়েছে। প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র আকৃতি সাগর মিস্ত্রি তৈরি করেছিলেন। সেটি রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে পাঠানো হয়। এখনও ইংল্যাণ্ডে রানি প্রসাদে এই হাতির হাজার দুয়ারির প্রতীকটি রয়েছে। এখানকার জাদুঘরে মুর্শিদাবাদের নবাবী কালের সব স্থ্যপত্য দেখতে পাওয়া যাবে। এখনে একটি পালকি দেখতে পাওয়া যাবে যা ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুনিসা ব্যবহার করতেন। এখানে একটি ম্যাজিক আয়না আছে। বাচ্চাওয়ালি তোপে নামে একটি কামান রয়েছে। এই কামানের ওজন ৭৬৫৭ কেজি। যেখানে একটি গোলা তৈরি করতে ১৮ কেজি গান পাউডার লাগতো। একবার মাত্র এই কামানটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্রিস্টাল চ্যান্ডেলাইয়ার একটি ঝাড়বাতি। এই ঝাড় বাতিটি দিয়েছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া নবাবকে। মদিনা মসজিদ নবাব সিরাজ তৈরি করেন।

ভোট লুঠের অভিনব প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ জুলাই ঃ কবিগুরুর, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে',- গানের যেন প্রতিচ্ছবি দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রভাত দাসের কর্মকাণ্ড দেখে এলাকার শাসক দলের নেতারা কটাক্ষ ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে চলেছেন। তবে 'কংগ্রেস বুড়ো' নামে খ্যাত প্রভাতবাবুর 'কুছ পরোয়া নেহি' অ্যাটিটিউড নজর কেড়েছে। 'ভোট লুঠ করে পঞ্চায়েতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে'। একথাই জনতার কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব যেন একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন ৭০ উর্ধ্ব কংগ্রেস নেতা প্রভাত দাস। ভয়-ভীতির তোয়াক্কা না করে কট্টর এই কংগ্রেস নেতা 'ভোট লুঠ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা'র কথা পোস্টার আকারে লিখে নিজের সাইকেলের সামনে লাগিয়েছেন। সেই সাইকেলে চেপেই তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রভাত বাবুর সাফ কথা, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে এই কথা তিনি প্রচার করেই যাবেন। এই ৭২ বছর বয়সে ভাঙা পায়ে সাইকেল চালিয়ে কালনা থেকে কার্শিয়াং প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার পথ 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেস নেতা প্রভাত দাসের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা ১ ব্লকের সিমলন গ্রামে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭২ ছুঁয়েছে। তাঁদের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। বিজ্ঞানে স্নাতক প্রভাত দাস। তাঁর বাবা তারাপদ দাস কংগ্রেস করতেন। প্রভাত দাস বলেন, বাবার হাত ধরে স্কুল জীবন থেকেই কংগ্রেস পার্টির মিটিং-মিছিলে যেতাম। সেই থেকেই কংগ্রেস পার্টির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরি হয়। সিপিএমের লোকজন মেরে আমার ডান পা ভেঙে দিয়েছিল। তবুও কংগ্রেস পার্টি ছাড়িনি। ৭২ বছর বয়সেও এখনও কংগ্রেসকেই আঁকড়ে ধরে আছি। আমৃত্যু তাই থাকব। তাঁর কথাতে উঠে এসেছে সাগরদিঘির বায়রন বিশ্বাসের নাম। তবে প্রভাতবাবু জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না তিনি। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রভাত দাস কালনা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ১৯ নম্বর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রভাতবাবুর অভিযোগ, শুধু ভোটের দিনেই নয়, গণনার দিনেও রাজ্যের অন্য জায়গার মতো কালনাতেও ভোট লুঠ হয়েছে। সেই লুঠের ভোটের শিকার তিনিও। তিনি আরও বলেন, ভোটের সময় আমাকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। শাসক দল ভোটের দিন ও গণনার দিন যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। শুধু কালনায় নয়, গোটা রাজ্যে তা হয়েছে। তাঁর দাবি, আমাকেও জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুঠের পঞ্চায়েত ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই গণতন্ত্র বাঁচানোর লক্ষ্যে সাইকেলে চেপে ঘুরে জনতার কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, প্রভাত দাস শুধু একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীই নন, তিনি কংগ্রেস দলের সম্পদ। প্রভাতবাবু একাই একশো। সাইকেলে ঘুরে ঘুরে তিনি যা প্রচার করছেন সেটাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বাস্তব চিত্র ছিল। যদিও প্রবীণ প্রভাত দাসের এই উদ্যোগকে 'পাগলের কাণ্ড' বলে কটাক্ষ করেছেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তি চাল। তিনি বলেন, ওঁর কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু দেখছি না। কালনাবাসী জানে তৃণমূল সরকারের রাজত্বে কালনার কতটা উন্নয়ন হয়েছে। কালনার কত মানুষ জনহিতকর প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। সেই কারণে কালনাবাসীর ভোটেই তৃণমূলের প্রার্থীদের জয় হয়েছে।

পঞ্চায়েতে জয়ীদের আত্মগোপন হোটেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ কলকাতা থেকে সড়ক পথে দার্জিলিং যাওয়ার পথে রাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মালদায় দাঁড়িয়েছিলেন এক দম্পতি। মালদার কোনও হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন দার্জিলিং রওনা দিতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু ঘটলো অবাক কাণ্ড! মালদা শহরের একাধিক হোটেলেও একটিও ঘর ফাঁকা নেই। খোঁজখবর করতেই সামনে এলো অদ্ভুত বিষয়। মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকার এক হোটেল মালিক জানান, একটিও ঘর ফাঁকা নেই। যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এবারের গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রার্থী। তবে কে কোন দলের বলতে পারবেন না। ঠিক এমন ভাবেই মালদা শহরের একাধিক হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই উত্তরই এসেছে। শহরের নামী-দামী কোন হোটেলের রুমই ফাঁকা নেই সবই নাকি ভর্তি। ফলে শেষমেষ ঘর না পেয়ে কলকাতার ওই দম্পতিকে গাড়ি নিয়ে রাতেই মালদা ছেড়ে চলে যেতে হয়। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। ৬৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। বাকি গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট এবং বিজেপি। পাশাপাশি মালদার ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১০টি দখল করেছে তৃণমূল। ১টি পেয়েছে বিজেপি, ৪টি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। মালদা জেলা পরিষদের ৪৩টি আসনের মধ্যে ৩৪ টি আসন একক সংখ্যায় দখল করেছে তৃণমূল, ৫টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস, ৪টি পেয়েছে বিজেপি। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এবারে মালদায় ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকা আসনগুলিতে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, নির্দল সবই মিলিয়ে-মিশিয়ে রয়েছে। আর ওইসব পঞ্চায়েতগুলির দখল কে নেবে? তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা। আর তারই মধ্যেই প্রকাশ্যে পঞ্চায়েত সদস্যদের বোর্ড গঠনের আগে গা ঢাকা দেওয়ার বিষয়টি। যাদের মধ্যে অধিকাংশ ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনেক জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাহলে কি এবার বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে ঘোড়া কেনা-বেচার পালা শুরু হবে, এই প্রশ্নই বিভিন্ন মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর বাবলা সরকার বলেন, ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে অনেক নির্দলের জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই অনড় থাকব। কোনওভাবেই অন্য দল থেকে জিতে তৃণমূলে এসে সুবিধা নেওয়া যাবে না। আসলে মালদায় এবারে যেভাবে বিরোধী দলগুলি সন্ত্রাস চালিয়েছিল তাতে হয়তো ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকা বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার সদস্যরা বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের বাঁচাতে হোটেলে থাকতে পারেন। তবে ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকা যেসব পঞ্চায়েতগুলি রয়েছে, তাতে আমাদের দলের নির্বাচিত সদস্যরাই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে দাবি জানাবে। সেই মতো তৃণমূলই এইসব ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েত গুলিতে বোর্ড গঠন করবে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
96/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Creation of Plantation & Three years Maintenance of Mangrove Seedlings of 1250 Nos. at Outram Ghat River Side of KMC Area.	17.07.2023 (10.00 AM)	24.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, BR-VII, KMC invites open tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/175

Name of the work: **Renovation of electrical installation with allied electrical works at Ward-67 office building, 13 Bediadanga 2nd Lane in Ward No.-67, BR-VII.** Estimated amount: **₹ 1,81,501.04.** Earnest money: **₹ 3,800.00.** Period of completion: **15 days.** Bid opening date for technical purpose: **25.07.2023 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/026/2023-24, Dated - 14.07.2023

Name of the work: **Construction of a temporary toilet block including water supply arrangement at the Northern Zone adjacent to Bajakadamtala Ghat.** Estimated cost (Including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 4,48,235.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites tender online for the following works:

(1) NIT No. : KMC/(S_D)/DPS/22-23/012/1 (2nd Call)

Name of the Department: **Sewerage & Drainage.** Tender invited and to be received by: **D.G. (S&D).** Name of the work and Location: **Construction of vat, security room, extention of boundary wall and ancillary civil works at Monikhali Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 4,20,277.72.** Earnest money: **₹ 8,700.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/(S_D)/DPS/22-23/019/1 (2nd Call)

Name of the Department: **Sewerage & Drainage.** Tender invited and to be received by: **D.G. (S&D).** Name of the work and Location: **Repairing, maintenance work of the roof, pump house, electrical rooms and boundary wall of L.S-9 Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 4,55,585.44.** Earnest money: **₹ 9,400.00.** Period of completion: **35 days.** Time and last date of receipt/opening of tender paper (Technical bid): **27.07.2023 at 3 p.m./31.07.2023 at 3 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 1)** and **18.07.2023 at 3 p.m. (For Sl. No. 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(440/23-24)

পরকীয়ার জেরে তৃণমূল নেতাকে বেঁধে মারধর

দুরন্ত বার্তা, দাসপুর, ১৬ জুলাই ঃ গ্রামের গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে তৃণমূল নেতাকে গাছে বেঁধে পেটালো গ্রামবাসীরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের নিজনাড়াজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকায়। এদিকে এবারের ভোটে এই পঞ্চায়েত গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। ফল ভাল করতে পারেনি বিজেপি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই গ্রামেরই বছর ছাব্বিশের এক গৃহবধূর সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে প্রেমালাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতা অনন্ত দোলাই। তিনি আবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য বলেও জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে মহিলার বাড়ি থেকে পাওয়া যায় অনন্তকে। তারপরই তাঁকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে গ্রামবাসীরা। গাছে বেঁধে মাথায় ঘোলও ঢেলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়োর তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডও করে দিয়েছেন কেউ কেউ (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দাসপুর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই গ্রামের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছিল। কিন্তু, কাল রাত একটা নাগাদ ওই তৃণমূল নেতা হাতেনাতে ধরা পড়ে যান। ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে পদ্ম শিবির। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক তপন মাইতি বলেন, পরকীয়া তৃণমূলের ক্ষেত্রে নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও অনেকেরই নাম জড়িয়েছে, সমাজকে ধ্বংস করছে তৃণমূল। মানুষের আরও সচেতন হওয়া উচিত। অন্যদিকে ঘটনার কথা নাকি শোনেননি এলাকার তৃণমূল নেতারা। দাসপুর-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সুকুমার পাত্র বলেন, আমি বিষয়টি আপনাদের কাছেই শুনলাম। আমি এখনই খোঁজখবর নিচ্ছি।

জেলার পার্টি অফিসে আস্থানা বিজেপি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৬ জুলাই ঃ ভোট মিটতেই জেলাজুড়ে বাড়ছে ঘরছাড়াদের সংখ্যা। সেই ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের ঠিকানা এখন পার্টি অফিস। যদিও, সন্ত্রাসের অভিযোগ উড়িয়েছে শাসক শিবির। গেরুয়া শিবিরের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশের ৭২ ঘণ্টার পর থেকেই জেলাজুড়ে বেড়েছে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সংখ্যা। তাদের অভিযোগ, হয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে, নয়ত মারধর করছে। ভয়ে জেরে তারা আশ্রয় নিচ্ছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের। সূত্রের খবর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর ঘর ছাড়া হতে হয়েছে ৫০০ বেশি বিজেপি নেতা-কর্মীকে। বর্তমানে পার্টি অফিসে রয়েছেন ২৬ জন। জানা যাচ্ছে, এইবারের ভোটে এদের মধ্য কেউ ছিলেন পোলিং এজেন্ট, কেউ বা সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, প্রতিদিন মেদিনীপুর জেলা পার্টি অফিসে বাড়ছে আশ্রিতদের সংখ্যা। ঘরছাড়াদের তালিকায় এমন মানুষও আছেন যাঁরা ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর দীর্ঘদিন ঘরছাড়া ছিলেন। হাইকোর্টের রায়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতেই ফের সন্ত্রাসের ভয়ে ঘর ছাড়তে হয়েছে তাদের। এই সমস্ত বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরাতে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনা বিজেপি নেতৃত্বের। ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে গোটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন জেলা বিজেপি মুখপাত্র অরূপ দাস। পাল্টা বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসের অভিযোগকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

হাতির হামলায় ত্রস্ত্র ঝাড়গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৬ জুলাই ঃ ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ৯৪ টি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, তেমনই ঘর বাড়িও ভাঙছে হাতির দল। মাঠে গিয়ে ফসলেরও ক্ষতি করছে। বৃহস্পতিবার রাতে হাতি তাড়াতে গিয়ে ঝাড়গ্রামের বাঁশতলা এলাকায় হাতির হামলায় হুলা পার্টির দু'জন সদস্য মারা যায়, আহত হয় সাতজন। ওই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের আধিকারিক পঙ্কজ সূর্যবংশী বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে হাতিগুলির গতিবিধির উপর বন দফতরের কর্মীদের নিয়ে নজরদারির কাজ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার রাত্রে হাতির হামলার ঘটনার পর গোটা ঝাড়গ্রাম বন বিভাগ জুড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাঁশতলা সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীরা। ধারাবাহিক ভাবে শুক্র ও শনিবার দিনভর খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে হাতির দল তাণ্ডব শুরু করেছে। ঝাড়গ্রাম শহর সংলগ্ন বান্দরভুলা এলাকায় খাবারের সন্ধানে কয়েকটি হাতি বাড়ির মধ্যে ঢুকে কয়েকটি মাটির বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। ঝাড়গ্রাম ব্লকের জারুলিয়া, ঘটিডোবা এলাকায় হাতির দল খাবারের সন্ধানে একেবারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তেমনি হাতির দলটি ঝাড়গ্রাম ব্লকের ভাউদা, বাঁশতলা নুনিয়াকুন্দ্রি সহ বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে সবজি চাষের যেমন ক্ষতি করছে তেমনি বীজ তলার ক্ষতি করছে। হাতির হামলায় একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাসিন্দারা। বন দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হাতির দল এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগে রয়েছে ৯৪ টি হাতি, ওই ৯৪ টি হাতি ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গত তিন দিনে হাতির দল শতাধিক বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে বলে গ্রামবাসীদের দাবি। হাতির হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তা সত্ত্বেও হাতির হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকায় ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় হাতির হামলার আশঙ্কা ক্রমশ বেড়েই চলছে।

সুকান্তর দত্তক গ্রামেও হারল

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৬ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সর্বত্রই জয়জয়কার তৃণমূলের। বিজেপির শক্তঘাটি উত্তরবঙ্গেও থাবা বসিয়েছে তৃণমূল। নিজেদের গড় বা খাসতালুক বলে পরিচিত জেলাতেও পরাজয়ের মুখ দেখেছে বিজেপি। এমনকি মুখ ফিরিয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দত্তক নেওয়া গ্রামও। এটাই এখন রাজ্য-রাজনীতিতে অত্যন্ত চর্চিত বিষয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামের নাম চকরাম। চকরাম গ্রামেও হেরেছে গেরুয়া শিবির। ২০১৯ সালে এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামকে দত্তক নেওয়ার পর পথে কিছু সৌরবাতি লাগিয়েছিলেন তিনি সাংসদ তহবিলের টাকায়। তবে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় যেমন রাস্তাঘাট, পানীয় জল থেকে শুরু করে ন্যূনতম পরিষেবার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তাই সাংসদ এবং তাঁর দলের উপর বড় ক্ষোভ জন্মেছিল গ্রামবাসীদের। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম সংসদেই শতাধিক ভোটে হেরেছে বিজেপি। চকরাম সংসদে মোট ভোটার সংখ্যা ১০৭৩ জন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুধা দেবনাথ পেয়েছেন ৪৮৯ ভোট। ৩৭৭ ভোট পেয়ে বিজেপি প্রার্থী অষ্টমী দেবনাথ রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দত্তক নেওয়া গ্রামে এটাই এবারের পরাজয়ের ছবি। এই হারের পর তৃণমূল কটাক্ষের সুরে বলছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দত্তক নেওয়া গ্রামও তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে। জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্নেহলতা হেমব্রম বলেন, দত্তক নিলেও সুকান্ত মজুমদার গ্রামবাসীদের নিরাশ করেছেন। কিন্ত তাঁকে ওই এলাকায় খুব বেশি দেখা যায়নি। কয়েকটি সোলার লাইট ছাড়া আর কিছু করেননি। সুকান্তবাবু স্বঘোষিতভাবে দত্তক নিয়ে গ্রামের মানুষের জন্য কোনও কাজ করেননি। তাই তাঁকে গ্রামের মানুষ ত্যাজ্যপুত্র করেছেন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। যদিও বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই গ্রামে ছাপ্পা ভোট দিয়েছিল তৃণমূল।

তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, দাসপুর, ১৬ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক হানাহানি থামছে না বাংলায়। রোজই আসছে মৃত্যুর খবর। এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। শনিবার রাতে তৃণমূল ও সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে ঘাটাল মহকুমা ও সোনাখালি গ্রামীন হাসপাতালে। রবিবার সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। টহল দিচ্ছে দাসপুর থানার পুলিশ। ৮ জুন ভোট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলার বুকে মৃত্যু হয়েছে ৫৭ জনের। তালিকায় রয়েছে শাসকদল ও বিরোধী শিবিরের লোকজন। এদিকে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এখনও একাধিক মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এরমধ্যে রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ফের হিংসার খবর আসতে শুরু করেছে।

রিয়ায়েন্স কর্মাশিয়াল ফাইনান্স লিমিটেড

শাখা অফিস ঃ রিলায়েন্স হোম ফাইনান্স লিমিটেড নং. ৩৯, এফএফকে টাওয়ার, ৩০ ক্রস, তিলক নগর, জয়নগর, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০৪১৩, রেজিস্টার্ড অফিস ঃ রিলায়েন্স হোম ফাইনান্স লিমিটেড, রুবি টাওয়ার, ১১ ফ্লোর, নর্থ ওয়েস্ট উইং, প্লট নং. ২৯, জে.কে. সাওয়ন্ত মার্গ, দাদর, মুম্বই-৪০০০২৮

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

(অনুসারী রুল ৮(২) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২)

যেহেতু, অনুসারী হিসাবে অনুমোদিত সমাধান পরিকল্পনা রিলায়েন্স হোম ফাইনান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল)-এর ঋণদাতাদের দ্বারা আরবিআই সার্কুলার নং. আরবিআই/ ২০১৮-১৯/ ২০৩, ডিআরবি নং. বিপি.বিসি. ৪৫/ ২১.০৪. ০৪৮/ ২০১৮-১৯ তারিখ ৭জুন, ২০১৯ স্ট্রেসড অ্যাসেটের সমাধানের জন্য প্রুডেন্সিয়াল ফ্রেমওয়ার্কের উপর, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার আদেশনামা তারিখ ৩মার্চ, ২০২৩ এবং বিশেষ সমাধান পরিকল্পনা যা শেয়ারহোল্ডারদের তরফে পাশ করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০২৩, রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল)-এর কাছে চলমান উদ্বেগের ভিত্তিতে মন্দা বিক্রির মাধ্যমে তার ব্যবসা স্থানান্তর করার জন্য আরএইচএফএল চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। এবং যেখানে ঋণগ্রহীতার ঋণ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার এবং দায়গুলিও আরসিএফএল-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সিকিউরিটাইজেশন, রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের বিধি ৮-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২, নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতাদের প্রতি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে।

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতা বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতা এবং জনস্বার্থে নোটিশ প্রদান করা যাচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নবর্নিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছেন নিজ ক্ষমতা বলে যা তার ওপর ন্যস্ত রয়েছে অধীন সেকশান ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পঠিত রুল ৮ উল্লেখিত ধারায় নিম্নবর্নিত তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং যদি এই সম্পত্তি নিয়ে কোনরূপ লেনদেন হয় তাহলে তার ওপর দাবী করবে **রিলায়েন্স কর্মাশিয়াল ফাইনান্স লি.**

১. ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার নাম/ ঠিকানা ঃ ১) শাকম্বুরি এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড, **যার ঠিকানা** ঃ- ৮৫, জ্যোতিষ রায় রোড, এফ ১, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, **আরও** ঃ- ৯৯/ ৫/ ৯এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯।

২) গ্রীনবিল্ট কাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড, ৩) আদিত্য আগরওয়াল, ৪) ভৈরবী আগরওয়াল, ৫) নীতেশ জৈন।

যাদের ঠিকানা ঃ- সাইট নং. ২৪৮ থেকে ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ২৬২ এবং ২৬৫ এবং ২৭০, সমৃদ্ধি এনক্লেভ, সার্ভে নং. ২০/ ২, চিককানাহাল্লি, গ্রাম-কামানাহাল্লি, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৮৪।

ডিমান্ড নোটিশ/ প্রকাশের তারিখ	অধিগ্রহণ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশে রাশি (টাকা)
০৩.০১.২০১৯ টাকা	১২.০৭.২০২৩	টাকা. ১,৩৩,৩৬,১৯৩/- (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত তিরানব্বই মাত্র) ০৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে।

সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বাস্তু জমি হিসাবে রূপান্তরিত অনুন্নত জমি যার সার্ভে নং. ২০/ ২, পরিমাপ ২ একর ০৬ গুন্টাস, অবস্থিত রয়েছে চিককানাহাল্লি-কামানাহাল্লি গ্রাম, সরাজপুর, হুবলী, আনেকাল তালুক, ব্যাঙ্গালোর জেলা (সরকারি স্মারকলিপি অনুযায়ী রূপান্তরিত, তারিখ ১৫.০২.২০১৩ যার এএলএন (এএস) এসআর ৩৫৬/ ২০১২-১৩) এবং পরিসীমা ঃ পূর্বে- জমি যার সার্ভে নং. ২১, পশ্চিম- জমি যার সার্ভে নং. ২০/ ১, উত্তর- জমি যার সার্ভে নং. ১৯, দক্ষিণ- জমি যার সার্ভে নং. ২১।

''এ'' সম্পত্তির তালিকা **আইটেম নং. ১** ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী খালি জমি যার নং. ২৪৮, যার খাতা নং. ১৯৪৪/ ১৯৪৪/ ২৪৮ এবং বর্তমানে নতুন খাতা নং. ১৯৪৪/ ২৪৮, ই খাতা নং. ১৫০২০০১০২২০১৬২১৩৫০ মুগুলুরু গ্রাম পঞ্চায়েত রূপান্তরিত জমি এএলএন(এএস) এসআর/ ৩৫৬/ ২০১২-১৩, তারিখ ১৫.০২.২০১৪ এবং বিএমআরডি অনুমোদিত প্ল্যান নং. এপিএ/ এলএও/ ২২/ ০৯-১০, তারিখ ১১.০২.২০১৪, যার জমি সার্ভে নং. ২০/ ২, পরিমাপ ২ একর ০৬ গুন্টাস, অবস্থিত চিককানাহাল্লি-কামানাহাল্লি গ্রাম, সরজপুর, হুবলী, আনেকাল তালুক, ব্যাঙ্গালোর আরবান জেলা, পরিমাপ **পূর্ব থেকে পশ্চিম** ঃ ৫৪.৬৩ ফুট (১৬.৬৫ মিটার) এবং **উত্তর থেকে দক্ষিণ** ঃ ৩০ ফুট (৯.১৪ মিটার) সমস্ত পরিমাপ ''ওড ১৬৩৯'' স্কোয়ার ফুট (১৫২.৪৬ বর্গ মিটার) এবং **পরিসীমা** পূর্বে-সাইট নং. ২৪২, পশ্চিম-রাস্তা, উত্তর-সাইট নং. ২৪৯ এবং দক্ষিণ-সাইট নং. ২৪৭।

আইটেম নং. ২ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী খালি জমি যার নং. ২৪৯, যার খাতা নং. ১৯৪৫/ ১৯৪৫/ ২৪৯ এবং বর্তমানে নতুন খাতা নং. ১৯৪৫/ ২৪৯, ই খাতা নং. ১৫০২০০১০২২০১৬২১৩৫১ মুগুলুরু গ্রাম পঞ্চায়েত রূপান্তরিত জমি এএলএন(এএস) এসআর/ ৩৫৬/ ২০১২-১৩, তারিখ ১৫.০২.২০১৪ এবং বিএমআরডি অনুমোদিত প্ল্যান নং. এপিএ/ এলএও/ ২২/ ০৯-১০, তারিখ ১১.০২.২০১৪, যার জমি সার্ভে নং. ২০/ ২, পরিমাপ ২ একর ০৬ গুন্টাস, অবস্থিত চিককানাহাল্লি-কামানাহাল্লি গ্রাম, সরজপুর, হুবলী, আনেকাল তালুক, ব্যাঙ্গালোর আরবান [illegible]

[illegible]

তারিখ ঃ ১৩.০৭.২০২৩
স্থান ঃ ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
রিলায়েন্স কর্মাশিয়াল ফাইনান্স লি.

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

J TAPARIA PROJECTS LIMITED

Corporate Identification Number: L74210WB1980PLC032979
Registered Office: 1 Mall Road (Khudiram Bose Sarani), 3rd Floor, Kolkata - 700080, West Bengal,India.
Tel No.: 033-22305244; Email Address: info@jtapariaprojects.com ; jtaparia2008@gmail.com
Website: http://www.jtapariaprojects.com/

Open Offer for acquisition of upto 48,60,000 Equity Shares representing 30.00% (Thirty Percent) of the voting share capital of J. Taparia Projects Limited ('Target Company' or 'JTAPARIA') at an offer price of ₹6.00 (Rupees Six Only) per Equity share, by Mr. Chirayu Agrawal ('Acquirer 1') and Mr. Sarvesh Agrawal ('Acquirer 2') (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') pursuant to and in compliance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 as amended ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer (**'Manager'**), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations (**'PoPA'**). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) Public Announcement dated Thursday, March 23, 2023 (**'PA'**), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, March 30, 2023, published on Friday, March 31, 2023, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali daily) (Kolkata Edition) (**'Newspapers'**) (**'DPS'**), (c) Letter of Offer dated Tuesday, May 30 2023, along with form of Acceptance cum Acknowledgment (**'Letter of Offer'** or **'LOF'**), and (d) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Friday, June 09, 2023, published in the Newspapers on Monday, June 12, 2023. This PoPA is being published in the same aforesaid Newspapers.

1.	**Name of the Target Company**	J TAPARIA PROJECTS LIMITED			
2.	**Name of the Acquirer and PACs**	Mr. Chirayu Agrawal ('Acquirer 1') and Mr. Sarvesh Agrawal ('Acquirer 2')			
3.	**Name of Manager to the Offer**	Bonanza Portfolio Limited			
4.	**Name of Registrar to the Offer**	Purva Sharegistry (India) Private Limited			
5.	**Offer Details**				
5.1	Date of Opening of the Offer	Tuesday, June 13, 2023			
5.2	Date of Closing of the Offer	Monday, June 26, 2023			
6.	**Date of Payment of Consideration**	Tuesday, July 11, 2023			
7.	**Details of the Acquisition**				
	Particulars	**Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)**		**Actuals**	
7.1	**Offer Price**	Rs.6.00		Rs.6.00	
7.2	**Aggregate number of Equity Shares tendered**	48,60,000		48,04,130	
7.3	**Aggregate number of Equity Shares accepted**	48,60,000		48,04,130	
7.4	**Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)**	Rs. 2,91,60,000 /-		Rs. 2,88,24,780/-	
7.5	**Shareholding of the Acquirer before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement**				
a)	Number of Equity Shares	0		0	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	0.00%		0.00%	
7.6	**Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement**				
a)	Number of Equity Shares	44,33,200		44,33,200	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	27.37%		27.37%	
7.7	**Equity Shares acquired by way of Offer**				
a)	Number of Equity Shares	48,60,000		48,04,130	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	30%		29.65%	
7.8	**Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement**				
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil		Nil	
b)	Price of the Equity Shares acquired				
c)	% of Equity Shares acquired				
7.9	**Post-Offer shareholding of the Acquirer**				
a)	Number of Equity Shares	92,93,200		90,37,330	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	57.37%		57.02%	
7.10	**Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders**				
	Particulars	**Pre-Offer**	**Post-Offer**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**
a)	Number of Equity Shares	1,17,66,800	69,06,800	1,17,66,800	69,62,670
b)	% of fully diluted Equity Share capital	72.63%	42.63%	72.63%	42.98%

8. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this PoPA and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.
9. The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) read with 17 of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto (**'SEBI (LODR) Regulations'**).
10. A copy of this PoPA will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.
11. The capitalized terms used in this PoPA shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

Bonanza
make money. not mistakes.

BONANZA PORTFOLI LIMITED
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate,
Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon East,
Mumbai 400 063, Maharashtra, India
Contact Number: +91-22-62735500/ 68363700
Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com
Contact Person: Ms. Swati Agrawal
SEBI Registration Number: INM000012306
Validity: Permanent

Place: Mumbai
Date: July 15, 2023

For and on behalf of the Acquirers
Mr. Chirayu Agrawal and Mr. Sarvesh Agrawal

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

মূত্রে জ্বালা ভাব?
ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নিন

ডাঃ নীলাঞ্জন মিত্র
এ. এম.আর.আই হসপিটাল,
মুকুন্দপুর, ঢাকুরিয়া
Mob : 9830426221
E-mail : drnilanjanmitraurologist.com
www.drnilanjanmitraurologist.com

প্রথমেই আমরা জানবো যে ইউরোলজি ব্যাপারটা কী?
ইউরোলজি বলতে কিডনি, ইউরেটার, ব্লাডার, প্রস্টেট ও ইউরেথ্রারের কোনও সমস্যা যদি ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় তখন সেটা নেফ্রোলজির অধীনে পড়ে। অন্যদিকে এই অসুখগুলি নিরাময়ের জন্য সার্জারি করতে হলে তখন সেটা ইউরোলজির আওতায় পড়বে। এখন এই ইউরোলজিস্টের পরামর্শ কোন সময়ে নেওয়া জরুরি?
যখন দেখা যায়
-প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হলে বা বারবার প্রস্রাব করতে হলে বা প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রনা ও রক্তপাত হলে।
-প্রস্টেট, ব্লাডার, কিডনি, পুরুষাঙ্গ বা টেস্টিসের ক্যানসারের ক্ষেত্রে।
-ইউরিনারি স্টোন থাকলে।
-ইউরিনারি ট্যাক্টের জন্মগত ত্রুটি ধরা পড়লে।

কিভাবে শনাক্ত করা যায়?
নিম্নোক্ত পরীক্ষার সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। যেমন-
-রুটিন ব্লাড টেস্ট
-রুটিন ইউরিন টেস্ট
-পিএম-এ টেস্ট
-রেনাল ফাংশন টেস্ট
-অলট্রাসোনোগ্রাফি
-সিটি স্ক্যান
-এম.আর.আই.
বহুল প্রচলিত সার্জারি করতেই হয়। যেমন-
-ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার নিরাময়ের জন্য ইউরেথ্রোক্টমি করা প্রয়োজন।
-প্রস্টেট অবস্ট্রাকশন রিপেয়ারের জন্য ট্রান্সইউরেথ্রাল রিমেকশন অফ দি প্রস্টেট সার্জারি করা হয়।
-এছাড়া ব্লাডার টিউমার অপসারনের উদ্দেশ্যে ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ ব্লাডার টিউমার চিকিৎসক করেন।
-কিডনি স্টোন ও আপার ইউরেটারের ছোট স্টোন মূলতঃ এক্সট্রাকরপোরিয়াল শক লিথোট্রিপসি পদ্ধতিতে অপসারন করা হয়।
-আবার বড় স্টোনের ক্ষেত্রে পি.সি.এস.এল. পদ্ধতিতে স্টোন অপসারন করা হয় এবং ইউরেটেরোস্কোপিক লিথোট্রিপ্সি পদ্ধতিতে স্টোন অপসারন হচ্ছে।
-এমন কি বিভিন্ন ক্যানসারের জন্য কিডনি, প্রস্টেট বা ব্লাডার বাদ দেওয়াও ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতিতেই করা হয়।

এছাড়াও কনজেনিটাল ডিজিজের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সার্জারি আছে, যার মাধ্যমে জন্মগত ত্রুটি রিপেয়ার করা হয়। এতে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারিরও একটা বড় ভূমিকা আছে ইউরোলজিতে।

সার্জারির আধুনিকতাতে ইউরোলজিতে এখন ল্যাপারোস্কোপিক কিংবা এণ্ডোস্কোপিক পদ্ধতির পাশাপাশি লেজার বা রোবোটিক সার্জারি চলে আসায় চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেক উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। যার ফলে বহু রোগী এই সার্জারিতে ভীত না হয়ে সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য এগিয়ে এসে সুস্থতার খোঁজ করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সার্জারি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

আধুনিক সার্জারির সুবিধাও অনেক আছে। যেমন বর্তমানে ইউরোলজিক্যাল ডিজিজের মূল চিকিৎসা সার্জারি হলেও ৯০ শতাংশ সার্জারি প্রায় ব্যথাহীন সামান্য রক্তপাত। পেট কেটে সার্জারির প্রায় দরকারই পড়ে না এবং ২ বা ৩ দিন পরেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়।

সার্জারির আধুনিকতাতে ইউরোলজিতে এখন ল্যাপারোস্কোপিক কিংবা এণ্ডোস্কোপিক পদ্ধতির পাশাপাশি লেজার বা রোবোটিক সার্জারি চলে আসায় চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেক উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। যার ফলে বহু রোগী এই সার্জারিতে ভীত না হয়ে সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য এগিয়ে এসে সুস্থতার খোঁজ করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সার্জারি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

রক্তে অতিরিক্ত শর্করা ডেকে আনতে পারে হার্ট ডিজিজ

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIIMS), FNS FELLOW UHN (CANADA)
Director : Cardiologist, Disan Hospital
For Appointment : 9073932409
Help Line : 9073382409

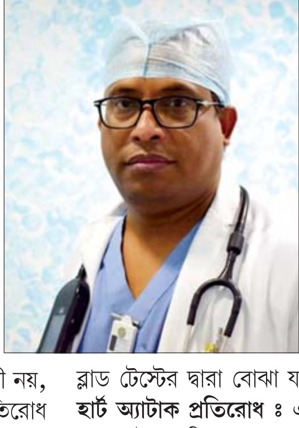

সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে চলেছে। পুরুষদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় যেমন ৪০-৫০ বছর বয়সের মধ্যে এখন হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে এবং মহিলাদের মধ্যেও এখন হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যে মহিলাদের মেনোপোজ হয়ে গেছে তাঁদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এই রোগের বিধ্বংসী ফলাফলের শিকার শুধুমাত্র রোগী নয়, তার পরিবারের সদস্যরাও হয়ে থাকে। এই সংখ্যায় হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনায় ডিশান হাসপাতালের ডিরেক্টর কার্ডিওলজিস্ট **ডাঃ সঞ্জীব কুমার পাত্র।**

হার্ট অ্যাটাক ঃ সাধারণত মানুষ হার্ট অ্যাটাকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও কিছু অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দেহাংশ হল হার্ট। দুটি অ্যাটাক হলে একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি। হার্ট অ্যাটাক এক বা একাধিক করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের কারণে হৃদপিণ্ডের অংশের রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাথোরাস্কলোরাসিসের কারণে করোনারি ধমনীগুলি শক্ত এবং সরু হয়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাক কি প্রতিরোধ যোগ্য ঃ আমরা জানি, প্লাক (আর্টারর মধ্যে ফ্যাট জাতীয় পদার্থ জমা হওয়ার ফলে আর্টারিগুলি সরু হয়ে যায়) ফেটে যাওয়ার ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়। যদিও আর্টারি বন্ধ হওয়ার কারণ হিসাবে অ্যাঞ্জিওগ্রাম এবং ব্লকের আকৃতির মধ্যে কোনও চিহ্নিত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না। একটি বড় প্লাক নালিকাঙ্কের (Lument) এর দিকে বৃদ্ধি না পেলে অ্যাঞ্জিওগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ স্টেনোসিস দেখা যায় না। বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাকের রোগীর স্টেনোসিস সামান্য থাকে। সাধারণত কিছু প্লাকের প্রবণতা থাকে রাপচার বা ফেটে যাওয়ার এবং এর ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। একে আমরা Vulnerable plaque বলে চিনি। একটি প্লাক মূলত লিপিড কোর এবং একটি ফাইব্রাস ক্যাপ দ্বারা তৈরি। Vulnerable plaque-এ মূলত লক্ষণ হল একটি বড় লিপিড কোর এবং পাওয়া ফাইব্রাস ক্যাপ। একজন উপসর্গবিহীন রোগী যার Vulnerable plaque নেই, তার ক্ষেত্রে স্টেনোসিসের মাত্রা নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব।

হার্ট অ্যাটাক কি করে বোঝা যায় ঃ হার্ট অ্যাটাকের প্রথম উপসর্গ হল বুকের মাঝখানে তীব্র ধরণের ব্যথা। মাত্রাতিরিক্ত চাপ বা ভারীভাব বুকের ডান বা বাঁব দিকে অনুভূত হতে পারে। এছাড়াও সুইনিং (ডান থেকে বাঁ হাতে বেশি ব্যথা, চোয়াল এবং আপার অ্যাবডোমেন বা ঘাড়েও তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে)। এছাড়াও শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা, বমি বমি ভাব, হাল্কা মাথা ব্যথা, শীতল ঘামের মতো লক্ষণও দেখা দেয়। এমনকি ডায়াবেটিস পেশেন্ট এবং কিছু মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উপসর্গগুলি ছাড়াও সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক দেখা দিতে পারে। যাই হোক হাল্কা মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, চূড়ান্ত ধরণের অবসাদ, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা এবং পিঠের উপরের দিকে চাপ অনুভূত হওয়া, বদহজম গ্যাস বা অ্যাসিডিটির কারণে হতে পারে এবং এগুলি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ বলে ভুল হতে পারে। এই অবস্থায় ইসিজি এবং ব্লাড টেস্টের দ্বারা বোঝা যায় হার্ট অ্যাটাক সংঘটিত হচ্ছে কিনা।

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ ঃ এক্ষেত্রে রোগীর ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার এবং কোলস্টেরল নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। সাধারণের তামাকজাত দ্রব্য এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট এড়িয়ে যাওয়া বা কম পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাংস বিশেষত রেড মিট একেবারেই চলবে না। কিন্তু ফল এবং শাক-সবজি বেশি পরিমাণে খেতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যা সাধারণত মাছের তেল এবং কিছু গাছ থেকে তেল যেমন- তিসি তেল খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। নিয়মিত ব্রিস্ক ওয়াকিং, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত ঘুম, দুঃশ্চিন্তা বা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ, যোগা এবং মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকরী। যে সব রোগীদের পরিবারে হার্ট ডিজিজের ইতিহাস আছে তাদের বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। সুতরাং হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও উপরিউক্ত পরামর্শ মেনে চললে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব হয়।

চিকিৎসা ঃ উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে হার্ট অ্যাটাক শনাক্তকরণ করা উচিত নয়। ক্ল্যাসিকাল স্পিটমের রোগীরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হচ্ছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক দেখা দিচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। রোগী বুকের তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলে, হার্ট অ্যাটাকের পরিশেবা সংযুক্ত নিকটবর্তী হাসপাতালে যেখানে ক্যাথল্যাব সব অন্যান্য সুবিধা আছে সেখানেই রোগীকে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাৎক্ষণিক ইসিজি-র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ও প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করালে রোগীও বাঁচতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত অস্বস্তিবোধের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন বা ডিসপ্রিন দেওয়া যেতে পারে। সরবিট্রেট ট্যাবলেট সহজলভ্য হলে হার্ট অ্যাটাক এড়াতে তা জিভের তলায় রাখা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে ওঠার পরেও যাঁদের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাঁদের ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির লক্ষণ বেশি থাকে। তাই নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং পুনরায় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া খুবই জরুরী।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বেশি ডিম খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। ডিম শরীরের পক্ষে ভালো। কিন্তু শুনছি বেশি ডিম খেলে নাকি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বিষয়টি ঠিক কি?

উত্তর ঃ ডিম কমবেশি অনেকেরই পছন্দের খাবার। অনেকের সকালের জলখাবারে বা সারা দিনের কোনো একসময় ডিম খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। তবে এই স্বাস্থ্যকর ডিমেই নাকি ক্ষতি! গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এমন তথ্য সামনে এনেছেন। জার্নাল অব অ্যাথেরসক্লেরোসিস রিসার্চ নামে একটি গবেষণা সংস্থা এই বিষয়টি সামনে আনে। গবেষকরা জানান, দীর্ঘদিন গবেষণা করে তারা এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তারা বলছেন, প্রতিদিন ডিম খাওয়া সিগারেটের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর! তাদের তথ্য অনুযায়ী, বেশি ডিম খেলে শরীরে কোলেস্টরেলের মাত্রা বেড়ে যায়, যা হৃদরোগের কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, ডিম খাওয়ার ফলে আর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনাও দেখা যায় বেশি। তবে অনেকেই বলেন, ডিমের সাদা অংশ উপকারী আর কুসুম খাওয়া ভালো নয়। তাদের এ তথ্যকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, ডিমের যেকোনো অংশই অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। এমনকি বিজ্ঞানীরা বলছেন, কাঁচা ডিমের তুলনায় ওমলেট, সিদ্ধ কিংবা পোচ খেলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী ভয়ঙ্কর এমন তথ্য সামনে নিয়ে এসেছেন। অথচ এতদিন চিকিৎসকরা বলেছেন, প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খেলে শরীর ভালো থাকবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪০। সারা দিন প্রায় ৮ ঘন্টা আমাকে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে চোখে চাপ পড়ে। এর জন্য কি করা উচিত?

উত্তর ঃ এখন তো চলছে কম্পিউটারের যুগ। রেলে টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে শিশুদের খেলাধুলা সবই চলছে কম্পিউটারে। অফিস-আদালতের যাবতীয় কাজ চলছে কম্পিউটারে। আবার অবসরে বিনোদনের জন্যও কম্পিউটার। সুতরাং আপনি কাজের মানুষ হন বা অকাজের মানুষ হিসেবে কম্পিউটার আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর। কিন্তু আপনার এই বন্ধুটিও আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। প্রতিদিন যারা দীর্ঘ সময় এই কম্পিউটারের সঙ্গে কাটান তারা নানান শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে চোখের সমস্যা যেমন-চোখ জ্বলা, চোখে ব্যথা করা, ঝাপসা দেখা। এছাড়াও মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেনের সমস্যাও হতে পারে। দীর্ঘদিন যারা কাজ করেন তারা চোখে সামান্য সমস্যা বা অস্বস্তিবোধ করলেই চক্ষু চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এ বিশেষ কাজের জন্য শুধু তাদের বিশেষ চশমা ব্যবহার করতে হতে পারে। অন্তত চোখের পরীক্ষার জন্য। আজকাল কম্পিউটারের কাজের জন্য অপারেটদের ব্যবহার উপযোগী বিশেষ লেন্স বাজারজাত করা হচ্ছে। কী ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করা হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনের দূরত্ব এবং চোখের অবস্থা অনুযায়ী। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের এর জন্য আইকেয়ার প্রফেশনালদের সাহায্য নিতে হয়। আপনি ভালো কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিন।

প্রশ্ন ঃ কি কি কারনে লিভারের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর ঃ মানুষের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল লিভার। শরীরে যত ক্ষতিকারক টক্সিন জমে তা শরীর থেকে ছেকে বের করে দেয় এই লিভার। কিন্তু লিভারের কার্যক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিকারক টক্সিন শরীরে জমে। যার ফলে একের পর এক বিকল হতে থাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই শরীর সুস্থ রাখার জন্য লিভার সুস্থ রাখাটা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের কিছু অভ্যাসের কারণের জন্য বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায় লিভারে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দীর্ঘক্ষন না খাওয়া অবস্থায় থাকার অভ্যাস লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন ধরে এই অভ্যাস চলতে থাকলে বিকল হয়ে পড়বে লিভার। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অনেকেই আলিস্যির কারণে প্রস্রাব চেপে রেখে শুয়ে থাকেন। এই অভ্যাস লিভারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেরি করে ঘুমোতে যাওয়া ও দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা দুটি অভ্যাসই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এই অভ্যাসের কারণে হজমের নানান সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। যা শরীরে মারাত্মক সমস্যার সৃস্টি করে। মাত্রাতিরিক্ত পরিমানে খাওয়া-দাওয়া করলেও হতে পারে লিভারের ক্ষতি।

জ্বরের কারণ ও তার ঘরোয়া চিকিৎসা

এখন প্রায় ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশি হচ্ছে। অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন নিউমোনিয়ায়। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু-কিশোরদের সংখ্যাই বেশি। জ্বর নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বিশ্রাম, সাধারণ পরিচর্যা ও কিছু ওষুধ সেবন করলে বেশির ভাগ জ্বর এমনিতেই সেরে যায়। জ্বরের অনেক ধরন থাকে। তবে জ্বরকে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ভাইরাল জ্বর এবং প্যারাসাইটিক জ্বর সাধারণত এসব ভাগে ভাগ করা হয়।

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ঃ শরীরের কোষের ভেতর লুকিয়ে থেকে ব্যাকটেরিয়াগুলো ইমিউন সিস্টেমে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এগুলোর সংক্রমণে কান ও গলার ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ট্রাভেলার্স ডাইরিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, নেফ্রাইটিস ইত্যাদির ফলে জ্বর হয়। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থেকে জ্বরে সর্দি, কফ ও শ্বাসকষ্ট থাকে। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে ঠাণ্ডা লাগা ভাব থাকে।

ভাইরাল জ্বর ঃ এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে কোনো রোগ ছড়ালে তাকে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ বলে। ভাইরাল জ্বর হল তেমনি ছোঁয়াচে রোগ, যা একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস এ, ভাইরাল হেপাটাইটিস সি ইত্যাদি ভাইরাল জ্বর হয়নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। হাঁচি, কাশি, হাই তোলা, লালা, কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। এসব জ্বরের প্রকোপ এখন বেশি।

প্যারাসাইটিক জ্বর ঃ ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, টাইফয়েডের মতো ক্ষতিকর জ্বরগুলো প্যারাসাইটিক জ্বরের পর্যায়ে পড়ে, যা রোগীর জন্য কষ্টদায়ক।

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, সর্দি-কাশি-ফ্লুর ধরন, লক্ষণ, করণীয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

ডেঙ্গু ঃ ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে কয়েক দিনের মধ্যেই সেই ব্যক্তি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। বেশির ভাগ ডেঙ্গু জ্বর ছয়-সাত দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বেশি। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না নিলে ঝুঁকি থাকে।

লক্ষণ ঃ প্লাটিলেট কমে যায়। শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, চোখ লাল হওয়া ও চোখ ব্যথা, চোখ থেকে জল পড়া, অরুচি বা বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে হামের মতো র‍্যাশ হতে পারে। হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গু হলে দাঁত ও মাড়ির গোড়া থেকে, নাক দিয়ে বা বমির সঙ্গে, পায়ুপথসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্তপাত হতে পারে। গায়ে রক্ত জমে ছিটা ছিটা দাগ থাকতে পারে।

করণীয় ঃ রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ জল বা তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল গ্রুপের ওষুধ ছাড়া ব্যথানাশক অ্যাসপিরিন বা ক্লোফেনাকজাতীয় ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। এতে রক্তক্ষরণ বেড়ে যেতে পারে। রক্তক্ষরণের লক্ষণ দেখামাত্র হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। কারও ডেঙ্গু জ্বর হলে মশারি ব্যবহার করে রোগীকে আলাদা রাখুন। এতে অন্যরাও রক্ষা পাবে।

চিকুনগুনিয়া ঃ ডেঙ্গুর মতোই ভাইরাসজনিত অসুখ চিকুনগুনিয়া। এটি ছড়ায় স্ত্রীজাতীয় এডিস ইজিপ্টি ও এডিস এলবোপিকটাস মশার কামড়ের মাধ্যমে। চিকুনগুনিয়া হলে শরীরের ১০ বা তারও বেশি জয়েন্টে আক্রমণ হয়। এটি প্রতিরোধযোগ্য।

লক্ষণ ঃ চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ অনেকটা ডেঙ্গু জ্বরের মতোই, তবে দেহের তাপমাত্রা একটু বেশি (প্রায়ই ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত) থাকে। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া থাকে এবং একসময় নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। হাত বা পায়ের আঙুল, গোড়ালি, কবজি, মেরুদণ্ড বা অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথার সঙ্গে তা ফুলেও যেতে পারে। জ্বর সেরে যাওয়ার পরও ব্যথা থাকতে পারে। তীব্র মাথাব্যথা, মাংসপেশির দুর্বলতা দেখা দেয়। জ্বর কমে যাওয়ার পর ৭০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা চলে যায়। বাকি ৩০ শতাংশের ব্যথা বেশ কিছুদিন থাকে। ডেঙ্গুতে প্লাটিলেট কমে যায়, রক্ত ক্ষরণের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও থাকে, চিকুনগুনিয়ায় এসব থাকে না।

করণীয় ঃ এডিস মশার কামড়ে চিকুনগুনিয়া হয় বলে এর থেকে বাঁচতে এডিস মশার উপত্তিস্থল ধ্বংস ও মশা নির্মূল করা উচিত। রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে এবং প্রচুর জল, ফলের জুস বা অন্যান্য তরল খেতে দিতে হবে। সংক্রমিত অবস্থায় সব সামাজিকতা এড়িয়ে চলুন। চিকুনগুনিয়া জ্বর হলে বাড়িতেই চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। এই রোগের নির্ধারিত কোনো চিকিৎসা নেই। সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধই যথেষ্ট। এতে জ্বরের পাশাপাশি ব্যথাও কমে যায়। ব্যথা বেশি হলে এনএসএইড ছাড়া সাময়িকভাবে ট্রামাডল গ্রুপের ওষুধ দেয়া যেতে পারে। গলা ব্যথা থাকলে লবণ ও গরম জল দিয়ে ঘন ঘন গার্গল করতে হবে।

ম্যালেরিয়া ঃ সংক্রমিত অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া শুরু হয়। পরে এর জীবাণু লালার মাধ্যমে প্রোস্টেটের সংবহনতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যকৃতে পৌঁছে। সেখানে তারা পরিপক্ক হয় এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায়।

লক্ষণ ঃ উচ্চমাত্রায় জ্বর, বমি বমি ভাব ও মাথাব্যথা থাকে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, যা ১০৫-১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। মাঝারি থেকে তীব্র কাঁপুনি বা শীত শীত অনুভব। মাথা ধরাা। রুচিহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, হজমে গোলযোগ, বমি বমি ভাব বা বমি। অত্যধিক ঘাম হওয়া, খিঁচুনি, পিপাসা লাগা ইত্যাদি।

করণীয় ঃ ম্যালেরিয়া হয়েছে এমন সন্দেহ হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। রোগটি কোন ধরনের ম্যালেরিয়া বিষয়টি নির্ণয় করতে রক্ত পরীক্ষা করালেই জানা যাবে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে। তা অবশ্যই ওষুধ শুরু করার আগে হতে হবে। ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় গেলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

টাইফয়েড ঃ সাধারণত 'সালেমানেলা টাইফি' ও 'প্যারাটাইফি' জীবাণু থেকে টাইফয়েড নামের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গুরুতর ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে টাইফয়েড জ্বর হয়ে থাকে। টাইফয়েডের অন্যতম কারণ হল দূষিত খাবার গ্রহণ।

লক্ষণ ঃ ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, চামড়ায় লালচে দানা দেখা দেওয়া টাইফয়েডের প্রাথমিক লক্ষণ। প্রচণ্ড মাথাব্যথা, গলা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্বলতা। তাপমাত্রা হতে পারে ১০৩-১০৪ ফারেনহাইট। অনেক ক্ষেত্রেই এই জ্বর প্রথম দিকে ধরা পড়ে না। দুই বা তিন সপ্তাহ পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পড়ে এবং তখন মারাত্মক হতে পারে।

করণীয় ঃ টাইফয়েড হয়েছে কিনা, তা বুঝতে সবার আগে অসুস্থ ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। জল ফুটিয়ে পান করতে হবে। খাবার গরম করে খেতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করুন।

সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ হঠাৎ গরম বা ঠাণ্ডাজনিত আবহাওয়ার কারণে সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে। এটি একটি কমন সমস্যা, যাতে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ ঃ গলা ব্যথা, খুসখুস ভাব, নাক বন্ধ বা অনবরত হাঁচি। মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ, দুর্বল লাগা ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেওয়া। জ্বর পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে গেলেও সর্দি বা কাশি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সাইনাস, টনসিলে প্রদাহ, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে। সর্দি বা কাশির সঙ্গে হলুদাভ কফ থাকতে পারে, যা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণকেই নির্দেশ করে। অ্যাজমার রোগীদের শ্বাসকষ্টও বেড়ে যেতে পারে।

করণীয় ঃ ঠাণ্ডা বা বাসি খাবার ও পানীয়, ধূমপান পরিহার, ধুলাবালি এড়িয়ে চলা। সতেজ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত জল পান। আদা-লং-এলাচ-লেবু চা, তুলসিপাতা, মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে উপকার মেলে।

রোবোটিক সার্জারির সাহায্যে হাঁটুর ব্যথাকে গুডবাই জানান

ডাঃ সন্তোষ কুমার
Consultant Orthopaedic Joint Replacement Surgeon,
Belle Vue Clinic, Kolkata
Helpline : 9831266632, 9831911584
e-mail : santoshdrgmail.com
www.mykneemylife.org

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরী হয়েছে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রোবট, সিইউভিআইএস যা মেলবন্ধন ঘটিয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের। এর ফলে এখন অস্থি প্রতিস্থাপন হয়েছে আরও সহজ ও নির্ভূল। পূর্ব ভারতে এই প্রযুক্তির সাহায্যে অস্ত্রোপচারের পথিকৃৎ হলেন ডাঃ সন্তোষ কুমার। দীর্ঘ সতেরো হাজারেরও বেশি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে ডাঃ সন্তোষ কুমারের নাম সর্বজনবিহিত। ডাঃ সন্তোষ কুমার যিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও হিপ অ্যান্ড নি ফাউন্ডেশন, মোমেন্টাম অর্থোকেয়ারের প্রধান এবং বেলভিউ ক্লিনিকের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের ডাইরেক্টর। ডাঃ সন্তোষ কুমার ও তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

প্রশ্ন ঃ নি অস্টিও আর্থ্রাইটিস কী?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ বয়সের সাথে হাঁটুরও ক্ষয় হয়। হাঁটাহাঁটি অসম্ভব হয়ে যায়। পঞ্চাশোর্ধরা হাঁটুর বাতে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বয়স জনিত হাঁটুর বাতকে প্রাইমারি নি অস্টিও আর্থ্রাইটিস বলে।

প্রশ্ন ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিসে হাঁটুতে ব্যথা কেন হয়?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুর অস্থি সন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যায়। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকেই এই ক্ষয় শুরু হয় যা কোনওভাবেই পূরণ হয় না। মহিলাদের মেনোপজের পর ক্ষয়ের হার বেড়ে যায়। ওবেসিটি, স্পোকিং, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর। আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা কন্ডোম্যালেসিস প্যাটেলার মতো অসুখ থেকেও অস্টিও আর্থ্রাইটিস হতে পারে। এই অসুখের ব্যথা থেকে মুক্তির একমাত্র স্থায়ী ও নিশ্চিত সমাধান নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট।

প্রশ্ন ঃ কোন সময়ে নি রিপ্লেসমেন্ট?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে দুটি হাড়ের মধ্যে থাকে কার্টিলেজ নামে কুশান। চলাফেরা বসা কিংবা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় হাঁটুর কিমার এবং কিবিউল টিবিউলার সন্ধিতে হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ কমায় এই কুশান। বয়সের সাথে এই কুশন ক্ষয়ে গেলে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। এর ফলে শুরু হয় অসহ্য ব্যথা। হাঁটু লকও হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। আবার হাঁটু বেঁকেও যেতে পারে। নষ্ট হয় শরীরের ভারসাম্য। শুরু হয় কোমরে ব্যথা। এই উপসর্গগুলি দেখা দিলে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে হাঁটু প্রতিস্থাপন করা যায়।

প্রশ্ন ঃ সার্জারির জন্য কতদিন হাসপাতালে থাকতে হয়?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ অপারেশনের পরদিনই রোগীকে হাঁটানো হয়। কোন জটিলতা না থাকলে সাধারণত তিনদিন পরেই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়, আবার মিনিমালী ইনভেসিভ সার্জারিতে কাটা-ছেঁড়া খুবই কম হয় বলে রোগী দ্রুত স্বাবাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারি থেকে রোবোটিক সার্জারি কেন বেশী সুবিধাজনক?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ সম্প্রতি বেলভিউতে চালু হয়েছে রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। রোবটের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকেও বহুগুণ বেশি নিখুঁত হয়। আবার একইভাবে হাড় ও সফট টিস্যুও সূক্ষ্ম এবং একশো শতাংশ সঠিকভাবে কাটা হয়, ফলে রক্তপাত সামান্যই হয়। এর জন্য পোস্ট অপারেটিভ পেনও অনেক কমে যায়। রোগীও দ্রুত স্বাবাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। আবার প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্টও একশো শতাংশ সঠিক হয়, ফলে প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে।

প্রশ্ন ঃ এই রিপ্লেসমেন্টে সার্জারির খরচ কেমন?
ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি এখন বীমার আওতায় এসে গেছে। এমনিতেও এই অপারেশনের খরচ এই ধরণের অন্যান্য সার্জারি থেকে বেশি নয়। দুটি হাঁটু একই সঙ্গে পাল্টালে খরচ আরও একটু কম পড়ে। তাই হাঁটু বা হিপ জয়েন্টের ব্যথায় হতাশ না হলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়াই শ্রেয়।

ঃ আরও বিশদে জানতে ঃ

Dr. Santosh Kumar,
Room No. 5, Doctor's Chamber, 9, Lowdon Street, Kolkata-700017

Dr. Santosh Kumar,
Knee Foundation,
My Knee My Life,
Plot 332, Lake Town,
Block - A, Kolkata-700089,
Near Lake Town P.S.

9831266632 / 9831911584
e-mail : santoshdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
http://www.drsantoshkumarortho.com/onlineconsultation
whatsapp : 9831911584

দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় রোটারি ক্লাব আজ ১৬ই জুলাই ২০২৩ তারিখে দুর্গাপুর শহরতলির দেউল পার্ক সংলগ্ন অজয় নদীর তীরে একটি গণ বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করেছে। দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় রোটারি ক্লাবের সদস্যরা এই অভিযানে অংশ নেন। আরটিএন সন্দীপ ভট্টাচার্য, সভাপতি এবং আরটিএন সুব্রত চ্যাটার্জি, ২৩-২৪-এর সেক্রেটারি অন্যান্যদের সাথে দলের নেতৃত্বে ছিলেন। দুর্গাপুরের ইনার হুইল ক্লাবের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আরটিএন যোগেশ মহেশ্বরী এই বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজনে সক্রিয় অংশ নেন।

আমের দাম বাড়লেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ মালদায় বিভিন্ন প্রজাতির আমের চাষ হয়। তারমধ্যে জেলা তথা সারা দেশ এবং বিদেশেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে ফজলি আম। বর্তমানে ফজলি আম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফজলি আমের দাম বাড়তে চলেছে। রবিবার এনএস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, প্রথমদিকে আমের দাম না থাকাই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন আম ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে বাজারে ফজলি আম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হলেও আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রায় ৫০ টাকা কিলো দারে বিক্রি হবে ফজলি আম। বাজারে আমের দাম বাড়লেও ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন কিন্তু প্রকৃত চাষীরা ঠিকঠাক দাম পাচ্ছে না। সবমিলিয়ে চাষিরা এখনো ক্ষতির মুখে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের পথে গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের পথে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবালাভূত এলাকার ঘটনা। সুত্রের খবর শনিবার গভীর রাতে বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবালাভূত এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের সময় ওই ব্যক্তিকে আটক করে বিএসএফের জওয়ানরা। রবিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর আটক করা ব্যক্তিকে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। থানা সূত্রে খবর গ্রেফতার করা ব্যক্তির নাম মহিবুল হক তার বাড়ি অসমের ধুবড়ি জেলায়।

ডুয়ার্সের চা বলয়ে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি পরিবার

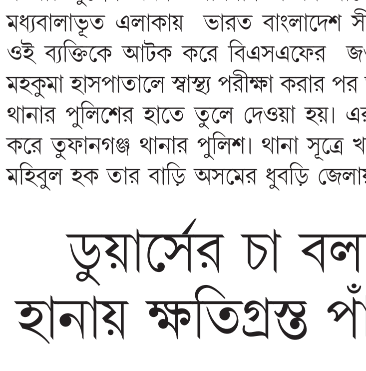

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো পাঁচটি পরিবার। ডুয়ার্সের তাসাটি চা বাগানের সান্থাল লাইন ও মিশন লাইনে শনিবার গভীর রাতে একটি দাঁতাল হাতি তাণ্ডব চালায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট চা বাগানের ওই দুটি লাইনের পৃথক ৫ টি পরিবারের ঘর ভেঙে দেয় হাতিটি। শুধু তাই নয়, ঘরে মজুত রাখা চাল আটা সাবার করে দেয় হাতিটি। স্থানীয়রা জানান, একটি বিশাল দাঁতাল হাতি প্রথমে তাসাটি চা বাগানের মিশন লাইনে তান্ডব চালায়, তারপর সান্থাল লাইনে হানা দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছা্য়েছে ওই এলাকায়। সরকারি সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। পাশাপাশি হাতির হামলা থেকে বাঁচার সুনির্দিষ্ট কোনও ব্যবস্থা করারও আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রেক্ষাগৃহে আগামী ২১শে জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি সভা

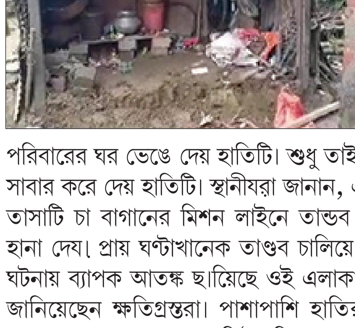

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ রবিবার আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রেক্ষাগৃহে আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ দিবস কে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় সাতশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা উপস্থিত হন। এছাড়াও এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ চিক বাড়াইক,আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জায়গা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

প্রকৃতি পরিবর্তনের কুফলে নাভিশ্বাস উঠেছে চা বলয়ে, অতি বৃষ্টিতে ব্যাহত চা পাতার উৎপাদন

দুরন্তবার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ প্রকৃতি পরিবর্তনের কুফলে নাভিশ্বাস উঠেছে চা বলয়ে। অতি বৃষ্টিতে ব্যাহত চা পাতার উপাদন। চা গাছ তার থেকে পাতা আর সেই পাতা থেকেই সুগন্ধি চা, চা প্রেমীদের এই আসরে এই মুহূর্তে ভিলেনের রূপ নিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে বিগত কয়েক বছর থেকেই বদলে গিয়েছে হিমালয়ের পাদদেশের পরিবেশ। যার সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে পাহাড় থেকে সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা চা বাগানের ওপর। কখনো ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, আবার কখনো পুরো বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টি মাত্র তিন মাসেই ঝড়ে পরা।বারেও জলপাইগুড়ি জেলার ডেঙ্গুয়া ঝার চা বাগান সহ ডুয়ার্সের চা বলয়ে বদলে যাওয়া প্রকৃতির এই কুফল ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার তথা ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে সচিব জীবন চন্দ্র পান্ডে বলেন, চা উদ্যোগ পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর একটি শিল্প, তবে

প্রকৃতির পরিবর্তন বর্তমানে আমাদের অনেকটাই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে প্রতি বছর। অধিক বৃষ্টিতে কমে গিয়েছে চা পাতার উপাদন, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে সক্রিয় রয়েছে বর্ষা। শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানের শ্রমিক আক্ষেপ করে বলেন আগে এই সময় রোজ একশো কেজি পাতা তুলতাম, কিন্তু অধিক বৃষ্টিতে গাছে পাতা কম আমাদের ই লোকসান হচ্ছে, একদিকে যেমন ডল্লী হাজিরা মিলছে না তার সঙ্গে বাড়তি চা পাতা তুললে বাগান কর্তৃপক্ষ যে পুরস্কার দেয় সেটাও পাচ্ছি না।

পণ্য আনলোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৬ জুলাই ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। এই বছরের জুন মাসে ১০৪৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২৩-এর জুন মাসে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই অর্থবর্ষে ৩৩৮৩টি পণ্যবাহী রেক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেঃট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে।

জুন, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৮৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৮টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭৮টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৮টি রেক, মণিপুরে ৪টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক এবং মিজোরামে ৬টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৮৮টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৫৯টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং তার পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সক্রিয় রাখতেও নিয়মিত পরিবহণ করা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃদ্ধ বাবাকেই নৃশংসভাবে খুন করে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো পুত্রবধূ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই। রবিবার সকালে শোবার ঘর থেকেই মুখে রক্ত লাগা অবস্থায় বিজেপি কর্মী বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের বিষযটি জানাজানি হতেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িযে. পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্যাদিঘী গ্রামে। স্থানীয. গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাদনাবতী গ্রাম পঞ্চাযেতের সংশ্লিষ্ট এলাকার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী তথা মৃতের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডিকে আটক করেছে পুলিশ । কিন্তু সেই সময় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছ থেকে ওই তৃণমূল প্রার্থীকে ছিনিযে. নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পুলিশকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। এমনকি গ্রামের রাস্তাও অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর একটি বিশাল টিম। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম বুরণ মুর্মু (৬০)। মৃতের অভিযুক্ত ছেলের নাম বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূর নাম শর্মিলা মার্ডি। মৃত বুরণ মুর্মু এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এদিন ওই বৃদ্ধের দেহ তার শোবার ঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ওই বৃদ্ধের মুখে এবং মাথায় প্রচুর রক্ত লেগেছিল।শরীরেও ব্যাপক আঘাতের চিহ্ন পেয়েছে পুলিশ। তাতে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মারধর করার পাশাপাশি শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই বৃদ্ধকে। তারপরে হয়তো ঘরের সিলিং-এ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ নম্বর আসনে ওই বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির নিকট প্রার্থী জয়ন্তী মুর্মুর কাছে শর্মিলা মার্ডি মাত্র ৫৬ ভোটে পরাজিত হয়। এরপর বুরণ মুর্মুর ওপর অত্যাচার শুরু করে তার ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি। যেহেতু তাদের বৃদ্ধ বাবা করা হয়েছে। তার ছেলে এবং পুত্রবধূ মিলে খুন করেছে। যেহেতু শর্মিলা মার্ডি তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিল, তাই বদলা নিতেই বুরণ মুর্মুকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অভিযুক্ত ওই দুজনকে যাতে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হয় তারও দাবি জানানো হয়েছে। তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি

বিজেপির কর্মী হিসেবে গ্রামে প্রচার চালিয়েছিল। তারজন্যই তৃণমূলের হার হয়েছে এমনটা অভিযোগ তুলে ওই বৃদ্ধ কে মারধর শুরু করে তার ছেলে এবং পুত্রবধূ মারধর শুরু করে। অবশেষে ওই বৃদ্ধকে মারধরের পাশাপাশি শ্বাসরোধ করে খুন করার পর শোবার ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় মৃতের ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি বিরুদ্ধে বামনগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমাদের দলের ওই প্রবীণ কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে খুন বাবলা সরকার বলেন, এখানে রাজনৈতিক কোনো বিষয় জড়িত নেই। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এটা নিতান্তই পারিবারিক বিষয়। পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।বামনগোলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ছেলে বিপ্লব মর্মু পলাতক। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ রবিবার থেকেই শুরু হল ঐতিহ্যবাহী শ্রাবণী মেলা, নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর।রবিবার থেলে শুরু হল উত্তরবঙ্গের প্রাচীন শৈব তীর্থ জল্পেশের শ্রাবণী মেলা। যা চলবে আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। আর এই মেলাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে জেলা প্রসাশনের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষ। নির্বাচনের আগে মেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মেলা চালু করা যায়নি। তবে ভক্তদের জন্য খোলা ছিল মন্দির।রবিবার সকাল থেকেই মন্দির খোলা ছিল। দিনের আলোতে তেমন ভিড় না হলেও প্রচুর ভক্ত আসবেন বলেই আশাবাদী মন্দির কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এবং সর্ব বৃহ শৈব তীর্থ হল জল্পেশ মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বছরে তিনটি বৃহ মেলা বসে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রাবণ মাসের শ্রাবণী মেলা। এই মেলায় সবথেকে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়। এরাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য এবং রাষ্ট্র থেকে বহু ভক্ত আসেন পুজো দিতে। তাই মেলাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে কমিটির তরফে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এবছর নিরাপত্তার জন্য মন্দিরে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরা গুলিকে পুনসংস্কার করা হয়েছে এছাড়াও মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজস্ব শতাধিক ভলেন্দিয়ার রয়েছে, মন্দিরের চারিদিকে পুলিশি নিরাপত্তা সহ, সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা, মেডিকেল টিম মন্দির চত্বরে মোতায়েন থাকবেন। যদিও মন্দিরে প্রবেশের টিকিট মূল্যের কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি না বলে জানা যায়। স্পেশাল টিকিট ১০০ টাকা এবং ২০ টাকার টিকিট মূল্য থাকবে।ঋতু চক্রের ঘূর্ণায়মান চক্রে এবার শ্রাবণ মাস মল মাস বলে বিবেচিত। আর যার ফলেই গুজব রটেছে যে এই মাসে জল্পেশ মন্দিরে ঢালা যাবে না জল। অনেকেই বলছেন বন্ধ থাকবে মন্দির। তবে এই কথা যে গুজব তা স্পষ্ট করলেন জল্পেশ মন্দিরের পুরোহিতরা। তাদের কথায়, শ্রাবণ মাস মল মাস থাকলেও মন্দির খোলা থাকবে। মূলত মল মাসে বাড়ির বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান বিশেষ করে বিবাহ, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা যায .না। তবে জল্পেশ মন্দিরে কোনো সমস্যা হয় না। তাই মল মাস থাকলেও মন্দির খোলা থাকবে। ভক্তরা আসবেন এবং পুজো দিতে পারবেন।এরই পাশাপাশি এদিন জল্পেশের এই শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দিরে যাবার জন্য পোশাক সহ বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে ভিড় জলপাইগুড়ির বিভিন্ন দোকানে লক্ষ্য করা গেছে।

সরকারি অফিস থেকে চুরি হওয়া মাল সহ আসামি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ১০-৭-২০২৩ তারিখ শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত দেশবন্ধু পাড়ায় অবস্থিত বন্যপ্রাণী সম্পদ রক্ষক অফিসের তালা ভেঙে দুটি স্ট্যান্ড ফ্যান সহ অন্যান্য কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থানায় একটি কেস দাখিল করা হয়। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকে পুলিশ এস আই দেবাশীষ দাশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হটা কলোনিতে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া স্ট্যান্ড ফ্যান দুটি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেন সঞ্জীব দাস এর কাছ থেকে। এবং তাকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি কোর্টে পেশ করা হয়।

জলঢাকা নদী এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ তিস্তা দোমহনী, মেখলিগঞ্জ এনএইচ ৩১জলঢাকা নদীর অসুরক্ষিত এলাকায.এখনো জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা। রবিবার সকাল ৮ টায় গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৮২২.৬২ কিউমেক জল ছাড়া হয়। তবে বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম হওয়ায়.বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি জলপাইগুড়িতে। তবে এদিন সকাল থেকেই জোলা জুড়ে ঝলমলে আকাশ।

চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ মসিরুদ্দিন আটক

দুরন্ত বার্তা, উত্তরদিনাজপুর, ১৬ জুলাই ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ মসিরুদ্দিনকে আটক করলো চোপড়া থানার পুলিশ। রবিবার দুপুর নাগাদ চোপড়া থানার লালবাজার এলাকায় একটি ওষুধের দোকান থেকে চোপরা থানার আইসি সঞ্জয.দাসের নেতৃত্বে আটক করা হয় ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি কে। কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের অভিযোগ করে বলেন বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করার চেষ্টা করছে পুলিশ । এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

অবৈধ মদসহ গ্রেফতার বিহারের বাসিন্দা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরদিনাজপুর, ১৬ জুলাই ঃ অবৈধ চোলাই মদ পাচারের সময় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরলো রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শরবান চৌধুরী। বাড়ি বিহারের বিঘোর এলাকাতে। এদিন রায়গঞ্জের শংকরপুর এলাকাতে পাচারের সময় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ওই ব্যক্তি মোট ৯৭.৫০০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ পাচার করছিলো বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পর্যটকদের জন্য ডুয়ার্স ঘোরার ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার দমনপুর এলাকা থেকে পর্যটকদের জন্য সাইকেল ব্যবস্থা চালু করল জেলা প্রশাসন। জানাগেছে মাত্রা ৫০ টাকা ব্যয়ে.এবার বক্সার জঙ্গল এলাকা ঘুরতে পারবেন পর্যটকরা। জেলা প্রশাসনের তরফে ডুয়ার্স দর্শন নামক প্রকল্পের মাধ্যমে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া. এলাকার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ৫ টি সাইকেল তুলে দেযা.হয। এখন থেকে সাইকেল নিয়ে. বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা।

তৃণমূলের ভয়ে ঘর ছাড়া বিধায়ক সমর্থিত নির্দলরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ জুলাই ঃ তৃণমূলের ভয়ে ঘর ছাড়া বিধায়ক সমর্থিত নির্দলরা। খবর পেয়ে এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর অভিযোগ ব্লক সভাপতির জাকির হুসেনের সন্ত্রাসের কারণে ঘর ছাড়া রয়েছে তার নির্দল সমর্থিতরা। জানা গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে গন্ডগোলের কারণে চলে ভাঙচুর। দফায় দফায় ভয় দেখাতে শুর করে জাকির হুসেনের সমর্থিতরা। ফলে ভয়ে ঘর ছা।া হয়ে রয়েছে বিধায়কের সমর্থিত নির্দলরা। সেই খবর পেয়ে শনিবার ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটি খুন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে জান ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। বিধায়ককে কাছে পেয়ে পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিধায়ক সমর্থিত এক কর্মী। বিধায়ক সেই সব পরিবারের সাথে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে জানাবেন বলে জানান তিনি।

চোপড়ায় গর্ভপাতের সময় মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে গ্রেফতার হাতুড়ে চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ১৬ জুলাই ঃ গর্ভপাতের সময় মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে গ্রেফতার হলেন হাতুড়ে চিকিৎসক তথা চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন। রবিবার দুপুরে তাঁকে গ্রেফতার করে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার পুলিশ। যদিও এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতুড়ে চিকিৎসক মসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে গর্ভপাতের সময় এক মহিলার মৃত্যু অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন মসিরউদ্দিন বলেন, দোকানে এসেছিলাম পুলিশ তুলে এনেছেন। এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।' কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, এদিন দলের ব্লক সভাপতিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই হতে পারে না।' প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় মসিরউদ্দিনের ওষুধের দোকান সিল করা হয় প্রশাসনের তরফে।

লুকসানে হাতির হানায় তছনছ ৩০০ সেগুন গাছ

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৬ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির লুকসানের কালীখোলা বস্তিতে ৩০০ সেগুন গাছ লন্ডভন্ড করে দিল ডায়নার জঙ্গলের একপাল হাতি। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, অন্তত ১৫টি হাতির একটি দল ওই সেগুন বাগানে হামলা চালায়। তছনছ করে ৩ বিঘা জমি। একেকটি সেগুন গাছের বয়স ৫ বছর হয়ে গিয়েছিল। হাতির পাল সেগুনের কান্ডের বাকল বের করে সেগুলি সাবা। করে। কৃষক রামকুমার কাটোযাল বলেন, হাতির আতঙ্কে ধান, ভুট্টার মতো চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে. সেগুন লাগিয়ে এটারও যে এমন পরিণতি হবে কে জানতো! সরকারি ক্ষতিপূরণ না মিললে এখন ঘুরে দাঁ।নো সম্ভব নয়। তাঁদের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকার ওপরে। বন দফতরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জার অশেষ পাল বলেন, হাতির পালের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে।

বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠীর অডিসন শুরু

দুরন্ত বার্তা,কোচবিহার, ১৬ জুলাই ঃ বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠীর সেরার দৌড়ে ৩পর্বের অডিসন শুরু হল দিনহাটা শহরে। দিনহাটা গোপাল নগর এম এস এস হাইস্কুলে ওই
অডিসন ঘিরে উসাহ হার মানাবে যেকোনও পরিচিত রিয়ালিটি শো এর অডিসন কেও।উপচে পড়া লাইন,ভিড়, ছোটদের সঙ্গে আছেন বড় রাও।সংস্কৃতির শহর দিনহাটা যেন নতুন ধারায় প্রতিভা খুঁজে বের করার উদ্যোগে দিশা দেখাচ্ছে বিবর্তনের হাত ধরেই।

বিধায়ক আশীষকে সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্ত, রামপুরহাট, ১৬ জুলাই ঃ একুশে জুলাই শ্রদ্ধাদিবসকে সামনে রেখে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে জরুরী বৈঠক ডাকা রামপুরহাট এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সেখানে ব্লকের সমস্ত বিজয়ী ও বিজিত প্রার্থীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মূলত ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মির উদ্যোগে আমাকে ব্লক সম্বর্ধিত করেছে। ভালোবেসে তারা করেছেন। আমি গ্রহণ করেছি। বিধায়ক বলেন, একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি ছাড়াও, আগের মতোই উন্নয়নের কাজে তথা মানুষের পাশে থাকতে হবে, এটি বলা হয়েছে।

Name Change

I MOHAMMAD ZAKIR HUSSAIN S/OBDI KHURSHID ALAM R/O QURASHI MOHALLA RAILPAR, ASANSOL,PASSHIM BARDHAMAN -713302, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ZAKIR HUSSAIN ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023.MD ZAKIR HUSSAIN ANSARI AND MOHAMMAD ZAKIR HUSSAIN SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I Tista Chakraborty D/O Santosh Kumar Banerjee R/O 73,Abinash Banerjee Lane ,Howrah 711104, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS Tista Banerjee Chakraborty VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 15/07/2023.Tista Banerjee Chakraborty AND Tista Chakraborty SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBADRITA KAR D/o SAURAV CHATTERJEE R/O 12D, H.C. BANERJEE LANE, KONNAGAR, HOOGHLY- 712235,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBADRITA CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023. DEBADRITA CHATTERJEE AND DEBADRITA KAR SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHIT CHAKRABORTY S/O LATE SIDDHESWAR CHAKRABORTY R/O VIVEKANANDA APARTMENT, 212/E TALPUKUR ROAD, BAGHAJATIN, KOLKATA - 700086, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHIT KUMAR CHAKRABORTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023.MOHIT KUMAR CHAKRABORTY AND MOHIT CHAKRABORTY SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I IUNUS SEKH S/O SOLEMAN SEKH R/O MERA, MUSTAFAPUR, KATWA,PURBA BARDHAMAN-713150,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UNUS SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023.UNUS SEKH AND IUNUS SEKH SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I HAFIJUL SK S/O UNUS SEIKH R/O MERA, MUSTAFAPUR, KATWA, PURBA BARDHAMAN - 713150,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAFIJUR RAHAMAN SEIKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023. HAFIJUR RAHAMAN SEIKH AND HAFIJUL SK SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BALBINDER SINGH S/O KARNAIL SINGH R/O 63 MANDIR ROAD,PO- DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS -700028 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BALWINDER SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2023. BALWINDER SINGH AND BALBINDER SINGH SAME AND INDENTICAL PERSON.

ময়দানের সেই চেনা উন্মাদনা

ঘরের মাঠে ডালহৌসিকে হারিয়ে মোহনবাগানের জয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ মোহনবাগান ২০১৮ সালে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন। যদিও এরপর আর লিগে খেলছিল না মোহনবাগান। এ বার খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদেশিহীন লিগ। মোহনবাগান অনূর্ধ্ব ২৩ দল নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিগে এখনও অবধি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে মোহনবাগান। এ দিন ডালহৌসি ক্লাবকে ৫-২ ব্যবধানে হারাল সবুজ মেরুন। হ্যাটট্রিক করলেন সুহেল ভাট। রবিবারের বিকেল সবুজ মেরুন সমর্থকদের জন্য আরও বেশি স্পেশাল। দীর্ঘ চার বছর পর ঘরের মাঠে নামল মোহনবাগান। নিজেদের মাঠে প্রিয় দলকে দেখার জন্য উপচে পড়ল ভিড়। কলকাতা ফুটবলের সেই চেনা উন্মাদনা। মাঠের বাইরে টিকিটের হাহাকার। তবে মাঠের ভেতরে ঢুকতে কিছুটা অন্য ছবি। গ্যালারির বেশ কিছু অংশ ফাঁকা। মূলত সদস্য গ্যালারির অনেকটা অংশ ফাঁকা। এমনকি সাধারণ গ্যালারির কিছু কিছু জায়গাও ভরল না। ছুটির বিকেলেও যে এমন ছবি দেখা যাবে, তা হয়তো অনেকেই প্রত্যাশা করেনি। সব ছাপিয়ে ফুটবলের উন্মাদনা ফিরল ময়দানে। মোহনবাগানের খেলা দেখতে আসেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি টুটু বসু। প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু গ্যালারিতে বসে দলের জয় দেখলেন। এ বারের লিগে দুর্দান্ত খেলছে মোহনবাগানের তরুণ দল। এই ম্যাচেও তার অন্যথা হল না। যদিও স্কোর লাইন আরও ভালো হতে পারত। শেষ দিকে দুটো গোল হজম করা, এক শতাংশ হলেও অস্বস্তি। প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ম্যাচের ২৫ ও ৪৩ মিনিটে জোড়া গোল সুহেল ভাটের। দ্বিতীয় গোলটি অনেক বেশি চোখ টানে। বল রিসিভ করেই টার্ন, দ্রুত গোলে শট। ওই টার্নেই কুপোকাত প্রতিপক্ষ ডালহৌসি ডিফেন্স। দ্বিতায়ার্ধের শুরুতেই হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সুহেল। পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোল তাঁর। ফারদিন আলি মোল্লার সৌজন্যে ৬১ মিনিটেই ৪-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এরপরই কিছুটা ছন্দপতন। ৬৬ মিনিটে ডালহৌসির হয়ে এক গোল শোধ শিব হরির। ৮৬ মিনিটে আরও একটি গোল ফারদিনের। তবে দ্বিতীয়ার্ধের অ্যাডেড টাইমে আভাস কুন্ডুর গোলে ব্যবধান কমায় ডালহৌসি। ৫ গোল দিয়ে ২ গোল খাওয়া, সাময়িক অস্বস্তি হলেও ঘরের মাঠে জয়, সমর্থকদের হাসি চওড়া করল।

বাংলাদেশের কাছে প্রথমবার ওডিআই হার ভারতের মেয়েদের

ঢাকা, ১৬ জুলাইঃ লজ্জার হার বললে মোটেও ভুল বলা হয় না। ধারে ও ভারে বাংলাদেশের থেকে অনেক এগিয়ে তারকাখচিত ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। তাই এবারের বাংলাদেশ সফরে হরমনপ্রীত কৌরদের কাছ থেকে দাপুটে পারফর্ম্যান্স আশা করেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে সমর্থকদের নিতান্ত হতাশ করলেন হরমনরা। বাংলাদেশে পা দিয়ে প্রথম ২টি টি-২০ ম্যাচ জিতলেও সিরিজের শেষ টি-২০ ম্যাচে হারতে হয় ভারতকে। ব্যাটারদের হতশ্রী পারফর্ম্যান্স সত্ত্বেও ভারত কোনও রকমে টি-২০ সিরিজ জিতে মুখরক্ষা করে। এবার পরবর্তী ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীতরা যে রকম ল্যাজেগোবরে হন, সাম্প্রতিক সময়ে এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়তে দেখা যায়নি তাঁদের। লো-স্কোরিং ম্যাচে বাংলাদেশের ঝুলিয়ে দেওয়া নিতান্ত সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভরাডুবির মুখে পড়ে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। ১৫২ রান তাড়া করতে নেমে কোনও রকমে একশো টপকে অল-আউট হয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। ব্যাট হাতে ডাহা ফেল ভারতের তারকা ব্যাটাররা। মীরপুরে টস জিতে বাংলাদেশকে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠান হরমনপ্রীত। শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশ একসময় ১১৬ রানে ৭ জন ব্যাটারকে খুইয়ে বসে। সেখানে তারা দেড়শো রানের গণ্ডি টপকে যায় ভারতীয় বোলারদের আত্মতুষ্টির সুযোগ নিয়ে। বাংলাদেশ ৪৩ ওভারে ১৫২ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা দলের হয়ে সব থেকে বেশি ৩৯ রান করেন। ৬৪ বলের ইনিংসে তিনি ৩টি চার মারেন। এছাড়া মুর্শিদা খাতুন ১৩, ফরজানা হক ২৭, রাবেয়া খান ১০, সুলতানা খাতুন ১৬ ও ফহিমা খাতুন ১২ রান করেন। ভারতের হয়ে ৩১ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট নেন আমনজ্যোৎ কৌর। ৩৬ রানে ২টি উইকেট নেন দেবিকা বৈদ্য। ২৬ রান খরচ করে ১টি উইকেট নিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশের দু'জন ব্যাটার রান-আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। ব্যাট করতে নামেননি স্বর্ণা আক্তার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৩৫.৫ ওভারে মাত্র ১১৩ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ৪৪ ওভার প্রতি ইনিংসে কমে দাঁড়ানো ম্যাচে ৪০ রানে হার মানে টিম ইন্ডিয়া। সেই সঙ্গে তারা তিন ম্যাচের সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মেয়েদের ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ এই প্রথমবার হারাল ভারতকে। দীপ্তি শর্মা ২০, প্রিয়া পুনিয়া ১০, স্মৃতি মন্ধনা ১১, যস্তিকা ভাটিয়া ১৫, হরমনপ্রীত কৌর ৫, জেমিমা রডরিগেজ ১০, আমনজ্যোৎ কৌর ১৫, দেবিকা বৈদ্য ১০, পূজা বস্ত্রকার ৭ ও অনুষা বরেড্ডি ২ রান করেন। খাতা খুলতে পারেননি স্নেহ রানা।

২০২৫ পর্যন্ত মেসি ইন্টার মায়ামির

মায়ামি, ১৬ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির চুক্তির খবর নিশ্চিত করে ক্লাবের অন্যতম মালিক ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহাম বলেছেন, মেসির ইন্টার মায়ামিতে আসা 'স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার'। এদিকে মেসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়া। হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আয়োজনকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইন্টার মায়ামি। আগামীকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে মেসিকে। আর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকার অভিষেক হবে ২১ জুলাই। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মেসি বলেছেন, ''ইন্টার মায়ামিতে কেরিয়ারের পরের ধাপ শুরু করার ব্যাপারে আমি বেশ রোমাঞ্চিত। এটি অসাধারণ একটি সুযোগ এবং আমরা একসঙ্গে দারুণ কিছু করব। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করা। আমি এখন আমার নতুন এই ঘরকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করছি।'' মেসিকে দলে টানার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বেকহাম বলেন, ''১০ বছর আগে আমি যখন মায়ামিতে নতুন ক্লাব নির্মাণের যাত্রা শুরু করি, তখন থেকেই বিশ্বের সেরা এই খেলোয়াড়কে দুর্দান্ত এই শহরে নিয়ে আসার স্বপ্ন ছিল আমার।'' নিজে যখন খেলোয়াড় হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন,

তখন থেকেই বেকহামের স্বপ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলকে এগিয়ে নিতে দারুণ কিছু করা। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া। মেসিকে আনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে উল্লেখ করে বেকহাম বলেন, ''আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। লিওর (মেসি) মতো একজন খেলোয়াড়কে আমরা দলে টেনেছি, আমি সম্ভবত এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারতাম না। পাশাপাশি একজন খুব ভালো বন্ধু, অসাধারণ একজন মানুষ এবং তার সুন্দর পরিবার এখানে ইন্টর মায়ামিতে আসায় আমি দারুণ আনন্দিত। আমাদের প্রথম ধাপের রোমাঞ্চের শুরু এখানেই। আমার লিওকে মাঠে দেখার তর সইছে না।'' ইন্টার মায়ামিতে মেসির আগমন নিয়ে ক্লাবের আরেক মালিক জর্জ মাস বলেন, ''আমি লিওনেল মেসি ও তার পরিবারকে এখানে স্বাগত জানাতে পেরে গর্বিত। ২০১৮ সাল থেকে আমরা একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্লাবের স্বপ্ন দেখছি, যা কিনা শীর্ষ খেলোয়াড়দের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবে। এমন একটি ক্লাব আমরা বানাতে চেয়েছি, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল সম্পর্কে বৈশ্বিক ধারণাকে আমূল বদলে দেবে। আর আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছি যেখানেই ফুটবল নিয়ে আলোচনা হয়, সেই আলোচনায় যেন ইন্টার মায়ামি থাকে। যে সমর্থকেরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ আমরা স্বপ্নকে সত্যি করতে যাচ্ছি।'' মেসিকে এমএলএস লিগে আসা নিয়ে কথা বলেছেন লিগের কমিশনার ডন গারবারও। তিনি বলেছেন, ''বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় ইন্টার মায়ামি এবং মেজর লিগ সকারে আসায় আমরা আপ্লুত। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে লিওনেল পৃথিবীকে দেখাবে যে এমএলএসকে চাইলে বিশ্বসেরা খেলোয়াড়েরা নিজেদের জন্য বাছাই করতে পারে।'' এর আগে ২০২১ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে ১৭ বছরের সম্পর্কের পাঠ চুকিয়ে পিএসজিতে যান মেসি। কিন্তু পিএসজিতে সময়টা ভালো কাটেনি তাঁর। গত মরসুমে প্রায়ই দুয়ো শুনতে হয়েছিল তাঁকে। এর মধ্যে সামনে আসে তাঁর ক্লাব ছাড়ার বিষয়টিও। শুরুতে তাঁর বার্সেলোনায় ফেরা এবং সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বেশি শোনা গিয়েছিল। তবে বার্সা বা আল হিলাল নয়, মেসি শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিকেই নতুন গন্তব্য হিসেবে বেছে নেন।

১৩ বছর পর দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাউথ জোন

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাইঃ একেই বলে মধুর প্রতিশোধ। গত বারের দলীপ ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট জোন আর সাউথ জোন। এ বারও এই দু'টি দলই ফাইনালে খেলল। গত বারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট জোনকে হারাল হনুমা বিহারির সাউথ জোন। চতুর্থ দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৮২ রান তুলেছিল ওয়েস্ট জোন। শেষ দিনে জয়ের জন্য সাউথ জোনের প্রয়োজন ছিল ১১৬ রান। পঞ্চম দিনের শুরুতেই ওয়েস্ট জোনের অধিনায়ক প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালকে ফেরান বিজয়কুমার। বড় ধাক্কা খায় ওয়েস্ট জোন। এরপর শেষ দিন ৪৪ রান তুলে বাকি ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট জোন। বাসুকি কৌশিক, সাই কিশোরদের দাপটে ২২২ রানে অল আউট হয়ে যায় প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের দল। যার ফলে ১৩ বছর পর দলীপ ট্রফি জিতল সাউথ জোন। প্রথম ইনিংসে পৃথ্বী শ ছাড়া ওয়েস্ট জোনের মাত্র ৩ ক্রিকেটার ২ অঙ্কের রান করেন। ওয়েস্ট জোনের প্রথম ইনিংসে একাই ৭ উইকেট নেন কাভেরাপ্পা। চেতেশ্বর পূজারা, সূর্যকুমার যাদবদের ব্যাট চলেনি। তাই প্রথম ইনিংয়ে ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায় প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের দল। দ্বিতীয় ইনিংসেও খুব একটা পূজারা-সূর্যর ব্যাট চলেনি। সরফরাজ খানের ৪৮ রান, প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের ৯৫ রান ছাড়া সেই অর্থে ওয়েস্ট জোনের ক্রিকেটারদের ব্যাট চলেনি। সাউথ জোনের বাসুকি কৌশিক, সাই কিশোররা ৪টি করে উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া কাভেরাপ্পা দ্বিতীয় ইনিংসে ১টি উইকেট নেন। আর একটি উইকেট নেন বিজয়কুমার বিশাখ। সাউথ জোনের বোলারদের দাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে ২২২ রানে থামে প্রিয়াঙ্কের দল। ফলে ৭৫ রানের ব্যবধানে এ বারের দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল সাউথ জোন। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট নেওয়া কাভেরাপ্পা। এবং ১৫ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। গত বছরের দলীপ ট্রফিতে ২৯৪ রানের বিরাট ব্যবধানে সাউথ জোনকে হারিয়েছিল অজিঙ্ক রাহানের ওয়েস্ট জোন। এ বার তাই সাউথ জোনের কাছে এই জয় ভীষণ স্পেশাল। এর আগে ২০১০ সালে নর্থ জোনকে হারিয়ে শেষ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সাউথ জোন। এই নিয়ে ১৪ বার দলীপ চ্যাম্পিয়ন হল সাউথ জোন।

আগস্টেই জাতীয় দলে কামব্যক করছেন বুমরা-শ্রেয়স

মুম্বই, ১৬ জুলাইঃ চলতি বছরের ৫ অক্টোবর থেকে ভারতের মাটিতে শুরু হয়ে যাচ্ছে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতীয় দলের জন্য ভালো খবর। চোটের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। তাঁর কামব্যকের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা চলছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২৯ বছরের বুমরা বর্তমানে পিঠের সার্জারির পর এনসিএতে ট্রেনিং চলছে। সূত্রের খবর, গত মাস থেকে ধীরে ধীরে নিজের ওয়ার্কলোড বাড়াচ্ছেন তিনি। ম্যাচ ফিট হওয়ার খুব কাছে রয়েছেন বুম বুম। একই ভাবে অস্ত্রোপচারের পর ব্যাটিং শুরু করেছেন জাতীয় দলের বাইরে থাকা আরও এক তারকা শ্রেয়স আইয়ার। দু'জনই কামব্যকের জন্য তৈরি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে দেখা যাবে দু'জনকে। স্বল্প ওভারের সিরিজ দিয়ে শুরু কামব্যক করতে চান তাঁরা। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে বুমরার কামব্যকের প্রস্তুতি চলছে। প্রতিদিন নেটে ৮-১০ ওভার বল করছেন। বোর্ডের নির্বাচন কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে এশিয়া কাপের দলে বুমরাকে অন্তর্ভুক্ত করতে। তার আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে বুমরার ফিটনেস পরখ করে দেখে নিতে চায় বোর্ড। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আয়ারল্যান্ড সিরিজে বুমরার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে বোর্ড। গতবছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পিঠের ইনজুরির কারণে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দূরে বুমরা। যতদূর জানা গিয়েছে, নেটে বল করতে সমস্যা হচ্ছে না তাঁর। অনুশীল চলছে জোরকদমে। এনসিএ-র ট্রেনিং ক্যাম্পে বুমরা কয়েকটি অনুশীলন ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে তিন ফরম্যাটের প্লেয়িং ইলেভেনের নিয়মিত সদস্য শ্রেয়স আইয়ার। চলতি বছরের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন চোট পান শ্রেয়স। সার্জারির পর তিনিও সুস্থতার পথে।

সেমিফাইনালেই স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্যর ইউএস ওপেন যাত্রা শেষ

নিউ ইয়র্ক, ১৬ জুলাইঃ কানাডা ওপেন জেতার পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ের লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। কিন্তু পর পর দুই খেতাব জয়ের স্বপ্নপূরণ হল না উত্তরপ্রদেশের আলমোরার ছেলে লক্ষ্যর। কানাডা ওপেনে যে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন, তাঁর কাছেই ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে আটকে গেলেন। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন লি শি ফেং-য়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেও জিততে পারলেন না লক্ষ্য। এ বারের ইউএস ওপেন সুপার ৩০০ ইভেন্টের সেমিফাইনালে লক্ষ্য ও লি শি ফেংয়ের লড়াই চলে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। প্রথম গেমে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন লি শির কাছে ২১-১৭ ব্যবধানে হারেন লক্ষ্য। কিন্তু দু'জনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। এরপর দ্বিতীয় গেমে লড়াইয়ে ফেরেন ভারতের রাইজিং স্টার। ২৪-২২ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জেতেন লক্ষ্য। যার ফলে তৃতীয় গেমও যে কম রোমাঞ্চকর হবে না, তেমনটা আশা করাই গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় গেমে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই লি শি ফের মাত করেন তৃতীয় বাছাই লক্ষ্যকে। এই গেম লি শি জেতেন ২১-১৭ ব্যবধানে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ চারের লড়াই লি শি-র কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ, কয়েক দিন আগেই লক্ষ্যর কাছে হেরেই তাঁর কানাডা ওপেন জেতা হয়নি। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন লি শি ফেংকে। ফলে বলাই যায়, যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে লক্ষ্যকে হারাতে পেরে লি শি কানাডা ওপেনে হারের বদলা নিলেন।

মারাদোনা-মেসির দেশেই এখনো বঞ্চিত নারী ফুটবলাররা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনা ফুটবল-পাগল দেশ। তিনবার বিশ্বকাপজয়ী দেশ। ফুটবলের ঐতিহ্যও দুই-এক দিনের নয়। ডিয়েগো মারাদোনা-লিওনেল মেসি বলতে অজ্ঞান দেশটির মানুষেরা। গত ডিসেম্বরে কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টাইনদের এই ফুটবল-উন্মাদনা নতুন করে দেখেছে বিশ্ব। বুয়েনস আইরেসের রাস্তায় নেমেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাসে বিশ্বকাপজয় উদযাপন করেছেন। সেই উসবে হয়তো ছিলেন দুই-একজন নারী ফুটবলারও। তখন কি সেসব নারী ফুটবলারদের মনে হয়েছে, মেসিদের ঘিরে উৎসবের মধ্যে আর্জেন্টাইন ফুটবলে তাঁরা কিছুটা হলেও বঞ্চিত? সংবাদ সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আর্জেন্টিনায় নারীদের ফুটবল খেলা এখনো পুরোপুরি ইতিবাচক চোখে দেখা হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশে বেশির ভাগই ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের। সাম্প্রতিক বছরে আর্জেন্টাইন নারীদের সামাজিকভাবে এগিয়েও নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালে স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের আইনগত অনুমোদন দিয়েছে আর্জেন্টিনা, ফুটবলেও এগিয়েছে। তবে সেই আগোনোটা প্রত্যাশার চেয়ে কম। একটা প্রশ্ন করা যাক। আর্জেন্টিনায় মেসি-দি মারিয়াদের নিয়ে তো মাতামাতির শেষ নেই। যদি প্রশ্ন করা হয়, সেই একই দেশে মেয়েরা কি পেশাদার ফুটবলার হয়ে উঠতে পেরেছেন? উত্তরটা শুনলে চমকে যাবেন। আর্জেন্টিনায় মেয়েদের ফুটবলকে 'আধা পেশাদার' স্বীকৃতি দেওয়া হয় মাত্র চার বছর আগে ২০১৯ সালে। অর্থাৎ, পুরো পেশাদার অবকাঠামো এখনো হয়নি। ফুটবলকে কেরিয়ার বানানোর মতো অবস্থায় উন্নীত হয়নি আর্জেন্টিনার নারী ফুটবল। মেয়েদের খেলাধুলাকেন্দ্রিক মিডিয়া আউটলেট 'গার্লস উইথ বলস' নারী ফুটবলার ও কোচদের সম-অধিকার নিয়ে বলেছে, ''আমাদের অধিকারগুলোকে সম্মান করা হয় না। আমরা বিভিন্ন নির্যাতনেরও শিকার হই।''

আর্জেন্টিনায় নারী ফুটবলে টাকাপয়সার বিনিয়োগও কম। 'গার্লস উইথ বলস'-এর ওয়েবসাইটে নারী ফুটবলারদের পক্ষে বলা হয়েছে, 'পুরুষ ফুটবলাররা যে পোশাক (জার্সি) ফেলে দেয়, সেটা আমাদের পরতে হয়। অনুশীলনেও আমরা পর্যাপ্ত সরঞ্জাম পাই না।' আর্জেন্টিনার ক্লাবগুলোর নিচু স্তরে মেয়েদের জন্য দল নেই। তাতে তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী ফুটবলার উঠে আসতে পারছেন না। স্কুলেও মেয়েদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা খুব কম। খুব কম স্কুলেই এই সুযোগ আছে। 'গার্লস উইথ বলস'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'চোট পেলে আমাদের কোনও চিকিৎসা-সুবিধা নেই। এমনকি পেশাদার চুক্তিও নেই।' অথচ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে নারীদের বিশ্বকাপ ফুটবল। আর্জেন্টিনা নারী ফুটবল দল এখন বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত। ১৯৯৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল আর্জেন্টিনা নারী জাতীয় দল। কিন্তু ৩০ বছর পেরিয়ে আর্জেন্টিনা নারী জাতীয় দল যখন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন ঘরোয়া ফুটবলারদের অবস্থা তথৈবচ। বোকা জুনিয়র্সের প্রাক্তন মিডফিল্ডার কামিলা গোমেজ সম্প্রতি একটি স্কুলের কনফারেন্সে বলেছেন, প্রতিদিন অনুশীলন করার মতো যথেষ্ট আয় নেই নারী ফুটবলারদের। চিলির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলা কামিলা বলেছিলেন, ''আপনি যদি ভোর ৬টায় উঠে সারা দিন কাজের মধ্যে থাকেন, তাহলে পেশাদার (ফুটবলার) হতে পারবেন না।'' বোকা জুনিয়র্সের আরেক খেলোয়াড় হুলিয়া পাজ দুপে একই কনফারেন্সে বলেছিলেন, ''আমরা কৃত্রিম ঘাসে খেলি।'' আসল ঘাসের মাঠ ছেলেদের জন্য জানিয়ে ডুপে আরও বলেছিলেন, ''জার্সিও বেশ বড় বড় ও বেঢপ।'' দুপে বেশি দিন আর্জেন্টিনায় খেলতে পারেননি। ফুটবলকেও ধরে রাখতে পারেননি। দুপে এখন স্পেনে ফুটসাল খেলেন। আর আর্জেন্টিনায় খুব কম মানুষ তাঁদের নারী জাতীয় ফুটবল দলের ঐতিহ্য সমন্ধে জানেন। আর্জেন্টিনায় মেয়েদের প্রথম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০০ বছর আগে। ১৯৭১ সালে মেক্সিকোয় আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে মেয়েদের দল। ১৫ বছর পর সেই মেক্সিকোতেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ডিয়েগো মারাদোনার আর্জেন্টিনা। মেক্সিকোয় গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ গোলের সেই জয়ে একাই ৪ গোল করেছিলেন এলবা সেলভা। ৭৫ বছর বয়সী সেলভা এএফপিকে বলেছেন, ''মেক্সিকোয় আমরা উৎসব করেছিলাম। কিন্তু দেশে ফেরার পর কারও এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এমনকি কেউ আমাদের চিনতওও না।'' ফিফা নারী বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে ১৯৯১ সাল থেকে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছে আর্জেন্টিনা নারী দল-২০০৩, ২০০৭ ও ২০১৯। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা নারী দল এখনো একটি ম্যাচও জিততে পারেনি। গ্রুপ পর্ব পাড়ি দিতে পারেনি কখনো, সে কথা না বললেও চলে। তবে ২০০৬ সালে ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকা জিতেছিল আর্জেন্টিনা নারী দল। দেশটির মেয়েদের ফুটবল ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

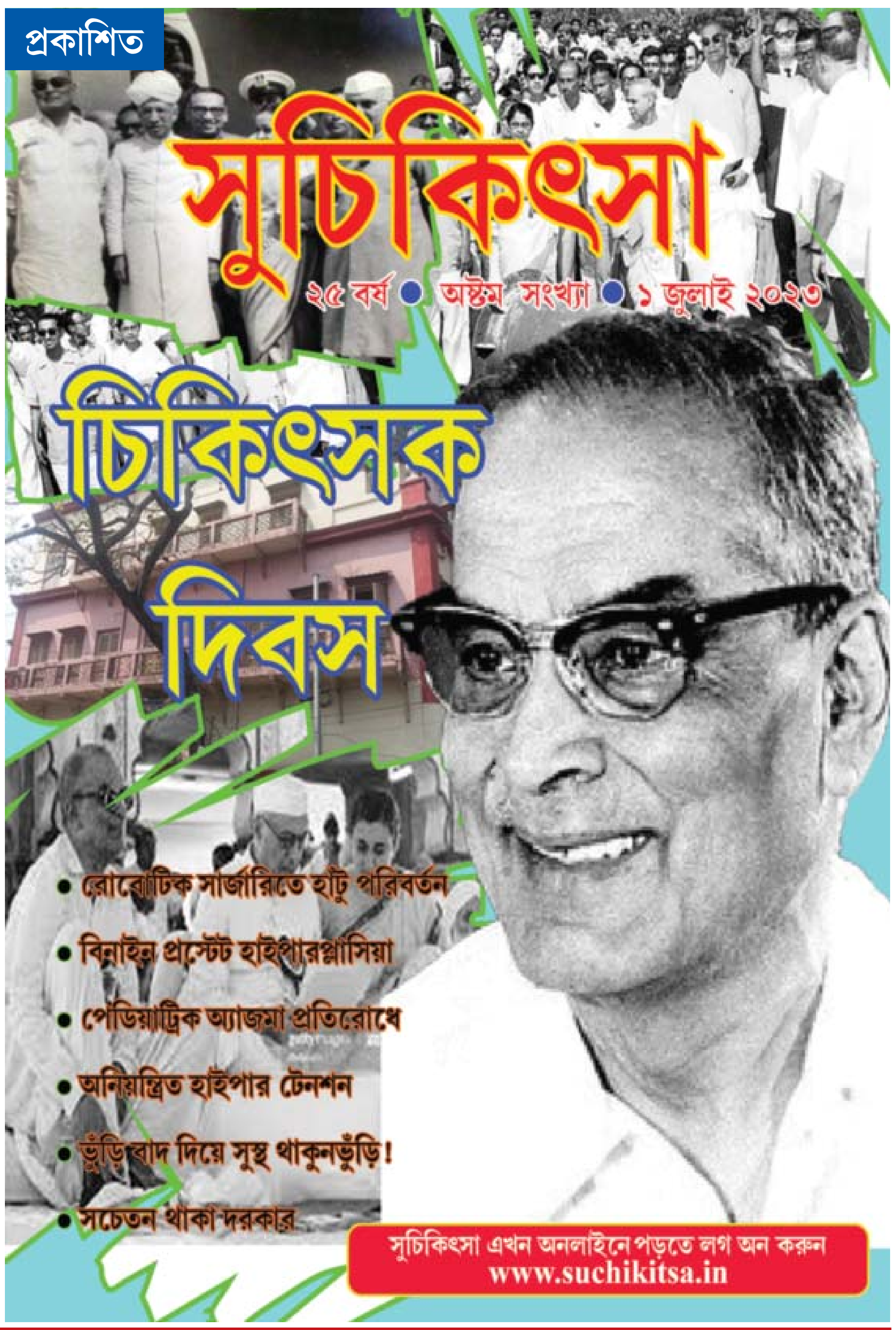

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501